নুর্‌জাহান্‌।

(প্রণয়মূলক ঐতিহাসিক নাটক)।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-উদ্যান। সেলিম।

সেলিম। হা ঈশ্বর !
রাজ-পুত্র সনে, রাজার ভবনে,
মণি-ঝলসিত-প্রমোদাগারে,
আদরে যতনে, রাখিবার ধন,
কেন গড়েছিলে ভিখারী-ঘরে !
হেরিয়ে তাহারে, প্রাণ আলোকিত,
আলোকিত যেন সোণার ধরা,

সেই হাসি টুকু, সেই মুখ খানি,
সেই রূপে যেন জগৎ ভরা!
কি মধুর হাসি, কি শীতল রূপ,
কপোলে লুকান' কি সরলতা,
বিজনের শোভা বাড়াবার তরে,
গড়েছে বিধাতা বিজন-লতা!
সাধ, নিশিদিন সে মুখের পানে,
চেয়ে থাকি তা'রে বিরলে রাখি',
চেয়ে চেয়ে চেয়ে, আপনা হারাব,
তবু অনিমিষে চাহিয়ে থাকি!
হা ঈশ্বর! এত রূপ কেন দিলে তাহারে?
বিকচ-কুসুম-রাশি,
গড়েছ শারদ-শশী,
এত সুধা, এ মাধুরী, ঢালনি তো কাহারে!
বদনে চন্দ্রমা হারে,
বচনে অমৃত ঝরে,
করে খেলা সরলতা সরোজ-নয়নে!
অঙ্গে রূপ নাহি ধরে,
লাবণ্য উথলে পড়ে,
ভালবাসা মাখা যেন সে চাঁদ-বদনে!
ওই যে মেহেরে ল'য়ে আসিতেছে বাঁদী!
কি মূরতি! কি মাধুরী! কি রূপের সীমা!
নিরুপমা এ বামা ভূতলে!

এখনো সরলা, তাই বোঝ' না কো বালা
কি যে জ্বালা যুবার হৃদয়ে !

(মেহেরকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)।

গীত !

বাঁদী। লে আয়ে বিবিজান্,
বাঁদীকো কা এনাম্,
ইয়ে গরিব্‌কে জান্,
থোড়া হোনা মেহেরবান্,
জনাব্ সেলাম্ সেলাম্,
হুজুর্ সেলাম্ সেলাম্।

সেলিম। যা রে বাঁদি, দ্বার-দেশে রবি সাবধানে,
দেখিবি কেহ না যেন প্রবেশে উদ্যানে,
সুপ্রসন্ন আছি আমি তোর ব্যবহারে,
যথোচিত পুরস্কার লভিবি অচিরে।

বাঁদী। হ'য়ে প'ড়্‌লে নজর-জারি,
যা' মেলে তাই দামী ভারি,
হোক্‌না ছুঁড়ি, হোক্‌না বুড়ি !
পুরুষ বেচারাদের রকম হেরে,
হাসিও পায়, দুঃখও করে ;
উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এম্‌নি দিলে ধোঁকা,
না দেখ্‌লে সর্দ্দিগর্ম্মি, দুনিয়া দেখেন ফাঁকা !

আর কিছু নয়,
রাজা রাজ্‌ড়ার আড়্ নজরে প'ড়ে,
একরত্তি দুধের মেয়েটা দেখ্‌চি মারা পড়ে!
গেরোর ভোগ,
মদ্দ মদ্দ উজির ওম্‌রার
ঘরের মেয়ে গিয়ে,
ধ'র্‌ল চোখে একরত্তি
কিনা এক বাঁদীর মেয়ে!
আচ্ছা বাপু, বাঁদীর মেয়ে এত ভালো,
আর এই বাঁদী গুলোই কি যত কালো?
আর এখানে কায' নাই,
যাই বাপু চ'লে যাই।
ছুঁড়ির বয়েস-কাল যদি হ'ত,
ভাগ্যি খানা খুলে যেত।

(প্রস্থান।)

সেলিম। মেহের, তুমি ক'দিন ধ'রে রাজ-বাড়ীতে আর আস না কেন? তোমার মা' তো বেগম সাহেবের কাছে রোজই আসেন।

মেহের। আমি তো পরশু এসেছিলেম।

সেলিম। কাল তো আর আসনি।

মেহের। কাল যে আস্‌বার সময় আয়না সকিনা সকলে খেলা ক'ত্তে ডাক্‌লে।

সেলিম। আচ্ছা আয়না সকিনা ডাকলেই কি আস্‌তে

নেই? আমি যে তোমার জন্যে চৌপর বিকেলটী একলা ব'সে রইলুম, কত ভাবলুম, কত কষ্ট পেলুম, তা'কি তোমার একবারও ভাবতে নেই? তুমি আয়না সকিনাকেই ভালবাস, আমায় ভালবাস না?

মেহের। হ্যাঁ, আপনি বুঝি আমার জন্যে এখানে ব'সে ছিলেন?

সেলিম। তোমার জন্যে না তো কা'র জন্যে আমি এখানে থাকি মেহের?

মেহের। বাগানে কত ফুল ফোটে, কত পাখী ডাকে, সেই সব আপনি দেখেন তাই ব'সে থাকেন; আমাদের যদি এই রকম বাগান থাকৃত, আমিও তা'হ'লে চৌপর দিন সেখানে থাকতুম।

সেলিম। সত্যি বলছি মেহের, ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, এ সব আমার একলা ভাল লাগে না। তোমাতে আমাতে দু'জনে যদি দেখি তো সব ভাল লাগে। তোমাদের এরকম বাগান থাকলে চৌপর দিন সেখানে থাকতে, তা এখানেই কেন চৌপর দিন থাক না?

মেহের। (নীরব)

সেলিম। চুপ ক'রে রইলে যে? বেশ তো তোমাতে আমাতে দু'জনে থাকবো। এ বাগান কেন তোমাদেরই মনে কর'না? আমার যা কিছু, সে সব আমারও যেমন তোমারও তেমন। এখানে থাকলেই বা? তোমাদের বাড়ীর চেয়ে রাজ-বাড়ী কত ভাল, কত চাকর-দাসী।

মেহের। (নীরব)।

সেলিম। তবু চুপ ক'রে রইলে? তবে তোমার আমার কাছে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। তুমি তবে আমায় ভালবাস না। আচ্ছা আমি তোমার জন্যে এত ভাবি, এত কষ্ট পাই, তোমার আমার জন্যে একটু কষ্ট হয় না?

মেহের। তা মা'র কাছে বুঝি যাব না?

সেলিম। মা'র কাছে এক এক বার যাবে।

মেহের। (নীরব)

সেলিম। আবার চুপ ক'রে রইলে? তোমার তবে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। আচ্ছা থেকে কায' নেই। মা'র কাছে যেয়ো। এখন তো ব'স।

(মেহেরের উপবেশন)।

সেলিম। ওকি মেহের, পায়ের কাছে ব'সলে যে? আমার কাছে ব'স্‌তে কি লজ্জা হয়? এস দু'জনে মিলে এক জায়গায় বসি।

(নিজের কোলে লইয়া)

একি! প্রাণ ভরি' খেলে যে লহরী,
অঙ্গে অঙ্গ পরশনে!
তনু লোমাঞ্চিত, হৃদি পুলকিত,
তুফান খেলে রে প্রাণে!!
বাসনা, মিলায়ে হৃদয়ে হৃদয়ে,
কপোলে কপোল মিশায়ে লই,
সুখের স্বপনে, সুখ-অচেতনে,
আজীবন দোঁহে ঘুমায়ে রই!

মেহের। আমার গলা ছেড়ে দিন না।

সেলিম। দেখ দেখি মেহের কেউ কোথাও নেই। তোমাতে আমাতে দুজনে চুপ্‌টি ক'রে যদি এই রকম ক'রে ব'সে থাকি, তো আমোদ হয় না?

মেহের। ছাড়ুন আমি চ'লে যাই।

সেলিম। মেহের! আমি তোমার জন্যে মরি, তোমার কি একটু কষ্ট হয় না?

মেহের। সন্ধ্যে হয় মা'র রাজ-বাড়ী থেকে যাবার সময় হ'য়েছে, আমি চল্লুম।

সেলিম। ওঃ বুঝেছি। আর কিছু ব'ল্‌বনা, ব'স।

মেহের। আজ আর নয়, কাল আস্‌ব আবার।

সেলিম। তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ ক'রেছ।

মেহের। হুঁ, রাগ করেছি বৈ কি।

সেলিম। তবে চ'লে যাচ্চ কেন?

মেহের। আপনি যে করেন!

সেলিম। আচ্ছা মেহের আর যদি কিছু করি তো চ'লে যেয়ো।

মেহের। আজ আর নয়, সন্ধ্যে হয়, মা'র বাড়ী যাবার সময় হ'য়েছে।

সেলিম। কাল আবার আস্‌বে বল?

মেহের। আস্‌ব, আজ যেতে দিন।

সেলিম। আচ্ছা চল, কাল নিশ্চয় এস, দু'টী হাতে ধর্‌চি রাগ ক'র না।

মেহের। না।

সেলিম। (যাইতে যাইতে) আচ্ছা মেহের চ'লে তো যাচ্ছই; একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ঠিক ব'লে যাবে?

মেহের। কি?

সেলিম। সত্যি কথা ব'ল্‌বে তো?

মেহের। ব'ল্‌ব।

সেলিম। আচ্ছা তুমি সকলের চেয়ে কারে ভালবাস?

মেহের। ওসব আমি জানিনে যান্‌।

সেলিম। দুটী হাতে ধর্‌চি, বল।

মেহের। আমি ব'ল্‌ব না।

সেলিম। তোমাকে ব'লতেই হবে।

মেহের। মা'কে ভালবাসি।

সেলিম। তার নীচেয়?

মেহের। বাবাকে।

সেলিম। তার নীচেয়?

মেহের। অমন ক'ল্লে আর আমি আস্‌ব না।

সেলিম। না মেহের তোমায় বল্‌তেই হবে আমায় ভালবাস কি না?

মেহের। আমি জানিনে।

সেলিম। না তুমি জান।

মেহের। কি জ্বালা আমায় যেতে দিন না।

সেলিম। আচ্ছা মেহের আমি এত কুৎসিত কেন?

(হস্ত ধারণ)।

মেহের। আবার ধ'রেছেন, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল যে; যে আমায় নিয়ে এসেছিল তাকে ডাকুন না।

সেলিম। আচ্ছা ডাক্‌চি এস। (পুনঃ যাইতে যাইতে) মেহেরের যখন বিয়ে হ'য়ে যাবে তখন আমাকে মনেও থাক্‌বে না। আমি তখন একা ব'সে ব'সে ভাব্‌ব।

মেহের। যে আমায় নিয়ে এসেছিল তা'কে ডাকুন না।

সেলিম। আচ্ছা মেহের সত্যি বল দেখি, আমাকে তোমার বিয়ে ক'ত্তে ইচ্ছে করে কি না?

মেহের। আমি যদি কাল থেকে আর আসি, তো কি বলেচি।

সেলিম। না মেহের, অমন কথা বল তো আমি ম'রে যাব।

মেহের। তবে যে নিয়ে এসেছিল তা'কে ডাকুন।

সেলিম। আর একটী জিনিস ক'রে তার পর ডাক্‌ব।

মেহের। কি?

সেলিম। তোমার জন্যে এক ছড়া ফুলের মালা গেঁথে রেখেছি। সেই মালা ছড়া তোমায় পরিয়ে দিয়ে তার পর ডাক্‌ব।

মেহের। মালা নিয়ে আমি কি ক'রব।

সেলিম। আমি তোমার গলায় দিয়ে কেমন দেখায় দেখ্‌ব।

মেহের। ভাল দেখায় না। আর দেখ্‌তে হবে না, সরুন আমি চ'লে যাই।

সেলিম। না তোমায় পর্‌তেই হবে, একবারটী এস। (হস্ত ধারণ)।

মেহের। বাবা বাবা, পাগল ক'রে ছাড়্‌লেন।

সেলিম। (যাইতে যাইতে) আচ্ছা মেহের, সত্যি ক'রে বল দেখি, তোমার বেগম হ'তে ইচ্ছে হয় কি না?

মেহের। বাঁদীর মেয়ে কখন' কি বেগম হ'য়ে থাকে?

সেলিম। মেহের! আমি যখন বাদ্‌সা হব, তুমি নিশ্চয় বেগম হবে।

মেহের। মালা কই?

সেলিম। ওই র'য়েছে দেখ।

মেহের। দিতে হয় শিগ্‌গির পরিয়ে দিন।

সেলিম। (মালা পরাইয়া দিয়া) মেহের! মালা ছড়াটী প'রে তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্চে!

মেহের। এইবার আমায় যেতে দিন?

সেলিম। তোমার গলায় মালা থাক্‌বে, যদি কেউ জান্‌তে পারে আমি দিয়েছি তো কি হ'বে?

মেহের। জানলেই বা?

সেলিম। না মেহের, কেউ যেন খবরদার না জান্‌তে পারে, সাবধান। তুম আমার গলায় মালা ফিরিয়ে দাও।

মেহের। তবে দেওয়া কেন? এই নিন্।

সেলিম। আচ্ছা মেহের! আমি তোমার গলায় মালা দিলুম, তুমি আবার আমার গলায় ফিরিয়ে দিলে,

এই রকম ক'রে মালা বদল ক'র্‌লে কি হয় বল দেখি ?

মেহের। তা আমি কি জানি ?

সেলিম। মালা বদল ক'র্‌লে যে বিয়ে করা হয়, তা জাননা ? আজ থেকে তুমি আমায় বিয়ে ক'র্‌লে ?

মেহের। শিগ্‌গির পাঠিয়ে দিন না, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল যে।

সেলিম। আচ্ছা মেহের ! সন্ধ্যে হ'লই বা ? আমি তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেব ; দুজনে একটু র'য়েছি থাক্‌লেই বা ?

মেহের। আমি আর কাল থেকে আস্‌ব না।

সেলিম। আচ্ছা মেহের ! এইবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল আবার আস্‌বে বল ?

মেহের। হ্যাঁ হ্যাঁ আস্‌ব। পাঠিয়ে দিন।

সেলিম। মাথা খাও এস। দু'টী হাতে ধর্‌চি।

মেহের। আজ আর দেরি কর্‌লে আস্‌ব না।

সেলিম। আচ্ছা আর দেরি কর্‌ব না। মুন্না—মুন্না—

(বাঁদীর প্রবেশ)।

গীত।

বাঁদী। ইয়ে বাঁদী হাজির্,
করনা কা হুকুম জাহির্,
ইয়ে গরিব্‌কে জান্,
থোড়া হোনা মেহেরবান্,
জনাব্ সেলাম্ সেলাম্,
হুজুর সেলাম্ সেলাম্।

সেলিম। মেহেরকে মা'র কাছে দিয়ে আয়।

গীত।

বাঁদী। যো হুকুম্ জনাব্,
ওহি কর্‌তা হুঁ আব,
ইয়ে গরিব্‌কে জান্,
থোড়া হোনা মেহেরবান্,
জনাব্, সেলাম্ সেলাম্,
হুজুর্, সেলাম্ সেলাম্।

(মেহের ও বাঁদীর প্রস্থান। চারিদিকে লুক্কায়িত সখীগণের বাহির হওন।)

গীত।

সখীগণ। আজ তো পড়েছ ধরা হাতে হাতে রস-রাজ,
লুকিয়ে নাগরী নিয়ে, আ ছি ছি একি হে কায',
নব-রাগে নিরজনে,
ছি ছি ছি প্রমোদ-মনে,
মেতেছ প্রমদা সনে
প্রমোদ-কানন-মাঝ।

সেলিম। কি ভাগ্যি কামিনী-ফুল
এতদিনের পরে,
ফুট্‌ল হঠাৎ কেলি-বনের
আঁধার আলো ক'রে?

১ সখী। সে কাননে ফুল কেমনে
ফুট্‌তে বল পায়;

যথা অলি পড়ে ঢলি'
ঢুলে কলির গায় ?

সেলিম। নিত্যি নূতন রঙ্ তামাসা
বাড়্‌চে সবাকার,
না জানি বা দেখ্‌ব কত
দিনে দিনে আর !

২ সখী। যা' না হ'বার দিনে দিনে
হ'বে সে সকল,
এক রত্তি দুধের মেয়ে
নইলে খাওয়ায় ঘোল ?

৩ সখী। আর শুনি নি, আর দেখি নি,
এমন প্রেমের ঠেলা,
বুড়ো বয়সে ধ'ত্তে যে হয়
খেলা ঘরের খেলা !

সেলিম। বুঝ্‌তে নারি এ চাতুরী,
বলিহারি যাই,
হার মান্‌চি খুলে বল,
ছাড়' চতুরাই !

৪ সখী। হাতে হাতে প'ড়্‌লে ধরা,
আর কি ঠাট্ সাজে ?

২ সখী। কায' কি কথায়, আয় চ'লে আয়,
যাই নিজেদের কাজে।

সেলিম। ঘাট্ মান্‌চি, রাগ ক'র না,
বল মনের কথা,
কে পাঠালে, কেন এলে,
কতক্ষণ হেথা ?

১ সখী। একলা ব'সে ব'কছিলে যে
মনের অনুরাগে,
তা' শুনেছি, আর এসেছি
মোরা তা'রও আগে।

সেলিম। দেখ্‌লে তো সব, তোমাদের সেই
ব'ল সখীটীরে,
মন প্রাণ সব চুরি ক'রে
কেন কাঁদায় মোরে ?

২ সখী। বালাই,
কাঁদ্‌বে কেন তা'র জন্যে,
আর কি এখন তা'র ?
এখন চোরের চোরাই-মাল
লুটেছে বাট্‌পাড়।

সেলিম। বুঝ্‌তে তো চাই, বল না ছাই
'পষ্ট ক'রে খুলে,
মাথা নেই, মুণ্ডু নেই,
নিচ্ছ এক চাল চেলে।

৩ সখী। না বুঝ্‌তেই চাঁদ-মুখটী
উঠ্‌ল ঘামে ভিজে,

"মাথা মুণ্ডু" 'পষ্টা-পষ্টি
আর কি হ'বে বুঝে?

১ সখী। বলি,
আমরা বুঝি জিজ্ঞাসিনু
প্রাণ জুড়াবার তরে,
"মেহের তুমি এ'জগতে
ভালবাস কা'রে?"
সোহাগ ভরে জিজ্ঞাসিনু
সেও আমরাই না,
"মেহের! তোমার বেগম হ'তে
ইচ্ছে হয় কি না?"
একটু দূরে বস্‌তে হেরে
বল্লেম আমরা বুঝি,
"এস মেহের! দু'জনাতে
এক জায়গায় বসি?"
নিজের বামে যাই বসালে,
আমাদেরই না হিয়ে,
গায়ে গায়ে ঠেক্‌তে অম্‌নি
উঠ্‌ল কাঁটা দিয়ে?
গলা ধ'রে ভাঙা' স্বরে
বল্লেম আমরা বুঝি,
"দেখ দেখি, কেউ কোথা নেই,
আমোদ হয় না কি?"

পিরীত ভরে জিজ্ঞাসিনু,
সেও আমরাই না,
"মেহের মোরে বিয়ে ক'ত্তে
ইচ্ছে হয় কি না ?"

২ সখী। বিয়ে ক'ত্তে ইচ্ছে হ'বে,
ত্বাড়া কিসের তা'য়,
গিলিয়ে কি কা'রো প্রাণে
পিরীত ঢালা যায় ?
সবুরেতে মেওয়া ফলে,
একটু ধৈর্য্য ধর',
বেগম হ'তে কে না চায়,
ত্বাড়া কেন কর' ?
চোখ কাণ টিপে থাক
দিন কতক আর,
"ভালবাসি" কত শুন্‌বে
ভাবনা কিবা তা'র ?

৩ সখী। ঢের হ'য়েছে আর কায' নাই,
আয় আমরা যাই,

সেলিম। কথা আছে, একটু থাক,
মাথা খাও সবাই।

(সকলে গমনোদ্যতা)

অকারণে একজনে
দোষা কেমন ধারা ?

১ সখী। (যাইতে যাইতে)
তবু যদি না দেখ্‌তেম
মালা বদল করা।
(সখীগণের প্রস্থান)।

সেলিম। লজ্জা দিতে কেন এল যত সহচরী?
হ'বে একি যোধার চাতুরী!
(১ম সখীর পুনঃ প্রবেশ)

বাহিরে গিয়ে সবাই
চুপি চুপি যুক্তি ক'রে
চাতুরী খেল্‌তে কোন'
পুনঃ বুঝি আস্‌চ ফিরে?

১ সখী। এসেছিলেম বল্‌তে যাহা,
একবারটী ব'লে যাই,
তোমার কায' করবে তুমি,
আমরা দোষে খালাস পাই।
শুনেছে তোমার যোধা
কোথা' এক ছবির কথা,
শুনে সে উঠ্‌ল খেপে,
ধরেচে দেখ্‌বে চোখে,
ছবি তাই আজই সাঁজে,
আনা হ'বে যোধার কাছে,
সে মাথার দিব্যি দিয়ে,
তোমারে দেছে ব'লে,

ছবি খানি দেখ্‌তে চোখে,
গিয়ে সেথা সাঁজের কালে,
যদি তোমার ধরে মনে,
দাম দিয়ে তা'রে দিবে কিনে,
যোধাবাই সাধ ক'রেছে,
ছবি খানি রাখ্‌বে কাছে,
বাজারে বিকিয়ে গেলে,
পাছে আর নাই বা মেলে,
পাঠালে বল্‌তে যাহা,
তোমারে ব'লে গেলেম,
যেতে হয় যেয়ো তুমি,
আমরা দোষে খালাস পেলেম।

(প্রস্থান)।

সেলিম। ছবি নয়, পরিহাস বালিকায় ল'য়ে!

(প্রস্থান)।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরের অবতরণ-সোপান। মেহের ও মেহেরের মা।

মে-মা। ভালবাসি শুন্‌তে চায়,
তুই একবার বল্লিই নয়;
এতই বাপু কিসের ভয়,
বাগও নয়, ভালুকও নয়।
বল্‌ দেখি ক'টা লোকে
রাজা রাজ্‌ড়ার পড়ে চোখে?
হ'তে পার্‌লে শুধু বাঁদী,
সেও জান্‌বি পুণ্যি অতি।
সেলিমের নজর,
তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যির জোর।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। ছি ছি ছি মানের বশে,
কাঁদাবি, কাঁদ্‌বি শেষে?

মে-মা। (স্বগত)
যোধার সখী কেন আবার,
মেহেরের যে দেখ্‌চি বড় পসার!
তা' কা'রই বা আর খাট্‌বে জোর,
সেলিম নিজে মুটোর ভেতর।

১ সখী। কি ভাব্‌চ মেহেরের মা,
বেদম তোমার ভাগ্যি খানা।
তোমায় আর কে পায়,
মেয়ে কোন্‌ দিন বেগম হয়।

মে-মা। কেন্‌ লো বাপু এমন ধারা
গরিবের উপর জুলুম করা ?
তোরা রাজা রাজ্‌ড়ার সহচরী,
দেখ্‌লেই একে ভয়ে মরি ;
কি ক'ত্তে হবে বল তাই,
গরিবকে ঠাট্টা কেন ভাই ?

২ সখী। বলি, আমাদের কাছে ছেনালি কেন,
আমরা কিছু জানিনে যেন।
থাক্‌লেম ঘট্‌কালির বেলা,
শেষে দেখ্‌চি দেখাবি কলা।
আমাদের গুণ দেখ্‌লি নে চোখে,
তবে ভাঙচি দেই গে আজ্‌কের থেকে ?

মে-মা। বলি, তা' নয়, তা' নয় বোন্‌,
ভাল ক'রে জিজ্ঞাসাটাই কর্‌লি কোন্‌ ?
তোদের কাছে লুকোতে ভাই
দুনিয়ায় আমার কিছুই নাই।
আচ্ছা, বল দেখি দু'জনের কি হ'ল ?
মেহের তো আমার ভেবে ভেবে মারা গেল।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দিন,

বল্‌চে দেখি সেলিম সেলিম।
কোকিল ডালে ডাক্‌লে পরে,
নিঃশ্বাস ফেলে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে।
চাঁদ উঠ্‌লে একলা ব'সে,
মেয়ে আমার কেঁদে ভাসে।
তুমি সেলিমের কাছে গিয়ে,
ব'ল তো একটু গুচিয়ে গুচিয়ে।

৩ সখী। বল্‌বার কি আর কিছু বাকি রেখেছি,
যা বাগাবার বাগিয়ে নিছি।
তবে, মেহের নাকি এখনো কচি নেহাৎ,
তাই যা' বল,
নইলে, আজই তো কিস্তি মাৎ।

মে-মা। তা, আজই "কিস্তিমাৎ"টা দে ক'রে,
বল্‌চি বোন্ তোর দু'খানি হাতে ধ'রে।
এ আবার কচি কোথায় বোন্,
দেখ দেখি, কেমন বাড়ন্ত গড়ন!!

১ সখী। খুড়ি মক্কেল বোন্,
ওটা আমারই বোঝ্‌বার ভ্রম।
এ কঁচি নয়, তা আর একবার ক'রে,
এখন একজন ছেড়ে দশ জন তরে।

মে-মা। তবে বোন্ কথাটা শোন',
"কিস্তিমাৎ"টা আর বাকি থাকে কেন?

২ সখী। তা কিছু বলাও যায় না,

তোমার কপাল বোঝা ভার,
হয়তো রাতারাতি মুলুকদার !
তোমার বোন্‌ কেন ভাবনা হচ্চে,
জেন' তোমার বরাৎ লক্‌ লক্‌ কচ্চেই কচ্চে।
তা আজ তো আমি নে যাই এখন,
আহা, রাজার ছাওয়াল হাঁপাচ্চে এতক্ষণ।

মে-মা। মাইরি বল্‌চি আমার যে কেমন হ'য়েছে
সেলিমের উপর যেন জামাইএর ন্যায়
মায়া হ'য়ে পড়েছে।
মেহেরকে তুমি তবে নে যাও এখন,
না জানি বাছা কত কষ্ট পাচ্চে এতক্ষণ।
(মেহেরের প্রতি)
এস মা তবে, সেই নিজের ঘর,
মেয়ে মানুষের আর সব পর।
মনের সুখে খাও দাও পর',
আশীর্ব্বাদ করি, জন্মাইতো হ'য়ে ঘর কর'।

মেহের। আমি এই বাড়ী চল্লুম।

মে-মা। মেয়ের আদর বাড়্‌চে বুঝি ?
কেটে ক'রব কুচি কুচি।

মেহের। (মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন)

১ সখী। ছি ছি ছি, কেঁদে নাগর চায় লো আদর,
তবু কি তোর মান যাবে না ?

মে-মা। বোন্, একবার এস দেখি আমার পানে,
একটা কথা বলি কাণে কাণে।
ও' যে যেতে খুঁত খুঁত করে,
সে তো জান মেয়ে মানুষ লজ্জায় মরে।
ফল, ভেতরের কথা জেনো ওর টান বেজায়,
কোন' রকমে যেতে পেলে মনে মনে
বত্তে যায়।

১ সখী। অত ক'রে বোঝাতে হবে কেন বোন্?
আজই হয় তো বেগম হ'বার ব্যবস্থা
হবে এখন।

মে-মা। আহা, তাই হোক্,
মেহের আমার রাজত্ব করুক,
তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।
(মেহেরকে লইয়া সখীগণের প্রস্থান)।

মে-মা। কেল্লা তো ফতে, আর ক'টা দিনই বা বেগমের মা হ'তে? আচ্ছা, আমার যে ওর সঙ্গে অত মিষ্টি মিষ্টি কথা কওয়া হ'ল, সেটা কি ভাল দেখাল? নেহাৎ ওপর থেকে চাড় পড়েচে, আর আমাকে হাতাতে পার্‌লে ওর এখন বিলক্ষণ লাভ আছে, তাই ও' আমার সঙ্গে ভাব ক'ত্তে চায়; কিন্তু আমার কি ওর সঙ্গে অতটা মানায়? আমি বেগমের মা জান্‌তে পার্‌লে এখন অমন কত লোক আসে; বুঝ্‌চ না, আমাকে হাতাতে পার্‌লে যে লাভ আছে। না, আমার আর যা'র তা'র সঙ্গে

ওরকম করা হবে না এবার থেকে; তা'হ'লে আমায় কি বল্‌বে লোকে? এবার, যাই আস্‌বে একটু পায়া ভারি ক'রব; কথা ক'লে, গম্‌ হ'য়ে উত্তর দেব। আর বেগমের কাছে গিয়ে কচ্চি নে দাসী পনা; তিনি না হয় এখন বেগম, আমি না হয় দুদিন পরে যে বেগম হবে তা'র মা। বলিহারি কুল্‌পির চাল! বেঁচে থাক কপাল।

(আদরে কপালে করাঘাত ও প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ। যোধা।

যোধার গীত।

প্রাণ আজও চায় কি তা'রে, তাই কি ঘোরে, ছাড়্‌বে বলে ছাড়ে কই?
রইতে বশে মিশে ঘুষে পার্‌বে বলে পারে কই?
চায় নাকো সে মন কি বোঝে,
পায় না তবু বেড়ায় খুঁজে,
রাখ্‌তে গেলে রয় না বশে, মনের কথা কারে কই?

(রোরুদ্যমানা মেহেরকে লইয়া সখীগণের প্রবেশ)

সখী। এই নে লো ধরেছি চোরে,
আজ ফাঁদ পেতে চাঁদ দেব ধ'রে;

এখনও ফুল ঝ'র্‌ল না,
এর মধ্যেই ছুঁড়ির আক্কেল দেখনা।

যোধা। ছেড়ে দে ইহারে সই মিনতি আমার,
অকারণে কেন রোষ, কি দোষ বালার?
চন্দ্র পানে চেয়ে থাকে কত কুমুদিনীকুল,
সূর্য্য-মুখে চেয়ে থাকে কত সূর্য্যমুখী ফুল,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ নাহি চায়,
কেহ বৃথা চেয়ে থেকে নীরবে শুকায়।

২ সখী। আহাহা একেবারে গেলেন গ'লে,
এ দিকে ভালবাসে না আপ্‌শোষে যে ম'লে;
এখন রঙ্গ ছাড়', যা' বলি তা কর'।—

যোধা। কি হেতু এ বালিকায় দিবি ব্যথা সই,
এ যদি তাঁহারে দেখে, আহা ভালবেসে থাকে,
বাসুক বাসুক, এর কোন' দোষ নেই।
সে মধুর নয়নের মুছাতে সলিল,
নারী কুলে কে না দেবে আঁচল তাঁহারে?
সে মহান্ হৃদয়ের ঘুচাতে অভাব,
নারী কুলে কে না দেবে ঢেলে আপনারে?
কি দোষী আহা এ বালা, কেন দোষ' এরে?
সেই তাঁর অশ্রু-মাখা করুণ-নয়ন,
সেই তাঁর প্রেম-মাখা, স্নেহ-মাখা মুখ,
হেরিলে রমণী কুলে, কে না সখি যাবে গ'লে,
কে না দেবে অকাতরে প্রেমময় বুক?

১ সখী। অমন বুদ্ধি নইলে আর কেঁদে মর’? যা’ বলি এখন তা’ কর’; এঁদের সঙ্গে সতীনটীকে নিয়ে একটু সর’, সবাই যা’ বলে তা’ ক’র, আমি এখানে থাকি, ডাক্‌লে পরে ফির’।

৩ সখী। প্রেম পিয়াসী ঘোরে উদাসী
প্রাণটী বেঁধে ফাঁসে,
দেখ্‌ লো সখি নূতন ব্রতী
ওই ও দিকে আসে।

২ সখী। চ’ চ’ আমরা বেগম সাহেবকে নিয়ে একটু স’রে পড়ি। তুই তবে থাক্‌, ডাক্‌লে পরে ছবি খানি আন্‌ব এখন; ইনি যে নড়েন না, কেঁদেই অস্থির।

১ সখী। আগ্‌ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে র’লে আদর পাবে না,
না চেতে ঢেলে দিলে কদর রবে না;
থাক না একটু স’য়ে,
ঘুমুরি খেয়ে পড়্‌বে পায়ে।

(রোরুদ্যমানা মেহেরকে লইয়া ১ম সখী ও যোধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

যোধা। সখি! দু’টী করে ধ’রে করি লো বারণ,
রাখ কথা মাথা খাও মোর,
একেই তো যোধা তাঁ’র দু’ চোখের বিষ,
পরিহাসে নাই হিত বিপরীত হবে;
দুখের কপাল যা’র সুখ কোথা তা’র।
এক কর’ হ’য়ে পড়ে আর;

সুখে মোর নাই প্রয়োজন,
অদৃষ্টেতে নাই সুখ, সুখ পাব কোথা ?
রাখ কথা মাথা খাও সখি।

১ সখী। ভাল কচ্চি, মন্দ হ'ল তা'ও ?

যোধা। যাহা ইচ্ছা কর্ তোরা ভাই,
ওই আসে আমি চ'লে যাই,
মোর ইথে কোন' দোষ নাই ;
শুধু শুধু খাবি তিরস্কার,
পোড়াবিও কপাল যোধার।

(যোধার প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ।)

সেলিম। সাঁজের পরে এক্‌লা ঘরে
ডব্‌কা বয়স খানা,
কাঁচ কুড়োতে এসে দেখ্‌ছি
মিলে যায় বা সোণা।

১ সখী। কত পাচ্চ কত জোটাচ্চ
তবু মেটে না ক্ষোভ,
যা'রে দেখ হ'য়ে পড়ে
তারই উপর লোভ ?

সেলিম। মেলা কথা গায় মাখি নে
এই কি ছবি সেই ?
হুকুম পেলে প্রমোদ ভবন
সাজিয়ে রেখে দেই।

১ সখী। দাম দস্তুর কর দেখি
এমন ছবি পাবে,
প্রমোদ ভবন দূরে ফেলে
হৃৎ-কমলে নেবে।

সেলিম। তোমার মত ছবি যদি
পার এক খান দিতে,
সত্যি ক'রে বল্‌চি ধনি
প্রাণ দে পারি নিতে।

১ সখী। দাম্‌ চাই নে অম্‌নি দিয়ে
যোধা ছবি খানি,
ফাঁদে ফেলে কর্‌বে তোমায়
চির জীবনটী ঋণী।

সেলিম। যোধার পায়ে, গোলাম হ'য়ে
থাক্‌বই নয় ঋণী

১ সখী। ধর্ম্ম সাক্ষী, মিথ্যা না হয়,
ব্যাপারীদের আনি।

(প্রস্থান। রোরুদ্যমানা মেহেরকে লইয়া গাহিতে গাহিতে
সমুদয় সখীগণের পুনঃ প্রবেশ)।

সখীগণ।

গীত।

প্রেমিক!
আয় কে নিবি, প্রেমের ছবি,
প্রাণ বিনিময়ে,
জলের দরে সোণার ছবি
যাচ্চে বিকিয়ে,

পʼড়্‌লে চʼখে, যুবার বুকে
খেলে রে তুফান,
টাঙিয়ে দিলে হৃৎ-কমলে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
দেখ্‌লে ছবি, ছবির মতন
থাক্‌বি রে চেয়ে।

১ সখী। দেখ দেখি ছবির পাঁনে,
ছবি কি ধʼর্‌ল মনে?

সেলিম। (ঈষৎ চক্ষুঃ রক্ত-বর্ণ করিয়া) হুঁ।

৩ সখী। (মেহেরের প্রতি)
পেলি তো, পিরীতের লোক,
তবু কেন কʼচ্চিস্‌ শোক?

৪ সখী। ওলো! অবলা কি মান করে না?
একবারটী পায় ধরা না।

২ সখী। আদরে গরবিণী মান কʼরেছে,
তুমিই তবে মান ভাঙ্গ না,
নাগরী বʼলবে শেষে, নাগর আমার
সোহাগ জানে না।

১ সখী। বল্‌ তো পুরুষ হʼয়ে, নারীর পায়ে,
কে না ধরে কে না পড়ে,
পুরুষে কে ছেড়ে দেয়, হেলায় হেলায়,
সুখের নিশা এমন কʼরে?

সেলিম। যাহা ইচ্ছা রঙ্গ রস যথেচ্ছ আচার,
বিলাস-বিপণি এ কি বার-বনিতার?

কোথা তোমাদের সেই রসিকা ব্যাপারী ?
দিন দিন হ'ল এ যে ভারি বাড়াবাড়ি !

(যোধার প্রবেশ)।

যোধা। সত্যি সত্যি সকলেই হ'লি কি পাগল ?
মানা করি তবু তোরা শুনিবি নে কথা ?
একটা কাণ্ড কি শেষে ঘটাবি সকলে ?
যদিও তোদের তবু পাই দরশন,
তা'ও কি লো ঘুচাতে বাসনা ?
ক্ষম' নাথ, ক্ষম' অপরাধ,
না জেনে ক'রেছে দোষ তোমারি এ দাসী,
নহে দোষী এ দাসীর সহচরীগণ,

(সখীগণের প্রস্থান)।

ভূমিতে পড়িলে লোক ভূমিই আশ্রয়,
তুমি পতি, আমি তব পদাশ্রিতা দাসী,
দোষী হ'লে ও' পদেতে, ও' পদই সহায়।
চেয়ো না কো মোর পানে ও রকম ক'রে !!
তোমার রক্তিম ওই ভ্রূকুটির ভয়ে,
যত কায' করি ভয়ে ভয়ে,
পাছে কোন' হয় দোষ, পাছে রোষ' তুমি !!
না—না—
দেখায়ো না ভ্রূকুটি আমারে !!
দয়া তব নাই কি শরীরে ?
আমি যে গো দাসী তব পায়,

দাসী যদি শত দোষী হয়,
ক্ষমা পায় শত বার নাথের নিকটে !
না—না—
দেখায়ো না ভ্রূকুটি আমারে,
পায়ে ধ'রে করি হে বারণ,
তোমার রক্তিম ওই ভ্রূকুটির ভয়ে
থাকি সদা ভয়ে ভয়ে তনয়ের সাথে,
দিবা নিশি হেরে দাসী কল্পনা-নয়নে
ভীষণ তোমার ওই রক্তিম ভ্রূকুটি !
নিশায় চমকে দাসী স্বপনের ঘোরে,
নেহারি' তোমার ওই ঘূর্ণিত নয়ন !

সেলিম। ছুঁস্‌নে কো ছাড়্ পা আমার।

(পদাঘাত ও দূরে নিক্ষেপ)

যোধা। (চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)
না—না—
চাহিয়ো না ও রকম ক'রে,
যদি দাসী করিয়াছে দোষ,
কিসে রোষ যাবে বল তবে,
অধীনী তা এখনি করিবে !

সেলিম। এড়াতে বাসনা যদি ভ্রূকুটির ভয়,
বিষ কিনে করিস্ ভক্ষণ।

(প্রস্থান)।

যোধা। একি হেরি ! একি হেরি ! চারি ধারে যেন,
খেলিতেছে ভ্রূকুটির বিকট-ভঙ্গিমা !
হাসিতেছে নয়নের রক্ত-মাখা হাসি !
ব্যঙ্গ ক'রে ঘুরিতেছে আরক্ত নয়ন !

(খস্‌রুর প্রবেশ)।

সত্য বলি বিষ কিনে করিব ভক্ষণ ?
সত্য বলি দাসী আজ্ঞা করিবে পালন !
দেখায়ো না, দেখায়ো না ভ্রূকুটি যোধারে,
যোধা যে তোমার দাসী, ভালবাসে তোমা !

খস্‌রু। মা অমন ক'চ্চ কেন ?

যোধা। কে ? খস্‌রু ? এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

খস্‌রু। তুমি অমন ক'চ্ছিলে কেন ?

যোধা। কি ক'চ্ছিলুম, কিছুই তো করি নি।

খস্‌রু। না মা, তুমি আমার কাছে কি একটা লুকোও ! প্রায় আমি দেখ্‌তে পাই তুমি ব'সে ব'সে কাঁদ, একলা চুপ ক'রে ব'সে থাক ! তোমায় দেখ্‌লে আমার পাগ্‌লামি যেন সব ছুটে যায় ! (কম্পিত হস্ত হইতে ফটিকের মালা ভূমিতে পতন)

যোধা। কি রে ও গুলো কোথা থেকে জোটালি ?

খস্‌রু। ফকিরদের কাছ থেকে।

যোধা। হ্যাঁ রা, তুই এমন পাগলও হ'লি ? কোথায় কোন্‌ ফকির যাচ্চে শুন্‌বি, তো অমনি রাজ-বাড়ীতে ডেকে পাঠাবি, ফকিরদের কাছে গিয়ে ব'সে থাক্‌বি, এমন হ'লি

কেন? তোর দাদাজী দিল্লীর বাদ্‌সা, তোকে কত ভাল বাসেন, কত ডেকে পাঠান, দেখ্‌লে কত আদর করেন, সেখানে একবার যাস্‌নে।

খস্‌রু। ও সব মা আমি বুঝি নে। আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)।

যোধা। দেখ, আবার কোথায় গেল দেখ! কেবল ফকির নিয়ে থাকে, ফকির হবে না কি কিছুই তো বুঝ্‌তে পারি নে। নিশ্চয় আমায় কি বল্‌তে এসেছিল, ভুলে গেছে চ'লে গেল। ও খস্‌রু—

(প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গিয়াস্‌উদ্দিনের বাটী। গিয়াস্‌ ও মেহেরের মা।

গিয়াস্‌। বলি, তোমার আজ হ'ল কি বল দেখি? এই শীতে হাড় কোঁ কোঁ ক'চ্ছে, আর তুমি কখন' বাতাস খাচ্ছ, কখন' বুকের কাপড় খুলে বুক খানা দশ হাত ফুলিয়ে সাঁই সাঁই ক'রে বেড়াচ্ছ, একবার বাইরে যাচ্ছ, একবার ঘরে আস্‌চ, কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে উত্তর নেই, একটুতে খিট্‌খিটিনি, ব্যাপার কি? বলি, মেয়েটীকে আজ কোথায় রেখে এলে?

মে-মা। যাও যাও, অত কাছে ঘেঁসে এস না; গায়ে দুর্গন্ধ। চৌপর দিন যাবে খাট্‌তে, তাই না হয় বাড়ী এসে একটু গোলাপ জল, একটু আতর লাগাও তা নয়; গা যেন গিস্ গিস্ করে।

গিয়াস। বলি, আজ তোমার হ'ল কি? আতর গোলাপ ছাড়া মুখে আর কথাটী নেই, কোন্ উজির ওম্‌রাওকে হাতিয়েছ নাকি? তাই পুরোণোয় আর মন উঠে না।

মে-মা। ওই এক তোমাদের ছোট নজর! তুমি উজির ওম্‌রাও নও কেন? তুমি কি মানুষ নও? আর তা'রাই মানুষ? (সজোরে বাতাস খাইতে খাইতে) উঃ, না আছে একটা বাগান, না আছে দুটো ফোয়ারা, যে একটু হাওয়া খাব কি ঠাণ্ডা হব। চৌপর বিকেল বেগম বেটীর কাছে ব'সে থাক্‌তে হয়, কেন রে বাপু আমি তা'র কাছে যেতে যাব কেন? তিনি বেগম আছেন তিনিই আছেন, আমার কি?

গিয়াস। বলি আজ যে এত লম্বা চওড়া কথা? একবার বলই না ছাই, ব্যাপার কি?

মে-মা। ওই এক তোমাদের ছোট নজর! লম্বা চওড়া কথা কোথায় দেখ্‌লে? তিনি বেগম আছেন ব'লে তাঁর কাছে আমায় যেতে হবে? তিনি কেন আমার কাছে আসুন না?

গিয়াস। বলি আজ তো কোন' আড্ডা থেকে মৌতাত ক'রে আসা হয় নি?

মে-মা। ওই এক তোমাদের ছোট নজর! আমি কোন' বেটা বেটীর এলেক্কা রাখি নে। তিনি বেগম আমি বেগম হ'তে পারি নে? মানুষে যা হয় মানুষে তা অবিশ্যি হ'তে পারে। বাজে কথা রাখ, এখন মেয়েটী যে ডাগর হ'য়ে উঠ্‌ল, বিয়ের ক'চ্চ কি? উঃ পাখা খানার ছিরি দেখ।

(সজোরে বাতাস খাওয়া)।

গিয়াস। তা বিয়ের আর আমি কি কর্‌ব? মনে ক'র্‌লেই যদি বে হ'ত, তা' হ'লে ভাব্‌না থাকৃত না।

মে-মা। উঃ, এই সময় একটা পাত্তর বড় হাতছাড়া হ'য়ে যাচ্চে।

গিয়াস। কে? কে?

মে-মা। বাদ্‌সার বড় ছেলের আগেকার বিয়েতে মন উঠেনি, আবার বিয়ে ক'র্‌বে। তা রাজা রাজ্‌ড়ার অমন দু' চারটে বিয়েতে কিছুই আসে যায় না।

গিয়াস। হাঃ হাঃ হাঃ! আজ ফাঁকৃতালে খুব এক চাল উজির ওমরাটা মেরে নিলে যা হোক!!

মে-মা। ওই এক তোমাদের ছোট নজর! আমার মেয়ে কি মেয়ে নয়, আর উজির ওম্‌রার মেয়েই মেয়ে হ'ল? হেসে উড়িয়ে দাও, আমার কথায় একেবারে সায় দাও না, এই বড় দুঃখ রইল।

গিয়াস। তা তুমি এখন ঘরে ব'সে স্বর্গে উঠ্‌বে, কি

ক'রে সায় দিয়ে যাব বল? আচ্ছা নাও, এবার থেকে সায় দিয়ে যাচ্চি। কেমন, খুসী তো?

মে-মা। এস, পথে এস। নিশ্চয় জেনো আমি যা' ক'র্‌ব, ভালর জন্যেই ক'র্‌ব। ঢের বিবেচনা ক'রে তবে কায' করি। আজ তো সেলিমের সঙ্গে সব ঠিক ঠাক ক'রে আসা গেল, মেয়ে-দেখ্‌বে গচিয়ে দিয়ে এসেছি।

গিয়াস। হুঁ হুঁ।

মে-মা। অমন ঠাট্টা ক'রে সায় দেবে তবে আর ব'লব না।

গিয়াস। হুঁ হুঁ।

মে-মা। কোথায় যাব বাপু, সব কথায় ঠাট্টা! আমার মরণও নেই?

গিয়াস। হুঁ হুঁ।

মে-মা। হা কপাল, আমি চুলোর দোরে যাই, আর তো সইতে পারি নে।

গিয়াস। হুঁ হুঁ।

মে-মা। না, আর যদি তোমার সঙ্গে কথা কই, তা হ'লে আমি শূয়োর কা বাচ্ছা, হারাম কা বাচ্ছা।

গিয়াস। হুঁ হুঁ।

মে-মা। (চোখে কাপড় দিয়া) কোথায় যাব মা, আমার কেউ নেই, কেউ নেই!

গিয়াস। ওই নাও, তোমার মেয়ে বেগম হ'য়ে ফির্‌ল।

মে-মা। (নীরব)

গিয়াস। ওকি, মেহেরের সঙ্গে ও আবার কে ঝাঁটা হাতে ক'রে ?

মে-মা। সত্যি সত্যিই যে আস্‌চে, শোন' ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না, একটা কথা না ব'লেও থাক্‌তে পাল্লেম না। যা বলি না কর' তো আমার মাথার দিব্যি। মেহেরকে নিয়ে যে আস্‌চে তার সঙ্গে কথা ক'য়ো না, গম হ'য়ে থাক্‌বে। যা'র তা'র সঙ্গে আর কথা কওয়া হবে না এবার থেকে।

গিয়াস। এই নাও গম হ'য়ে রইলুম।—আচ্ছা, যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে ?

মে-মা। গম হ'য়ে থাক্‌বে।

গিয়াস। যদি কোন' কাযের কথা জিজ্ঞাসা করে ?

মে-মা। গম হ'য়ে উত্তর দেবে।

গিয়াস। আর যদি ঝাঁটা মারে ?

মে-মা। ওই এসে প'ড়্‌ল তবু রঙ্গ ?

গিয়াস। আচ্ছা বাপু রঙ্গ কায' নেই, গম হ'য়ে ঝাঁটা খাব।

মে-মা। (স্বগত) আহা আমার মেহেরের মুখের কি শ্রী বেরিয়েচে ? বরাৎ খুল্লে মুখ দেখ্‌লেই জান্‌তে পারা যায়।

(মেহেরকে লইয়া ঝাঁটা হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)।

পরি। কই ? কই ? বেগমের মা কই ?

গিয়াস। এদিকে নয়, আমি গম হ'য়ে র'য়েছি।

(পরিচারিকা কর্ত্তৃক মেহেরের মাকে ঝাঁটা প্রহার।)

মে-মা। বলি, একি? একি? অ্যাঁ? অ্যাঁ? অ্যাঁ?

পরি। তোমার ব্যান্‌ জান্‌তে পেরে এই সব তত্ত্ব পাঠিয়েচেন। আর ব্যাই জান্‌তে পার্‌লে কাল সকালে জন কতক লাল পাক্‌ড়ি-ওয়ালা চাকর পাঠাবেন! এ ঘরে থাকা কি তোমার মানায়? তোমার জন্যে ঠাণ্ডি গার্‌দ ত'য়ের হবে।

(প্রস্থান)।

মে-মা। ওমা সে কি! ঠাণ্ডি গারদ? সেখানে যে পাগলেরা থাকে! ছুঁড়ী কোথায় গিস্‌ল, আমার আবার জামাই কি, আমার আবার ব্যাই ব্যান্‌ কি, ওমা আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি নে; তুমি স্বামী, তোমার কাছে মিথ্যে কই নে, যদি আমি ঘুণাক্ষরে কিছু জানি, তো কি বলেচি। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও বাদ্‌সার কাছে, কাল সকালে যে শ্রীঘর, ঠাণ্ডী ঘর! ওমা কোথায় যাব, কি ক'র্‌ব!!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা। আকবর, ফেজি, মানসিংহ প্রভৃতি যথাস্থানে আসীন।

ফেজি। হ'য়েছে সময়,
উপস্থিত সভাগৃহে সভাসদ্ সবে,
রাজ-কার্য্য আরম্ভিতে অপেক্ষা কেবল
হে ভূপতি অনুমতি তব।

আক। রাজার সর্ব্বস্ব-ধন, প্রিয় হ'তে প্রিয়,
কহ তবে সর্ব্বাগ্রেতে প্রজার কুশল,
যে কুশল সাধিবারে হে মন্ত্রি-প্রবর,
আকবর নিদ্রা-তন্দ্রা হীন;
অবিচার অত্যাচার কিম্বা কর-ভার,
করে নি তো কা'রো হৃদে বিরক্তি সৃজন?
ধনবান্ হ'তে দীন-ভিখারী অবধি,
কেহ তো অসুখী নহে রাজার উপর?

নাই তো রাজ্যেতে মোর অনাথ উপরে
নির্দ্দয়তা উচ্চ-পদ রাজ-পুরুষের ?
অধীন সহায়-হীন দীন-হীন-জনে
ধনবানে করে যদি যথেচ্ছ আচার,
সেও তো ভুঞ্জিতে পায় রাজ্যে অকাতরে
ন্যায়-পূর্ণ বিচারের নিরপেক্ষ-ফল ?
হিমাদ্রি-অবধি এই বিশাল রাজ্যেতে,
করেনি তস্কর-আদি স্বেচ্ছাচারি-জন,
কোথাও তো অরাজক-পুরীর মতন ?
বিধর্ম্মী বলিয়া হিন্দু কিম্বা অন্য কারে
করে না তো যাবনিক রাজ-পুরুষেরা
জাত-ক্রোধ হিংসা দ্বেষ ঘৃণা অত্যাচার ?
বিদ্যার সহানুভূতি, শিল্পের প্রশ্রয়,
বাণিজ্যের সমাদর, গুণের গৌরব,
রাজ্য মধ্যে এই সব অমিয়-বৈভব
দিন দিন করিছে তো উন্নতি বিস্তার ?

ফেজি। হে রাজন্! তোমার এ স্বর্গীয় শাসনে,
ভারত-ভুবন আজ শান্তি-নিকেতন ;
বহুকাল,—বহুবর্ষ,—বহুযুগ ধ'রে
যে শান্তি ভারত কভু হেরে নাই চোখে,
আজি সেই শান্তিময় স্বর্গীয়-বিভব
পথে ঘাটে হাটে মাঠে কুটীরে প্রাসাদে !
একতা, অধ্যবসায়, উৎসাহ, উদ্যম,

ঢেলেছে জীবন্ত-শক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে!
জীবকুল, প্রকৃতি-মণ্ডলী,
নিরাতঙ্ক, নিশ্চিন্ত সকলে!
তস্কর পামর কিম্বা স্বেচ্ছাচারি-জন,
হে রাজন্, রাজ্যে তব স্বপ্নের মতন!
নাহি দস্যু-ভয়, ধনবান্ নিশ্চিন্তে ঘুমায়,
বৃক্ষ-ছায় পান্থ নিদ্রা যায়
নির্ভয়ে শাখায় বাঁধি' সম্বল তাহার!
কি আর কহিব ভূপ, রাজ্যে আপনার
ভুঞ্জিতেছে মহানন্দে প্রজাবৃন্দ যত,
সর্ব্বাঙ্গীন-সুখ আর সর্ব্বাঙ্গ-কুশল!
অবিচার, অত্যাচার, কিম্বা কর-ভার,
উচ্চ রাজ-পুরুষের রূক্ষ ব্যবহার,
ক্ষুদ্র-দৃষ্টি, দুরাকাঙ্ক্ষা, রূঢ়-আচরণ,
পান-দোষ, বিলাসিতা, আলস্য, ব্যসন,
স্বপন সমান দেব এ রাজ্যেতে যেন!
সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ক্রোধ-সংযমন,
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সমদৃষ্টি, স্বধর্ম্ম-পালন,
সরলতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, প্রতিভা,
ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য আদি সর্ব্বগুণে গুণী
হে নৃমণি নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ!
নাই নাথ কা'রো সাথ তুলা আপনার,
জন্মিয়াছে ভূপকুলে কবে কেবা আর

আকবর সম ভূপ এই মহী-তলে ?
লভিয়াছে ভূপকুলে খ্যাতি কবে কেবা
"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ?"
দীর্ঘজীবী হ'য়ে রাজ্য কর' নর-নাথ,
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মোরা করি ধন্য-বাদ।

আক। মোরে ধন্যবাদ মন্ত্রি' দাও কি কারণ ?
ধন্যবাদ পেতে পারে শুধু একজন !
রাজার উপরে তিনি রাজ-রাজেশ্বর,
পরম অপক্ষপাতী সূক্ষ্ম-বিচারক !
জগতের কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত যত
তাঁহারি ইচ্ছায় সব হ'তেছে সাধিত,
ক্ষুদ্রজীব উপলক্ষ পুত্তলির মত !
তোমাদের মত মোরে প্রবল সহায়
দিয়াছেন তিনি, তাঁরে শত নমস্কার !
(হস্ত তুলিয়া নমস্কার)।

বীরকুল-মুখোজ্জ্বল, সেনানী-প্রধান,
কহ মান, বিপক্ষের নাই তো উত্থান ?

মান। কোন্ জন তব সাথে করিয়ে বিবাদ,
সাধ ক'রে ঝম্প দেবে জ্বলন্ত-অনলে ?

আক। তোমারি অসির ধারে, তোমারি প্রতাপে,
ভারতের আধিপত্য যা কিছু আমার,
আক্‌বরের তুমি বল, তুমিই সম্বল,
তুমি মান্ প্রধান সহায়,

তুমি মান্ ডান-হাত মোর।
ও কে?
বিচারার্থী আসে কি গিয়াস?
পুত্রের চরিত্র হেথা হ'লে উত্থাপিত,
এখনি যে কলঙ্কিত হবে মোর নাম!

(গিয়াস উদ্দিনের প্রবেশ)।

গিয়াস।

অতি ভীত হ'য়ে নাথ আসিয়াছে এ অনাথ
পরম অপক্ষপাতী তোমার আশ্রয়,
তুমি ভূপ লোকে বলে অদ্বিতীয় ভূপ-কুলে,
প্রতি জনে তব নাম তব গুণ গায়;
ক্ষান্তি-গুণে বসুমতী, করুণার জলনিধি,
চরাচরে খ্যাত রাজা তব বীর-দাপ,
আসমুদ্র হিমাচল ভয়ে করে টলমল,
তুমি ভূপ ভূপ-কুলে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ;
পয়োধি তরঙ্গ-ভরে, হিমাদ্রি উন্নত-শিরে,
তোমার একাধিপত্য জগতে জানায়,
প্রকৃষ্ট-বিদ্যুৎ-নিভা যশো-বিভাবসু-বিভা,
সুদূর সিন্ধুর প্রান্তে দিগন্তে খেলায়।
তব তেজ'-প্রতিভায় রবি-শশী নিভে যায়,
লাজ পায় পয়োনিধি গাম্ভীর্য্য হেরিলে,
মুখে মুখে তব নাম প্রতিমুখে গুণ-গান
প্রতি দেশে প্রতি জনে তব আজ্ঞা পালে।

শিষ্টের পালন তরে, দুষ্ট-জনে দমিবারে,
হে দয়াল দণ্ডধর! তুমি দণ্ড ধর',
কাঙাল অনাথ আমি, ধর্ম্ম-অবতার তুমি,
বিচারিয়ে নর-নাথ মোরে দণ্ড কর'।

আক। গিয়াস,
মিছা ভয় কর' পরিহার,
অবিচার নাই মোর কাছে;
পুত্র যদি রত দুষ্টাচারে,
অকাতরে আমি তা'রে পারি তেয়াগিতে;
সর্পাঘাতে বিষ-দুষ্ট হইলে অঙ্গুলি,
মায়া ক'রে সে অঙ্গুলি কে রাখে শরীরে?
আর যদি গুণী হয় অপ্রিয় যে জন,
তাহাকেও করি সমাদর;
অতি কটু অতি তিক্ত হ'লেও ঔষধ,
কোন্ নরে ঔষধেরে না করে আদর?
থাক ক্ষণ তরে,
সাঙ্গ ক'রে রাজ-সভা
আদেশিব যেবা হয় বিধি।

গিয়াস। অপার মহিমা যদি এতই না হবে—

আক। চাটু আর নাহি প্রয়োজন।
(সভাস্থিত সকলের প্রতি)
মন্ত্রিবর সেনাপতি চর দূত আদি
সমাগত অভ্যাগত সভাসদ্‌গণ!

কা'রো কিছু আছে আর হ'তে মীমাংসিত
আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা, প্রস্তাব ?

সকলে। (নীরব)

আক। আজিকার রাজ-সভা সাঙ্গ হোক্ তবে।

সকলে। জয় ভারত সম্রাট্ আকবরের জয়।

(সকলের উত্থান ও ভূমি স্পর্শ করিয়া
সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান)।

আক। গিয়াস,
নিশার ঘটনা যত, সবই অবগত!
অশিক্ষিত অপাত্র তনয়,
কালী দেয় বুঝি মোর নামে,
ডালি বুঝি দেয় কুল-মানে;
সাবধানে শোন যাহা বলি,
সকলি এ রাখিবে গোপনে;
আর তুমি দাও গে সত্বর
কন্যার বিবাহ কা'রো সাথে;
ইহা জেন' হয় উপদেশ,
নয় জেন' রাজ-আজ্ঞা তোমার উপর,
যারে পাও তারই করে দাও গে কন্যায়,
কন্যার সুখের দায়ী দিল্লীর সম্রাট্।

গিয়াস। শিরোধার্য্য আজ্ঞা আপনার,
ভাগ্যধরী মানি তনয়ারে,
এত দয়া স্বপ্ন-অগোচর।

আক। এস তবে,
কর্ত্তব্যেতে হও গে তৎপর।
(আকবরের প্রস্থান ও সেলাম করিতে করিতে
গিয়াসের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ। যোধা।

যোধার গীত।

কেড়ে নিলি হৃদয়-রতন কে রে নারীর হৃদয় থেকে,
নারী হ'য়ে হান্‌লি বাড়ি কে রে নারীর কোমল-বুকে।
চেয়ে থাকি আস্‌বে ব'লে,
দিস্‌ লো ছেড়ে আস্‌তে চেলে,
তোরই রতন থাক্‌বে তোরই, আমি শুধু দেখ্‌ব চোখে।

(গাইতে গাইতে ১ম সখীর প্রবেশ)।

সখীর গীত।

কেন সখি ভাসে আঁখি রোদনে,
খুলে বল মন'-কথা কি ব্যথা লো জীবনে।
কেন লো যখনি আসি
ম্লান হেরি মুখ-শশী,
বিরলে থাক লো বসি', হাসি নাই কো বদনে।

যোধার গীত।

কত সহ অহরহ নিজগুণে ক্ষমিবে।
অভাগিনী পরাধিনী বল কি লো করিবে।
তোরা লো প্রাণের সাথী,
তোরা লো ব্যথার ব্যথী,
রবে ঋণী যত দিন এ দুখিনী বাঁচিবে।

(খস্‌রুর প্রবেশ।)

যোধা। কি রে কাল সেই চ'লে গেলি আর আমার কাছে রাতে আসিস্‌ নি কেন?

খস্‌রু। কাল রাতে ফকিরদের ভজন্‌ শুনেছিলুম, এই বিভূতি এনেছি। মা তুমি আবার কাঁদ্‌ছিলে নাকি?

যোধা। (নীরব)।

খস্‌রু। (সখীর প্রতি) আমার মা'র কি হ'য়েছে ব'ল্‌তে পার?

সখী। (নেপথ্যে দেখিয়া) ওলো ওই আবার রেগে আস্‌ছেন, আমি ভাই চ'লে যাই। একেই তো আমাদের ওপর চ'টে আছেন। আবার, বাদ্‌সা জান্‌তে পেরে তিরস্কার ক'রেছেন, আজ আর রক্ষা রাখ্‌বেন না। কেনই বা পোড়ারমুখীকে আন্‌তে গিস্‌লুম।

(সখীর প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ।)

সেলিম। হারাম্‌জাদি বেগম মহলে মেহেরকে এনে রঙ্গ ক'রে বুঝি সক মিট্‌ল না? আবার বাদ্‌সার কাছে

জানিয়ে জানিয়ে জারি দেখান হ'য়েছে? ভয় নেই? কা'র বিরুদ্ধে কায' ক'চ্চিস্‌ জানিস্‌?

যোধা। না না অমন কথা ব'ল না, তোমার কথা কি আমি বাদ্‌সার কাছে জানাতে পারি?

সেলিম। হারাম্‌জাদি রটালে কে? বল্‌ তো কা'র রঙ্গ কর্‌বার সক হ'য়েছিল? কে মেহেরকে বেগম মহলে এনেছিল? তোর সাম্‌নে আজ তারে কাট্‌ব, তোর সাম্‌নে রেখে তোর ওই ছেলেকে কাট্‌ব, তার পর তোকে কাট্‌ব। শূয়োরকা বাচ্ছি! মর্‌তে বলি ঠাট্টা মনে করা হয়?

যোধা। না না কারুকে কাট্‌তে হবে না, বাপ হ'য়ে ছেলেকে কাট্‌বে ও কথা মুখে আন্‌তে নেই, আমাকে মর্‌তে বল আমি তা ঠাট্টা মনে করি নে। আমি না হয় ম'র্‌ব, তা'হ'লে তোমার সব গোল চুকে যাবে। অমন ক'রে ভ্রূকুটি দেখিও না!

সেলিম। আজই মর্‌! এখনই মর্‌! ওই ছোরা নে!

(সক্রোধে ছোরা ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থান)।

যোধার গীত।

কি দোষে প্রাণেশ মোরে ধরা হ'তে বিদায় দিলে,
না ফুরাতে পরমায়ু' প্রাণ-বায়ু হ'রে নিলে।
এখনো প্রণয়-আশা,
প্রাণ-ভরা ভালবাসা,
সে আশা কি হেতু নাথ চিরতরে ঘুচাইলে।

খস্রু। এই আমার পাগ্‌লামির শেষ! ফকিরের সঙ্গে ঘোরা, ফকির নিয়ে আমোদ করা, এই আমার হ'য়ে গেল! আজ থেকে খস্রু ঘোর মাতৃ-ভক্ত! যার মা সুখী, সে ছেলে আমোদ ক'রে ক'রে পাগ্‌লামি ক'রে ক'রে বেড়াতে পারে, কিন্তু মা যার অসুখী, মা যার কাঁদে, সে ছেলে কখন' পাগল থাকৃতে পারে না!—মা'কে সুখী ক'র্‌ব,—মা'কে সুখী ক'র্‌ব,—পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নেই,—পুত্রের আর কার্য্য নেই।—মা, এই ছোরা নিয়ে আমি বাদ্‌সার কাছে চল্লুম।

(প্রস্থান)।

যোধা। ওরে না, ও খস্রু!

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-ভবন। সেলিম।

সেলিম। বড় আশা ছিল রে মেহের,
সেলিমের বামে ব'সে দিল্লী-সিংহাসনে
এক দিন ভারতের হ'বে অধীশ্বরী!
আশা ছিল মনে মনে, হবে এক দিন
কেলি-বনে সেলিমের কেলি-সহচরী,

প্রমোদ-ভবন মাঝে বিনোদিনী সখী!
ছিল আশা প্রিয়তমে এই কর-যুগে
অনুরাগে বেঁধে তোরে হৃদয়-আগারে,
জুড়াইব হৃদয়ের জ্বলন্ত-অনল,
ছুটাইব ধরাধামে স্বর্গের মাধুরী!
প্রিয়তমে! প্রাণেশ্বরি! সে সেলিমে ছেড়ে,
কা'রে তুমি সম্বোধিবে "প্রাণনাথ" ব'লে?
একবার দেখা দে রে, দেখে যা রে শুধু
ভারতের রাজ-পুত্র কাঁদে কত আজ!
কি করিলে, কি করিলে পিতা?
পিতা হ'য়ে দিলে ব্যথা সন্তানের প্রাণে?
কিসে তুমি বিচারক? কেমন বিচার?
প্রাণের বেদনা কিছুই বোঝ না?
বেদনা বুঝিয়ে বিচার কর' না?
ন্যায়বান্ কিসে তুমি? কে বলে দয়াল?
মানের ভিখারী শুধু যশের কাঙ্গাল!
ছিঁড়ে দিলে অকাতরে যশোলিপ্সু হ'য়ে
সেলিমের প্রাণে গাঁথা স্বর্ণ-লতাটীরে?
কা'র ধন কা'রে দিলে পিতা?
মেহের যে এ হৃদয়ে বিনোদিনী বীণা!
মেহের যে সেলিমের প্রাণের প্রতিমা!
ধর্ম্ম যদি অকারণে মর্ম্মে ব্যথা দিয়ে,
যশ' যদি, নির্দ্দোষীরে চরণে দলিয়ে,

হেন ধর্ম্মে, হেন যশে, কিবা কায' পিতা ?
ওহো,
কোথা যাব ! কোথায় জুড়াব !
কোথা গেলে ভুলে যাব তারে ?
চারি ধারে হেরি যেন তাহারি মাধুরী !
চারি ধারে শুনি যেন সে মুখের বাণী !
আয় রে মেহের মোরা যাই দুই জনে,
নিষ্ঠুর সংসার ছেড়ে গভীর-কাননে !
নাহি তথা যশের প্রয়াস,
নাহি তথা কুল-মান-ভয় !
প্রাণ খুলে ভালবাসে বিহঙ্গ-দম্পতি,
ভালবেসে তরু-কোলে ঢ'লে পড়ে লতা,
ভালবেসে শুক-সারী থাকে মুখে মুখে !
বল রে মেহের মোরে বল "ভালবাসি",
চ'লে যাই চল মোর সাথে !
সে কাননে হ'ব আমি একমাত্র রাজা,
তুমি হবে এ হৃদয়ে রাজ-রাজেশ্বরী !
যতনে সাজাব তোমা ফুল-আভরণে,
কেলি-গৃহ হবে সেথা গিরি-কুঞ্জবন ?
তুমি রবে সেলিমের, সেলিম তোমার,
স্বর্গধাম হবে সেই বন-বসুন্ধরা !
নিরমল নিশামুখে চন্দ্রমার দীপে,
চাঁদ-মুখে নেহারিব স্বর্গের মাধুরী !

সেই চারু মৃদু ভাষ, মৃদু মৃদু হাস,
হাসাইবে সেলিমের আঁধার জীবনে,
ভাসাইবে সেলিমেরে সুখের স্বপনে!
(সহসা সক্রোধে)
না না!!
যত দিন রহিবে জীবন,
যতদিন বহিবে নিঃশ্বাস,
ততদিন কারো নয়, মেহের আমার!
সেলিমের হৃদয়ে কি রক্ত-বিন্দু নাই?
সেলিম কি অচেত-নির্জ্জীব?
সেলিম কি অস্ত্র-বিদ্যা কভু শিখে নাই?
তাই তা'র কর-গত অমূল্য-রতন,
সামান্য তস্কর এসে ল'য়ে যাবে হ'রে?
কখন' না! কখন' না!
দেখি,
কা'র সাধ্য কেশরীর ভোগ্য বস্তু পানে,
করিবে কটাক্ষপাত স্পৃহা-পূর্ণ চোখে!!
(প্রস্থান)।

(আকবর ও পূর্ব্বোক্ত ছোরা হস্তে খস্‌রুর প্রবেশ)।

আক্। কই! কই!
কোথা গেল পাষণ্ড বর্ব্বর!
রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত হোক্!

পুত্রে মোর নাহি প্রয়োজন!
আহা,
দিল্লী-লক্ষ্মী বধূমাতা মোর,
এক দিন পেলে না কো সুখ?
হাসি-মুখ এক দিন কেহ দেখিল না?
কোথা গেল!
নিজ বুকে দেক্ ওই ছোরা!!

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গিয়াস-উদ্দিনের বাটী। বাসর-ঘর। সের আফ্‌গান মেহের ও বালিকাগণ।

বালিকাগণের গীত।

কনেরে রেখে কোলে ওলো চ'লে চ' লো,
বুঝিনে রকম দেখে বরের গতিক ভাল,
চাহে ঠারে ঠোরে, কত রঙ্গ করে,
কি জানি নারী জাতি, ওলো যাস্‌নে ধারে;
দু'কথা র'ট্‌লে পরে, পরে ক'র্‌বি কি লো।
ফিকিরে কে জানে কি ভাবে কেটা বেড়ায়,
জানি কি যদি লো ভজঙ্‌ দে' ধ'রে নে যায়;
মোরা কুল-নারী, দশে কি ক'বে লো।

সে-আ। তোমাদের প্রিয়সখী,
ইনি যে লাজুক দেখি,
লজ্জাবতী লতাটীর চেয়ে।

১ম বালিকা। তা,
না যেতে যেতেই বিয়ে,
সাধ বুঝি বুকে নিয়ে,
আজই থাক হৃদয়ে হৃদয়ে?

২য় বালিকা। বলি,
লজ্জাবতী লতিকায়
সখী কি না ছুঁলে নয়?
চোখে দেখে মেটে না পিয়াস?

৩য় বালিকা। কায' কি কথায় ভাই?
আয় মোরা চ'লে যাই,
যে যার, সে থাক্ তারই পাশ।

(বালিকাগণের প্রস্থান।)

সে-আ। (নেপথ্যে দেখিয়া)
একি! আসিছেন যুবরাজ?
আদাব্! আদাব্!!

(ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম। সেলিমের প্রবেশ।)

সেলিম। আফগান্!
বাদসা এ হৃদয়ের অন্তস্তল ছিঁড়ে,
প্রাণের বিনোদ-লতা সঁপেন তোমারে!
মনে বোঝ' কত যাতনায়,

রাজ-পুত্র অতিথি নিশায় !
প্রাণ যায়,
সুখ-রবি শান্তি-ছবি দেখাও আমায়,
নয়তো প্রস্তুত হও মরিবার তরে !

সে-আ। একি কায' যুবরাজ তব ?
মহারাজ আকবর দিল্লীর সম্রাট্,
পরম তেজস্বী তিনি ধার্ম্মিক-প্রধান,
শত শত রাজবৃন্দ বন্দিছে চরণ,
একি আচরণ ছি ছি তাঁর পুত্র হ'য়ে ?

সেলিম। তোমারে কৈফেৎ দিতে আসি নাই হেথা,
আসি নাই উপদেশ নিতে !
মতামত করহ প্রকাশ,
"হ্যাঁ" "না" মুখের তোমার
লিখিবে অদৃষ্টে জেনো জীবন মরণ !

সে-আ। হে দয়াল যুবরাজ,
হেন রোষ কেন মোর প্রতি ?
এ কায' কি সাজে আপনারে ?
আপনি এ' ভারতের ভাবি-রাজ্যেশ্বর,
শরণাগতের পিতা, বিপন্নের ত্রাতা ;
আপনিই এক দিন এই ভারতের,
দুষ্টের দমন-কর্ত্তা, শিষ্টের আশ্রয় ;
আপনি দেখান যদি ভয়,
কে তাহার করিবে বিচার ?

সেলিম। বৃথা বাক্য কেন এ সকল ?
"দয়াল" "দয়াল" কাণে শুনে দুইবার,
অতৃপ্ত-হৃদয় মোর নহে জুড়াবার !
করহ সম্মতি, রবে মেহের তোমার
সেলিমের হাস্যময়ী জীবন-সঙ্গিনী !

সে-আ। (পায়ে ধরিয়া)
যুবরাজ, ধরি দু'টী পা'য়
হেন বাণী আনিও না মুখে ! !
আফ্‌গানের শরীরেতে জীবন থাকিতে,
হেন অসম্ভব কভু দেবে না কো হ'তে ! !

সেলিম। তোমারে জীবন আজ সেলিমের হাতে !
এসেছি, নিশ্চয় জেনো আজিকার রাতে
একবৃন্তে গাঁথা রবে মেহের সেলিম ! !
ছাড় পা—কহ কোথা প্রেয়সী তোমার !
(মেহেরকে দেখিয়া)
স্বর্গের দেবীর মত ঘর আলো ক'রে
ওই যে রে এক ধারে মেহের দাঁড়িয়ে ! !
(ধাবিত হইয়া)
প্রাণেশ্বরি ! প্রিয়তমে ! জীবন-লতিকে !
কেমনে নিষ্ঠুর হ'য়ে ভুলে আছ মোরে ?
তোমার আশার সাথে এই অভাগার,
সব সাধ, সব আশা, গেছে জলাঞ্জলি !
আছে শুধু অবিশ্রান্ত নয়নের জল,

আর আছে এই বুক আগ্নেয়-গহ্বর !
এস এস হৃদয়েতে হৃদয়-ঈশ্বরি
শান্ত করি জ্বলন্ত-হৃদয় !

(ধরিতে উদ্যত।)

সে-আ। (সক্রোধে সেলিমের সমীপবর্ত্তী হইয়া)
শুন বলি যুবরাজ,
কর্ত্তব্যের তরে কত দিছি উপদেশ,
কর্ত্তব্যের তরে কত ক'রেছি বিনয়,
কর্ত্তব্যের তরে শেষে ধরিয়াছি পা'য়,
কর্ত্তব্যের তরে এবে প্রকাশিব বল !

সেলিম। কি কহিলি গর্ব্বিত কুক্কুর ?
কর্ত্তব্যের তরে এবে প্রকাশিবি বল ?
কোথা রে জল্লাদগণ !

(বেগে জল্লাদগণের প্রবেশ ও আক্রমণ। ভয়ে মেহেরের পতন।)

সে-আ। (যুঝিতে যুঝিতে)
থাক কেহ কর' উপকার,
শুধু মোরে এক খণ্ড তরবার দাও !

(সের আফগানকে বন্ধন।)

জনৈক জল্লাদ। আজ্ঞা যদি পাই,
খঞ্জর হানিয়ে ছোরা ভেগে পড়ি মোরা !

সেলিম। ছার্ প্রাণ ক্ষণ তরে রাখ্ !

দেখে যাক্ বয়মান্ কুক্কুর,
এ হৃদয়ে কিবা শোভা ধরে
মেহেরের অতুল মাধুরী !
দেখে যা'ক্ কুত্তা আফ্‌গানের,
গিয়াছিল কাহার উপর
কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রকাশিতে বল !
(মেহেরকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতে)
মেহের ! তোমার তরে পুষেছি হৃদয়ে,
সাহারার ঘোর-মরু, জ্বলন্ত-শ্মশান !
এস আজ বুকে ধ'রে, অনল নিভাই,
হৃদয় জুড়াই,
ভুলে যাই জগৎ-সংসার !

(উত্তোলন।)

মেহের। যুবরাজ !
যদি কৃপা মেহেরে তোমার,
প্রণয়ের চূড়ান্ত দেখাও,
স্বামী ভিক্ষা দাও,
ফিরে যাও দিল্লীর প্রাসাদে !

সেলিম। ছি ছি,
কা'রে তব চক্ষু'-লজ্জা, কা'রে তব ভয় ?
যার তুমি তারে ভালবাস !
যার হৃদয়ের ধন তার বুকে এস !
ইঙ্গিতে সহস্র অসি উঠিবে পড়িবে,

ইঙ্গিতে লুটাবে ভূমে আফ্‌গানের শির’!

মেহের। যুবরাজ!
ও কথা এন না মুখে, ব’ল না কো আর!
উনি স্বামী! এ জীবনে উনিই আমার!
ধরি পা’য়,
নিঃস্বহায়া পেয়ে অবলায়,
ক’র না কো যথেচ্ছ আচার!
(পদ-ধারণ।)

সেলিম। (ধরিয়া তুলিতে তুলিতে)
হৃদয়ের ধন!
অন্তরের অমূল্য-রতন!
তুমি মোরে হ’য়ো না নিদয়!!
আনন্দের তুমি রঙ্গ-ভূমি,
অন্তরের জপ-মন্ত্র তুমি,
তুমি মোরে উন্মাদ ক’র না!!

সে-আ। যুবরাজ!
এই কি হে রাজ-ধর্ম্ম? এই রাজ-নীতি?
পত্নীর সতীত্ব হর’ পতির সম্মুখে?

সেলিম। (আরক্ত-নয়নে)
কেশরীর ভোগ্য-বস্তু-লোলুপ-শৃগাল!
থেমে থাক্ শোন্ ভাল কথা!
(মেহেরের প্রতি)
মেহের! পারি নাই,

স’য়েছি, দ’য়েছি,
ভুলিবারে অনেক ক’রেছি!
কখনো বা মনেরে প্রবোধি,
কভু কাঁদি, পুনঃ প্রাণ বাঁধি!
এইরূপে নিরবধি সহি’ অস্ত্রাঘাত,
বুঝিবে না এই হৃদি-মাঝে,
কত ক্ষত, কত রক্ত-পাত!
এস হৃদে হৃদয়ের ধন!
তুমি সেলিমের নয়,
এ যাতনা জীবনে সবে না!
(আদরে হাত ধরিয়া টানা)

সে-আ। ওঃ!
দলে ফেরু-দলে! কেশরী শৃঙ্খলে!
কে পার গো রক্ষা কর’ আজ,
ফেরু-পাল বেঁধেছে সিংহেরে!

সেলিম। ওরে রে জল্লাদগণ! রাখ্ টিপে মুখ,
কথা ক’তে না পারে কুক্কুর!

জল্লাদগণ। (তথা করণ)

সেলিম। এস প্রিয়ে, প্রাণ যায়!
সাঙ্গ মোর ক’র না কো বালা,
মধ্য-অঙ্কে সুখ-অভিনয়!
জন্ম তব মরু-ভূমি মাঝে,
প্রাণ তব ক’র না কো মরুভূমিময়!

সুখে প্রাণ ভরি, খেলিবে লহরী,
অঙ্গে অঙ্গে পরশনে,
সুখে লোমাঞ্চিত সুখে কণ্টকিত
সুখে রব' অচেতনে!

(পূর্ব্ববৎ হাত ধরিয়া বল-প্রকাশ।)

সে-আ। (মুখ ছাড়াইয়া)
ছাড়্ মোরে, কার সাধ্য দেখি
পত্নীর সতীত্ব হরে পতির সম্মুখে!
ছাড়্ মোরে, ছাড়্ পাপি-দল!!

(বল প্রকাশ ও কিছু করিতে না পারিয়া)

আরে দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত সেলিম!
আরে রে ইন্দ্রিয়-দাস লম্পট পামর!
রে কামুক রূপ-মুগ্ধ নারকি পিশাচ!
সতীর সতীত্ব-হারি' নরকের জীব!
মোগলকুলের ওরে কলঙ্ক-কালিমা!
রে মহান্ আক্‌বরের অপাত্র-তনয়!
কুলের গর্দ্দভ! ওরে কুক্কুর শৃগাল!
মোগলের বিষ্ঠা, ওরে নরকের ক্বমি!

সেলিম। দেখা রে জল্লাদগণ, দেখা দেখা মোরে
এই দণ্ডে কুক্কুরের কাটামুণ্ড দেখা!!

মেহের। যুবরাজ! আজ্ঞা দাও আগে
হানিতে নিষ্ঠুর ছোরা মেহেরের বুকে,
তার পর ক'র তুমি যাহা ইচ্ছা হয়!
এই ভিক্ষা রাখ যুবরাজ,
পুণ্য হবে, ধর্ম্ম রক্ষা হবে, শুভ হবে তব!
সুখী হবে প্রিয়-পাত্রী মেহের তোমার!
না, না,
যতক্ষণ না কাটিবে মেহেরের গলা,
ওই ছোরা দেখিতেও দিব না নাথেরে!!

(জল্লাদগণের ভিতর গিয়া ছোরা ধরিতে উদ্যত)।

সেলিম। মেহের!
কারে এ সরম তব? কারে এত ভয়?
এখনি আফ্‌গান শূন্য হবে বসুমতী!
এস সতি, সেলিমের ব'স বাম-কোলে!
নব-যৌবনের এই পুষ্পাকীর্ণ-উপবনে,
ভারতের রাজ-পুত্র করিবে বিহার!
ফুল্ল-সুধাকর কভু মাটিতে কি ওঠে?
কনক-নলিনী কি লো মরু-ভূমে ফোটে?
গজমতি শোভে কভু বানরের গলে?

(টানিয়া আনা)।

গীত।

জল্লাদগণ।

ধর্ ব্যাটারে চেপে ধর্,
শুইয়ে করাত-কাটা কর,
চোখা চোখা ছোরার ধারে
কাট্ রে চাক্‌লা চাক্‌লা ক'রে,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠে
প্রাণ বেরুবে জ্বালার চোটে,
গেলুম গেলুম ছাড়্‌বে ডাক্
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রগড়্ দ্যাখ্।

(সেরকে শোয়াইয়া ফেলিয়া ছোরা বসাইতে উদ্যত।)

মেহের। মাগো!
দাঁড়াতে পারিনে কেন আর!
কে আছ গো ধর' মোরে,
প'ড়ে যাই আমি!!!

(পতন। বেগে মেহেরের মার প্রবেশ।)

মে-মা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! একে কুমার-বাহাদুরের দয়া হ'য়েছে, আবার বাদ্‌সার দয়া হ'ল! এক রাশ ফাঁড়িদার নিয়ে গো, এক রাশ ফাঁড়িদার! কোথায় যাব, কোথায় পালাব, আল্লা রক্ষে কর,' খোদা রক্ষে কর'!!!

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ সভয়ে সেলিম ও জল্লাদগণের পলায়ন)।

সে-আ। কই! কই! কোথা দিল্লীশ্বর!
কোথা সেই মহান্‌ আক্‌বর!
মা গো!
কেন হও ভয়েতে আকুল?
দিন মুক্ত করি', আনি তরবারি!
অসি করে সের নাহি ডরে
সহস্র জল্লাদ সাথে সহস্র সেলিমে!
কই কই কোথায় আক্‌বর!

মে-মা। (কাঁপিতে কাঁপিতে) অ্যাঁ? অ্যাঁ? আকবর? আকবর? সব চ'লে গেছে? (চারিদিক দেখিয়া) চলে গেছে তো? আকবর আসেন নি। সব মিছে। দড়ি খুলে দিচ্চি শিগ্‌গির ওঠ। এখনি আবার সব ফিরে আস্‌বে, সকলের জান্‌ যাবে।

(বন্ধনাদি খুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মেহেরের নিকট গিয়া)।

নে ওঠ্‌, শিগ্‌গির ওঠ্‌। আবার এখনি বিপদ্‌ ঘট্‌বে, শিগ্‌গির ওঠ্‌।

মেহের। সব চলে গেছে?

মে-মা। গেছে এখনি আবার ফির্‌বে শিগ্‌গির ওঠ্‌!

(মেহেরের উত্থান)।

মে-মা। (স্বগত) ছেড়ে দে বাপ্‌ কেঁদে বাঁচি, বেগমের মা হ'য়ে আর কায' নেই।

(গিয়াস উদ্দিনের প্রবেশ)।

গিয়াস। আফ্‌গান তুমি মেহেরকে নিয়ে কোন' জায়গায় আজ লুকিয়ে রাখ গে। দৌরাত্মের কথা আমি বাদ্‌সাকে জানাবার চেষ্টা দেখি গে।

(প্রস্থান)

সে-আ। মা গো আজ্ঞা দাও তবে
আজ রাতে রাখি গে লুকায়ে,
কাল প্রাতে জানায়ে বাদ্‌সায়ে
চ'লে যাব কোন' এক দূরতম দেশে!

গীত।

মে-মা।
পতি-করে মা তোমারে দিনু তবে সঁপিয়ে,
আজি হ'তে পতি সাথে সুখে থেকো মিলিয়ে
জীবনে মরণে সদা
হ'য়ে পতি-অনুগতা,
পাশরিও যত দুখ পতি-মুখ হেরিয়ে।
পতির দুখেতে দুখী,
হ'য়ো পতি-সুখে সুখী,
থেকো দোঁহে আজীবন প্রাণে প্রাণ মিশায়ে।

(সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান-প্রান্ত—খস্‌রু।

খস্‌রু। ঘুচে গেছে! সব ঘুচে গেছে!!
বিষ-পানে মা আমার ত্যজেছে জীবন!!
খুঁজে এস সমস্ত সংসার,
চিহ্ন আর মিলিবে না মা'র!!!
খস্‌রু রে,
"মা" "মা" ক'রে কাঁদ একবার!
কাঁদ শাখী, কাঁদ বন-পাখী!
মা!
কা'র করে স'পে গেলি পাগলেরে তোর?
স্নেহবতি! কি করিলি পাগলের গতি?
উঃ! উত্তাপ! উত্তাপ!
মা আমার স্নেহ-মুখ দেখেনি ধরার।

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার!
এ জীবনে কার্য্য কি বা আর?
দূর হ'য়ে যাও আঁখি-জল,
দাবানল জ্বল' ধমনীতে!
বজ্র-অগ্নি নৃত্য কর' হৃদে!!
খস্রু রে,
বিষাদিনী বক্ষঃ-রক্তে গ'ড়ে
রেখে গেছে প্রতিনিধি তোরে!
বিশাল ধরণী-মাঝে
তুই মাত্র চিহ্ন জননীর!!
আছ কেহ সর্ব্ব শক্তি ধর'?
আকাশে কি দেবগণ ঘোর'?
বল দাও, বল দাও দেহে!
পুত্র চাহে প্রতিহিংসা দুখিনী মায়ের!!!

(যোধার ১ম সখীর প্রবেশ।)

সখী। খস্রুরে! খস্রু রে!
তুইও কি রে ছেড়ে গেলি সব?
তোর তরে আজ যে রে দিল্লীর প্রাসাদ,
পরিপূর্ণ শুধু হাহাকারে!
চারিধারে ঘোরে ফেরে চর,
চারিধারে হ'য়েছে সন্ধান,
কোন্ খানে আছিস্ লুকায়ে?

তুই যে যোধার ছিলি অঞ্চলের ধন,
তুই যে যোধার বড় সাধের রতন,
যোধা যে মরণ-কালে ব'লে গেছে মোরে
"র'ল সখি খস্‌রু আমার।"

খস্‌রু। কে আবার? কেন তুমি আসিলে হেথায়?
দু'দণ্ড বিরলে এসে কাঁদি মা'র তরে,
তা'ও মোরে দেবে না কাঁদিতে?

সখী। কই? কই? আছিস্ এখানে?
তোর তরে হাহাকার দিল্লীর প্রাসাদে!
এস সাথে, উপবাসী সারাদিন,
মলিন হ'য়েছে চাঁদ-মুখ!

খস্‌রু। কোথা যাব?
মা আমার এসেছে কি ফিরে?
মা আমার ডাকিছে কি মোরে?
যে অবধি মা গিয়েছে, সব গেছে মোর!
কে তোমরা? কেন যাব তোমাদের সাথে?
তোমাদের প্রাণ খুলে বাল্য-কাল হ'তে,
মা আমার বাসিত যে ভাল!
কি ক'রেছ তোমরা তাহার?
চোখে দেখে তার সেই দুখের মরণ,
কিছু কি ল'য়েছ সব প্রতিশোধ তা'র?
আমারে খাওয়াতে সব এতই প্রয়াস,
বল দেখি, ক্ষুধা হ'লে মা আমার

খায় কিনা পায় কিনা কিছু ?
তোমাদের দুখ-কথা যখনি শুনেছে,
মা আমার কেঁদেছে দেখেছি ;
কি দিলে তোমরা সব তারে প্রতিদান ?
দু'টোপ চোখের জল দেছ বৈ তো নয়,
ভুলেও কি মা'র দুখ ভাব' একবার ?
শ্রাবণের বারিময় বরিষার কাল
তোমরা নিশ্চিন্ত মনে কাটাও প্রাসাদে,
কিন্তু কোন্ জন-শূন্য অজানা প্রদেশে,
নিরাশ্রয়া মা আমার একাকিনী সহে
বৃষ্টিধারা ঝঞ্ঝাবাত অশনি বিদ্যুৎ,
তার কিছু রাখ কি সন্ধান ?
তোমাদের সুখের কারণে
মা যে মোর দিনরাত করিত প্রার্থনা !
কি ক'রেছ তোমরা তাহার ?
এই তো রজনী আসে বিভীষিকা ল'য়ে,
তোমরা ঘুমাবে সব অট্টালিকা মাঝে ;
বল দেখি মা আমার এই নিশা-কালে
সাগরের কূলে, কিম্বা অন্ধকার-কূপে,
কিম্বা কোন' পর্ব্বতের অগম্য শিখরে,
কোথায় কি ভাবে রাত্রি করিবে যাপন ?
মার আমার প্রেত-আত্মা একা ঘোরে ফেরে,
দুখ হ'লে একা ব'সে কাঁদে সে যখন,

কে তারে সান্ত্বনা করে পার কি বলিতে?
যাও বৃথা ডেকো না কো মোরে,
উন্মত্ত হ'য়েছি আমি আজ!!

সখী। যোধা রে! যোধা রে!
কোথা গেলি? কি করিলি সখি?
কেমনে ত্যজিলি তোর অঞ্চলের ধন্‌?
সে যে হায় পথে পথে অনাথের মত,
কেঁদে কেঁদে করে রে ভ্রমণ!
সে যে সখি বিহনে তোমার,
চায় না, খায় না কিছু আর!
একবার দিবি আয় দেখা,
একবার নিবি আয় কোলে!
"মা" "মা" ব'লে সে যে তোর কতই কাঁদিছে!

খস্‌রু। এখনও র'য়েছে হেথা?
যাও চ'লে,
অগ্নি-কণা ছুটিতেছে শিরায় আমার!

সখী। আর বৃথা ব'ক না কো অবোধের মত!
এস চ'লে সকলে যে ভাবিয়ে আকুল!

খস্‌রু। মোর তরে কিসের ভাবনা?
মা'র শোকে পাছে আমি ত্যজি এ'জীবন?
যাও চ'লে মরণের ঢের দেরি মোর!
পাগলের মত হ'য়ে, গগন ফাটায়ে,
'মা' "মা" ব'লে উর্দ্ধ-শ্বাসে কাঁদি নি কো আজো,

আজই মোর মরণের কথা ?
দু'টোপ চোখের জল দিছি বৈ তো নয়,
মা'র দুখ-গান গেয়ে
জগৎ মাতাব,
গ্রামে গ্রামে বনে বনে সাহায্য যাচিব,
জনে জনে জানাব বেদনা !
দিনরাত স'য়ে জ্বালা জীবন ত্যজিল
সতী সাধ্বী মা আমার যার তিরস্কারে,
তার আগে নিপাত সাধিব,
হৃদয় জুড়াব,
নিভাইব প্রজ্বলিত প্রতিহিংসানল,
তারপর মরণের কথা !
যে মুখেতে শুনিয়াছি মা'র তিরস্কার,
সে মুখেতে না দেখিয়ে নয়নের ধার,
"যোধা" "যোধা" রবে তা'র না দেখে রোদন,
আজই মোর মরণের কথা ?
যে পিশাচ-জনকের তীব্র তিরস্কার
দিনরাত মা আমার স'য়ে গেছে কত,
না সাধিয়ে প্রতিহিংসা তাহার উপর,
আজই মোর মরণের কথা ?
মা আমার বিষ খেলে যা'র তিরস্কারে,
তার মুণ্ড আজো আমি দেখিনি ভূতলে,
আজই মোর মরণের কথা ?

মা'র দুখ-গান গেয়ে মেদিনী কাঁপাব,
কাঁদাইব বন-পাখিগণে,
মা'র দুখ-গান গেয়ে
পাষাণ গলাব, অচল টলাব,
গগন ফাটাব দুখে ;
তারপর,
নিভাইব প্রজ্বলিত প্রতিহিংসানল ;
তারপর জন-শূন্য অরণ্যে বসিয়ে
"মা কোথা" "মা কোথা" ব'লে করিব চীৎকার,
সকরুণ সে চীৎকার না পারি' সহিতে,
স্নেহময়ী জননীর প্রেত-আত্মা ধেয়ে,
নিশ্চয় আসিবে মোরে কোলে তুলে নিতে ;
প্রাণ খুলে কেঁদে নেব কোলে উঠে মা'র,
চোখ ভ'রে দেখে নেব মা'কে একবার,
মার আমার প্রেত-আত্মা সাথে রাখে ভাল,
না হয় তো তার পর মরণ আমার !
আজই মোর মরণের কথা ?
যাও দেখো না, ডেকো না মোরে,
থেকো না ও মোর ধারে,
জ্বলে প্রাণ প্রতিহিংসানলে !

(বেগে প্রস্থান।)

সখী। যোধা রে ! যোধা রে !
কি করিলি ? কোথা গেলি সখি ?

দেখে যা রে তোর সেই অবোধ পাগল,
তোর সেই ননীর পুতুল,
তোর সেই যতনের ধন,
দিন রাত একা একা থাকে,
"প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" ক'রে
দিন রাত বকে শুধু উন্মত্ত-প্রলাপ !
খস্‌রু রে,
খুঁজে খুঁজে পেনু যদি দেখা,
কোথা ছুটে পালালি আবার ?

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ। রক্ষিগণ-বেষ্টিত শৃঙ্খলিত দশায় সেলিম।

সেলিম। জগতের বিচিত্র ব্যাপার !
লীলা বোঝে হেন সাধ্য কা'র !
কে যে হেথা দয়াময়, কে হেথা নির্দ্দয়,
কা'র সাধ্য করিবে নির্ণয় !
হৃদি-মাঝে তুষানল ধর',
মর্ম্মে মর্ম্মে মর',
ছাই ভস্ম হও পুড়ে পুড়ে,
তবু তা'রে বাসনা ক'র না।

ধর্ম্ম তায় হবে কলুষিত!
কি যে কার্য্য, কি অকার্য্য,
কি যে ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
সংসারের মর্ম্ম বোঝা ভার!
দোষ হেথা প্রণয়ের নাম,
অপমান প্রেম-পরিণাম,
কারাগার প্রেমিকের স্থান!
মাটীময় হায় রে জগৎ
হাসি পায় রঙ্গ দেখে তোর!
ধরণীর কত শক্তি? কত টুকু প্রাণ?
ধরা শুধু পারে ঢালিবারে
অপমান, তিরস্কার, হুঙ্কার, ধিক্কার;
ধরা শুধু পারে করিবারে
দাগী আর অপবাদ-ভাগী;
যে স'য়েছে, সেই শুধু বুঝেছে কেমন
ছিন্ন-অর্দ্ধ হৃদয়ের দারুণ-দংশন!
তা'রে পেলে আলোকিত মোর চারি ধার,
সে বিনে সোণার ধরা অন্ধকারময়,
তাই আমি ভালবাসি, পরের কি তায়?
তার মুখে হেরি আমি স্বরগের জ্যোতিঃ,
তার রূপে বাঁধা আছে সুখ শান্তি মোর,
তাই সে একটী চিন্তা নিজের হৃদয়ে
ভয়ে লুক্কায়িত ভাবে ক'রেছি ধারণ,

পরের তা'তেও ক্ষতি? তবু আন্দোলন?
নিজের সুখের তরে, শান্তির কারণে,
আমি নয় চাই তা'রে, ভালবাসি তা'রে,
আমি পাপী, আমি দুষ্টাচারী,
আর,
এই যে সাধের বস্তু সকলেতে মিলে
বুক থেকে জোর ক'রে ল'য়ে যাও কেড়ে,
ছিঁড়ে দাও প্রাণের বন্ধন,
এই যে সকলে কর' দারুণ-আঘাত,
এই যে নিরীহ প্রাণে দাও সবে তাপ,
তোমাদের পাপ নাই তায়?
পিতা!
তুমি নাকি ন্যায়বান্ দয়াল ভূপতি?
তুমি নাকি জগতের আদর্শ-মানব?
হৃদয়ে জড়ান' সেই বিনোদ-লতিকা,
তুমি যদি না ছিঁড়িতে পিতা,
তুমি যদি না ভাঙ্গিতে আশার ভাণ্ডার,
তা'হলে দেখিতে আজ সেলিম তোমার
হ'ত কিনা যোগ্য-পুত্র তব,
হ'ত কিনা তব সম আদর্শ ভূপতি!
কিছুতে না ভোলা যায়,
কেমনে ভুলিব তায়?
কেমনে রাখিব পিতা তোমার গৌরব?

বোঝনা তো, পালিবারে আদেশ তোমার
কত চেষ্টা করি দিবানিশি !
বোঝ না তো, বোঝ না তো পিতা,
ভুলিবারে মেহেরে আমার,
ভুলিবারে বিনোদিনী স্বর্ণ-লতাটীরে,
জীবনের সুখ-স্বপ্ন ভুলিবার তরে,
প্রেমের প্রতিমাটীরে দিতে বিসর্জ্জন,
জন্ম-শোধ সুখ-আশে দিতে জলাঞ্জলি,
হৃদয়ে শ্মশান-ক্ষেত্র করিতে স্থাপন
বোঝ না তো, বোঝ না তো পিতা,
কত ব্যথা সহি দিন রাত,
চিত্ত সহ কত যুদ্ধ করি নিরন্তর !
পর্ব্বত-শিখর ছাড়ি' প্রবল-নির্ঝর
ছোটে যদি নিম্ন-মুখে তটিনী-উদ্দেশে,
কহ পিতা কিছুতে কি ফেরে তা'র গতি ?
অতি হেয় অতি তুচ্ছ এ লৌহ-শৃঙ্খল !
সুধাময় যে শৃঙ্খল
সাধ ক'রে গেঁথেছি যতনে,
আদরেতে বেঁধেছি পরাণে,
এ' জীবনে আর তাহা ছেঁড়া কি গো যায় ?
চল্‌ রে রক্ষকগণ, চল্‌ নিয়ে চল্‌,
আদেশ পিতার
কারাগার মোর বাস-স্থান,

যাবে প্রাণ লঙ্ঘিলে আদেশ।

(রক্ষিগণ সহ যাইতে যাইতে)

মেহের!
বিমোহিনী রূপ-মদিরায়,
মাধুরীর মুগ্ধ-পিপাসায়,
পতি-প্রাণা প্রিয়তমা দিছি বিসর্জ্জন,
অপযশ' ক'রেছি ভূষণ,
কাটিয়াছি অমাত্য-প্রধানে,
পিতার বিরুদ্ধে শেষে হ'য়েছি সজ্জিত,
আজ এই শৃঙ্খলিত দারুণ-দশায়
চলিয়াছি শেষে কারালয়
সুখে থাক, সুখে থাক তুমি!!

(আকবর ও বেগমের প্রবেশ।)

বেগম। লোকে কয় তুমি দয়াময়,
এই কি সে দয়া পরিচয়?
কারাগারে রাখিবে তনয়?
এতদিন পথে পথে ক'রেছে ভ্রমণ,
অনশনে বনে বনে কাটায়েছে কাল,
পিতা ব'লে করে আজ আত্ম-সমর্পণ,
তাই কি এ' কঠোর-বন্ধন?
তাই কি এ' কারার আদেশ?
ধরি পা'য়,
পুত্র ব'লে ক্ষম' আজ শুধু একবার।

আক। নারীর মন্ত্রণা ল'য়ে চলে না বিচার!
দয়া মায়া স্নেহ নাই বিচার-আসনে!
ছাড় পা'! বধির আমি! পশে না শ্রবণে
অসঙ্গত অনুরোধ-বাণী!
অপরাধী পুত্র, আর সামান্য প্রজার,
এক দণ্ড, এক কারাগার!
ক্ষমা পেতে নহে অধিকারী,
রাজ্যের যা' কিছু বল, যা' কিছু সম্বল,
একে একে সকলি হরেছে;
কত পরিশ্রম ক'রে, আজন্ম ধরিয়ে,
করিলাম যে সকল রাজ্যের বন্ধন,
একে একে সকলি ছিঁড়েছে;
আবুল ফাজল,
প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বীর, ধীর, প্রবীণ সচিব,
এ' বিশাল রাজ্য মোর তা'রি মন্ত্রণায়,
লোকে কয় আমারি এ' অপাত্র-তনয়
প্রাণহারী হত্যাকারী তার!
বধূমাতা, এ' রাজ্যের উন্নতির মূল,
বেঁধেছিল ক্ষত্র-কুলে মিত্রতা-বন্ধনে,
সতীর আদর্শ-স্থল, পতিব্রতা দেবী,
বিষপানে ত্যজিল জীবন!
পরম-তেজস্বী বীর রাজা মানসিং,
প্রাণপণে হিত-চেষ্টা করে সে রাজ্যের,

শুনে তা'র ভগিনীর শোচনীয় দশা,
আহা
মর্ম্মাহত আছে মনে মনে!
সৎপুত্র-প্রসবিনি! রত্নগর্ভা ধনি!
তোমার সুপুত্র হ'তে জেনো
আক্‌বরেরও পরমায়ু' এসেছে ফুরায়ে!
মন, প্রাণ, সাহস, উদ্যম, সব দেছে ভেঙ্গে;
আকবরও আর বেশি নয়!
কুল, মান, বংশের গৌরব,
একে একে সব গেল মোর!
হায় কি লজ্জার কথা;
নির্দ্দোষী আফ্‌গান,
দেশ হ'তে জ্ঞাতি হ'তে অপাত্রের ভয়ে,
পত্নী সাথে দূর বঙ্গে পাঠালাম তারে!
কত তিরস্কার, কত উপদেশ,
কিছুতেই হ'ল না চেতনা!
আমার বিরুদ্ধে শেষে বিদ্রোহ-ঘোষণা!
আমার বিরুদ্ধে শেষে অসির ঝঙ্কার!
হবে যবে ক্ষমার সময়,
নিজেই ক্ষমিব আমি, ছাড় পা আমার!
নারীর মন্ত্রণে কভু চলে না বিচার!

বেগম। হয় নি কি ক্ষমার সময়?
কেঁদে কেঁদে শুকায়েছে চাঁদ-মুখ খানি,

উদাসীন নবীন-যৌবনে,
কাষ্ঠ-প্রায় হ'য়েছে শরীর,
ফুল্লকান্তি মসীর সমান ;
এততেও যদি নাহি হয়
কবে হবে ক্ষমার সময় ?
শুনি তুমি ন্যায়বান্, জ্ঞানী, দয়াময়,
কি হেতু নির্দ্দয় তবে অবোধ বালকে ?

আক। বালক ? কোলের ছেলে ! দুগ্ধপোষ্য শিশু !
ও বয়সে হ'য়েছিল মোর,
প্রতি মুখে মুখে খ্যাতি, বশ্যতা শত্রুর,
ভারতে একাধিপত্য, বিশ্বের সম্মান !
যবে আমি পিতৃ-রাজ্যে হনু অধিষ্ঠিত,
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু, অজ্ঞান, অবোধ,
শত্রু যত জ্ঞাতিবর্গ আত্মীয় স্বজন,
শত্রুময় সমগ্র ভারত ;
একা অসহায় সেই নবীন-বয়সে
প্রবেশিনু কার্য্যক্ষেত্র মাঝে,
ঝাঁপ দিনু অসংখ্য সমরে,
রুধিরে রুধিরে হ'ল রক্তময়ী ধরা,
বীর-দাপে কাঁপিল মেদিনী,
ভস্মীভূত হ'ল শত্রুগণ,
নিবে গেল অশান্তির বিশ্ব-গ্রাসী হুতাশন !
পিতামহ মহাত্মা বাবর,

চতুর্দ্দশ বর্ষের বালক,
ফার্গণার পিতৃ-রাজ্য করিল উদ্ধার!
ছি ছি,
সেই বংশে জনমিয়ে, পুত্র হ'য়ে মোর,
লম্পট, মাদক-সেবী, ইন্দ্রিয়ের দাস,
নিয়ত উন্মত্ত শুধু "নারী" "নারী" ক'রে!
নারী-জ্ঞান, নারী-ধ্যান, নারী- মনোরথ,
অধঃপাতে যেতে হ'লে অদ্বিতীয় পথ।

বেগম। স্মরে পাপ, করে অনুতাপ,
ধরে পা'য়, ক্ষমা ভিক্ষা চায়,
তবু তা'রে হেন রোষ হয় কি উচিত?
আজ তোমা কিছুতেই দিব না কো ছেড়ে,
পুত্রে যদি দেবে কারাবাস
গলে ফাঁস বাঁধিব এখনি,
পত্নী-হত্যা লাগিবে তোমায়।

আক। আর আমায় বিরক্ত ক'র না,
হ'য়ে থাকে বোঝ' যদি অনুতাপ এত,
দাঁতে তৃণ নেবে, সভা মাঝে যাবে,
কেঁদে কেঁদে কবে সেথা সাক্ষাতে সবার
হেরিবে না কেহ আর কোন' অত্যাচার,
তার পর ক্ষমার বিচার!
দেখা যাক্, হইয়াছে প্রাণে
কতটুকু অনুতাপ, কতটুকু খেদ,

অশ্রুজল কতটুকু, কতটুকু শোক
পুত্র ব'লে হ'য়ে থাকে স্নেহ যদি এত
সাধের সুপুত্রে তব করাও সম্মত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বর্দ্ধমান,—সের আফগানের বাটীস্থ কক্ষ।

সের আফগান ও মেহেরউন্নিসা।

সে-আ। প্রিয়ে!
ভুলে যাও দিল্লীর জীবন,
ভুলে যাও দিল্লীর ভবন;
আজ থেকে এই হ'ল দেশ আমাদের,
এই হ'ল আমাদের আবাস ভবন;
ভুলে যাও সুহৃদ্ বান্ধবে,
ভুলে যাও স্বজাতি সকলে,
বহুদূর—বহুদূর—দিল্লী হেথা হ'তে;
ভারতের এক প্রান্তে দিল্লী রাজধানী,
অপর প্রান্তেতে মোরা এসেছি দুজনে;
দেখিবে হেথায় সব বিভিন্ন-প্রকৃতি,
বিভিন্ন জাতীয় জীব, বিভিন্ন মানব,
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জীবনের গতি,

সুহৃদ্-বান্ধব-হীন এ দূর প্রদেশে
রব' দোঁহে নির্ব্বাসিত মানবের মত!
সুখের দুখের ভাগ,
দেবে না কো, নেবে না কো বন্ধুগণ আর!
এই দূর নির্ব্বান্ধব দেশে,
নীরবে চাহিয়ে মুখ দোঁহে দোঁহাকার,
নীরবে বহিয়ে যাবে জীবনের স্রোত!
প্রিয়ে,
ভুলে যাও জনক-জননী,
ভুলে যাও বাল্য-সখীগণে!
পূর্ণ কর' বুক এবে নিরাশ-উদ্যমে
নৈরাশ্য-মিশ্রিত ধর্ম্মে হও বলবতী!

মেহের। হায় নাথ, ফেটে যায় বুক,
ছার এই দুখিনীর তরে
তোমারে সহিতে হ'ল এ'যাতনা শেষে!
কিসে হয় এর প্রতিকার?
কিসে তুমি সুখী হও পুনঃ?
তব দুখ হেরি' নাথ সাধ হয় প্রাণে
বিষ এনে খাই মনোদুখে;
তা'হলে, তা'হলে তুমি পুন' সুখী হবে,
পুন' দিল্লী যাবে,
পুন' পাবে সখাগণে।

(রোদন।)

সে-আ। চন্দ্রাননে!
দু'নয়নে কেন অশ্রুধার?
ছি ছি প্রিয়ে, তুমি মোর আমিও তোমার,
দুখ কোথা আর?
জাননা কি, হাসি-মাখা ওই মুখ খানি
দুখের বিরাম মোর, শোকের সান্ত্বনা!
না, না, প্রিয়ে! কাঁদায়ো না, কেঁদ না কো আর
তুমি যা'র প্রাণের সঙ্গিনী,
দুখ তা'র কোথা চন্দ্রাননি?
ক্ষুদ্র দরিদ্রের সম ছিনু দিল্লী-পুরে,
দয়াল আক্‌বর দেখ জায়গির দিয়ে,
পাঠালেন বঙ্গ-ভূমে নিশ্চিন্ত করিয়ে।
ছি ছি প্রিয়ে! কেন কাঁদ'?
কার ভাগ্যে হেন সুখ ঘটে?
মেহের। কেন কাঁদি কি কব' প্রাণেশ!
ক্ষণে ক্ষণে জল্লাদের সনে
সেই মূর্ত্তি নেহারি নয়নে!
কি কুদিনে আমা পানে চেয়েছে সেলিম!
অসম্ভব ভুলিবে সে মোরে!
নির্দ্দোষী নিরীহ তুমি পাপিনীর তরে,
না জানি কি বিপদ সাগরে!
সে-আ। ছি ছি
বৃথা শোকে কি হেতু আতুর?

বহুদূর আসিয়াছি দিল্লী হ'তে মোরা,
দীর্ঘকাল অদর্শন হেতু
ভুলিবেন যুবরাজ তোমা,
নিরাপদ হবে এ'জীবন,
অকারণ কেন এ ভাবনা ?
দীর্ঘকাল পথ-শ্রান্তি,
ফুল্ল-কান্তি ক'রেছে মলিন,
শুকায়েছে চাঁদ মুখ খানি !
সুবদনি ! স্নান পান করি'
ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি হরি চল !

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর চক। ক্রেতা বিক্রেতা দর্শক প্রভৃতির সমাবেশ।
বারাণ্ডায় বেশ্যাগণ।

১-বিক্রেতা। গরমাগরম্।
২-বিক্রেতা। ডালপুরি কচৌরী।
৩-বিক্রেতা। সরুসে।
৪-বিক্রেতা। চাই কাবাব্।
১-বিক্রেতা। গরমাগরম্।
৫-বিক্রেতা। চাই পানিফল।

(ফেরিওয়ালাগণের উপর্য্যুপরি ডাকিয়া ডাকিয়া ভ্রমণ।)

মাতাল। (মাতালিস্বরে)

সাঁজের বাতি না জ্বাল্‌তেই বেঁধে মাথার চুল,
বারাণ্ডাতে ফুটেছে সব রজনী-গন্ধা ফুল।

পাহারাওয়ালা। এ শাড়েল !

মাতাল। কি বাবা ?

পাহা। আও হারামজাদ্‌ !

মাতাল। ত'য়ের আছি।

(যাইতে যাইতে সুরে)

যদি হাতের ভেতর একটীবার ঐ ছুঁড়ীটা পাই,
চাঁদ বদনের চিনির পানা এক চুমুকে খাই।

পাহা। চল শালে।

(বেত লাগান)।

মাতাল। রাস্তায় দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাও কেন বাপ ? রাগ্‌লে রক্ষে রাখ্‌ব না, মিট মাট ক'রে চল !

পাহা। শালে।

(বেত লাগান)।

মাতাল। বস্‌ থাম' হ'য়েছে যাচ্চি।

পাহা। চল্‌ শালে।

(বেত লাগান)।

মাতাল। কোন্‌ শালা যায়, এই বস্‌লুন।

পাহা। আও বাঞ্চোৎ, গারদ পর বৈঠো গে।

মাতাল। তা' বুঝেছি বাপ্, গারদ না ত কি বেগম মহলে নে যাবার জন্যে অত আদর ক'চ্চ ?

পাহা। আগর্ না উঠো তো কোঁড়া লাগায়েঙ্গে।

মাতাল। উঠেই তো ছিলুম, গায়ে কোন্ এতক্ষণ হাত বুলুচ্ছিলে যাদু ?

পাহা। ওঠ্ শালে।

(বেত লাগান)।

মাতাল। চল বাবা যাচ্চি।

(যাইতে যাইতে)

কিয়াবাৎ কিয়াবাৎ ছোঁড়ার কপাল-জোর বেজায়
যেখানেতে ঢোকে অম্‌নি বৃন্দাবন বাগায়।

পাহা। চল্ বাঞ্চোৎ।

(বেত লাগান)।

মাতাল। এই আবার নবাবী চালে বসি। কোন্ শালা যায়।

পাহা। দিল্লাগী কর তো ফের বেত লাগায়েঙ্গে।

মাতাল। আর যদি ভালমান্‌ষি ক'রে যাই তো সুস্‌সুড়ি দিতে দিতে নে যাবি বল্ ?

পাহা। বাঞ্চোৎ।

(বেত লাগান)।

মাতাল। আর মারিস্‌নে বাপ, আমি তোর জুতোর সুক্‌তলা।

(উভয়ের প্রস্থান। বিক্রেতাগণের উপর্য্যপরি ডাকিয়া হাঁকিয়া ভ্রমণ। কয়েকজন যুবকের প্রবেশ।)

১-যুবক। ঠিক ব'সে আছে রে, এক এক জন ফস্ ফস্ ক'রে ঢুকে পড়্।

২-যুবক। দাঁড়া না, আর একটু ঘোর ঘোর হ'য়ে আসুক।

৩-যুবক। ওই দেখ্ রে খুড়ো এসে হাজির।

(খুড়োর প্রবেশ)।

খুড়ো। বলি সোণামণি! চাঁদ-বদনি! ডাক্‌তে নেই কি ধনি?

১-যুবক। আর খুড়ো তুমি রাতারাতি চিকিৎসক হ'য়ে প'ড়লে, কি জানি যদি পুরোণো পিরীত না মনে থাকে; কি ক'রে ডাকি বল।

২-যুবক। আচ্ছা খুড়ো ঠিক ক'রে বল দেখি ভাই আজকের চিকিৎসায় ক'টা আস্তো মানুষ জখম্ ক'র্‌লে?

খুড়ো। ওই জন্যে তোদের সঙ্গে আসিনে। একেবারে খাতির রেখে কথা ক'সনে, চিরকাল ইয়ারকি মেরেছিস্ তাই মনে করিস্ বুঝি আমি আজও সেই খুড়ো আছি। এ দিকে, আমার কাছে ঘড়ি ঘড়ি বাদসার লোক আস্‌চে। এই বাদ্‌সার অসুখ, দু'বেলা সেখানে আমার ব'সে থাক্‌তে

হ'চ্চে। দিন রাতের মধ্যে নিঃশ্বেস ফেল্‌বার ফুরস্থুৎ নেই।

৩-যুবক। খুড়ো তোমার কাছে আমার দাঁড়াতে ভয় ক'চ্চে।

১-যুবক। আচ্ছা খুড়ো তুমি ত ভাই বাদ্‌সার কাছে দিনরাত থাক, বল দেখি আজ বাদ্‌সা কেমন আছেন?

খুড়ো। বড় বড় নাম জাদা হাকিম বেটারা সব বাদ্‌সাকে জবাব দিয়ে গিস্‌ল। আমার ওষুধ খেয়ে বাদ্‌সা তবে সেরে উঠ্‌লেন।

২-যুবক। সেরে উঠেছেন? আজ যে নিজে রাজ-বাড়ী থেকে শুনে এসেছি অসুখ বড় বাড়াবাড়ি, গতিক ভাল নয়।

খুড়ো। আঃ আজকের কথা কি আমি ব'লচি? যখন আমি যেতুম, চিকিৎসা ক'রতুম, তখন সেরে উঠেছিলেন, সে কি আজকের কথা হ'ল?

৩-যুবক। না ভাই না, বাদ্‌সার অসুখ তো বাড়ে নি। আমার দাদা রাজ-বাড়ী থেকে জেনে এসেছেন বাদ্‌সা বিশেষ হ'য়েছেন।

খুড়ো। শোন চাঁদ শোন, শুন্‌লে? আমি বলে এই রাজ-বাড়ী থেকে আস্‌চি বাদ্‌সার ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে, তিনি উঠে হেঁটে দিব্যি বেড়াচ্চেন, আর এক দণ্ডে অসুখ বেড়ে গেল? ভ্যালা কারচুপি শিখেচিস্‌! তোরা আস্তো মানুষকে খেপিয়ে তুল্‌তে পারিস্‌।

গীত।

নেপথ্যে।

আজিকার সমাচার মর্ম্ম করে বিদারণ
কর' সবে যত পার শোক-অশ্রু বরিষণ—

১-যুবক। চুপ চুপ চুপ, কিসের গান?

(গাইতে গাইতে ক্রমশঃ একজন লোকের প্রবেশ।)

গীত।

হীন-নাড়ী হীন-স্বর, হিম সর্ব্ব-কলেবর,
আজি রাজা আকবর ত্যজিল জীবন!
অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে, কারো যদি এ জীবনে,
করিয়ে থাকেন কভু অপ্রিয় সাধন,
আজি মৃত্যু-শয্যাপরে, সকরুণ ক্ষীণস্বরে,
সবাকার ক্ষমা ভিক্ষা মেগেছে রাজন্‌।

(গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান
ঘোষ-যন্ত্র বাদক ও রাজ-পুরুষের প্রবেশ।)

রাজ-পুরুষ। সকলে শোন, কুমার সেলিম বাদ্‌সা জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে ব'সেছেন। বাদ্‌সার হুকুম শোন, তাঁর পুত্র খস্‌রু বিদ্রোহ হ'য়েছে, ছেলে মানুষ ব'লেই হোক্‌, কিম্বা অন্য কোন' কারণেই হোক্‌, যে তাকে স্থান দেবে বা দয়া ক'রবে বাদ্‌সা জাহাঙ্গীর তা'কে দিল্লীর পথে পুঁতে জ্যান্তে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবেন।

(ঘোষ-যন্ত্র বাদন ও এইরূপ ঘোষণা
করিতে করিতে প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-কক্ষের সম্মুখভাগ। সেলিম ও বারাঙ্গনাগণ।

সেলিম। নিতে তোমাদের,
ওই হের আসিছে কুতব;
সম্পাদিত আয়োজন সব,
যাও তবে বৰ্দ্ধমানে কুতবের সনে;
সুচতুরা তোমরা ললনে,
অতি যত্নে আনিবে মেহেরে,
সাবধানে রাজ-কার্য্য করিবে উদ্ধার,
পুরস্কার পা'বে মনোমত।

(সেলাম করিতে করিতে কুতবের প্রবেশ।)

কুতব। আজ্ঞামত সকলি প্রস্তুত;
উষ্ট্র হস্তী দ্রুতগামী ঘোটক সকল,
সুনিপুণ বলবান্ অস্ত্রধারিগণ,
নারীজন-পরিরক্ষি-নপুংসক দল,
রজনী-যাপন-যোগ্য আচ্ছাদক তাঁবু,
আজ্ঞামত দ্রুতগামী নানাবিধ যান,
সুদীর্ঘ-প্রবাস-ভোগ্য সবার আহার,
তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্র শস্ত্র, দাস দাসী যত,
সকলেই সুসজ্জিত; অপেক্ষা কেবল
এই বামাদল, আর আজ্ঞা ও মুখের।

সেলিম। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা আজ থেকে তুমি,
এই ধর নিয়োগ-পত্রিকা।
প্রথম কর্ত্তব্য যাহা বঙ্গভূমে তব
উদ্ধারিও আগে কায়-মনে ;
প্রলোভনে, অর্থদানে, কিম্বা মিষ্ট ভাষে,
না ভোলে তো অবশেষে শির' ল'য়ে তার,
আফ্‌গানের পত্নী হেথা চাও প্রেরিবারে !
নির্দ্দয় আচার, কিম্বা কটু ব্যবহার,
হেরে নাকো কোন' অংশে পত্নী যেন তার !
এই নারীগণ আর নপুংসক ছাড়া,
ছায়া যেন কেহ তা'র না পারে হেরিতে !
যাও তুমি থাক'গে প্রস্তুত,
সত্বর এ' বামাদল হবে উপস্থিত।

(সেলাম করিতে করিতে কুতবের প্রস্থান।)

(বারাঙ্গনাগণের প্রতি)

সেলিম। জানিবারে কি আছে অভাব,
মনোভাব যা কিছু শুনেছ।
যাও তবে, সকলি প্রস্তুত,
ব'ল তা'রে সেলিমের দুখের কাহিনী,
ব'ল তা'রে সেলিমের শোচনীয় দশা,
কত জ্বালা, কি বেদনা স'য়েছি নীরবে,
কত বহ্নি, কি যন্ত্রণা পুষেছি হৃদয়ে,
সব তা'রে ব'ল একে একে।

আর,
পার' যদি, সেই সঙ্গে বুঝ' ভাল ক'রে,
আমারে সে রাখিয়াছে কি না,
আদরে, কি হোক্ অনাদরে,
যতনে কি অযতনে হোক্,
হৃদয়ের কোন' স্থানে কোন' কোণে ফেলে !
জানতো সকল
প্রেম দেয় কোন্ ধরণের বাণী,
কোন্ গড়নের অশ্রু-জল ?
সব তা'র বুঝ' অবিকল !
কত বর্ষ, কত দিন, সে গেছে ছাড়িয়ে,
অসহ্য কি জ্বালা সহি স্মৃতি ল'য়ে তার,
কাটায়েছি কত কষ্টে এ সুদীর্ঘ কাল,
যাপিয়াছি নিদ্রাহীন কত বিভাবরী,
সবগুলি ব'ল তা'র কাছে !
আর,
সেই বেলা কাণ পেতে শুন' ভাল ক'রে,
একটী নিঃশ্বাস তা'র পড়ে কি না পড়ে !!
আরো ব'ল তা'রে,
কখন' তমসাচ্ছন্ন গভীর বর্ষায়,
অবিশ্রান্ত পড়ে বৃষ্টিধারা,
ছোটে বায়ু হাহা ক'রে অকূল-উদ্দেশে,
বসি' মুক্ত-বাতায়নে সারা দিনমান,

অনিমেষে ঊর্দ্ধ-পানে থেকেছি চাহিয়ে,
গেথেছি নিরাশ গাথা নিবিড় জলদে !
আর,
দেখ' তা'র আঁখি-পাতা দু'টী,
এই সব কহিবার কালে,
সজল আবেগ ভরে পড়ে কি না ঢ়'লে !
শোচনীয় মৃত্যু-কথা দুখিনী যোধার,
পিতার বিদ্বেষানল, শৃঙ্খল আমার,
সামান্য প্রজার সম দুখে দিন পাত,
মন'-খেদে নীরবে রোদন,
কখন', যাতনা-ভরে উন্মত্ত-চীৎকার,
কখন' বা চিত্ত সহ দুরন্ত-সমর,
জানাইয়ে একে একে সব দুখ-কথা,
ব'ল তা'রে, যা' ক'রেছি, যা' স'য়েছি আমি,
মানুষের তরে তাহা মানুষে পারে না !
জানাইও তারে,
সুখে দুখে, দিবসে-নিশীথে,
বিপদে সম্পদে, কিম্বা জাগ্রতে স্বপনে,
প্রতিক্ষণে জাগিয়াছে মনে,
সেই তা'র হাসি মুখ খানি,
সেই তা'র লাজ-মাখা বাণী,
আর সেই শিশুকালে কেলি-বনে খেলা !
জানাইও তারে,

আশৈশব যে লালিত সম্পদের ক্রোড়ে,
অভাবের তীব্র-হাসি দেখে নাই চোখে,
এখন সে তৃষাতুর, কাতর, দুর্ব্বল,
নিজের হৃদয়-ভারে পীড়িত জর্জ্জর !
জানাইও তারে,
অতুল-বৈভবময় এই যে সম্পদ,
অসহ্য এ' সব শুধু তাহারি বিহনে !
সুবর্ণ-সরোজ-ফুল্ল-কেলি-সরোবর,
কেলি-গৃহ, কেলি-শৈল, কেলি-উপবন,
হাস্য-গীত-নৃত্য-পূর্ণ বিলাস-আলয়,
মণিময়-হর্ম্ম্যতল, সুসজ্জিত গৃহ,
স্বর্ণের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, রত্নের কিরণ,
দহিতেছে এ' জীবন বাড়বাগ্নি সম !
মাঝে মাঝে, এই সব কহিতে কহিতে,
তা'র পানে চেয়ে চেয়ে দেখ' লক্ষ ক'রে,
কাঁপে কি না প্রাণখানি আঁখির ভিতরে !
যাও তবে সকলি প্রস্তুত।

১-বাঁদী। জাঁহাপনা বাঁদীরা সেলাম দিচ্চে।

সেলিম। যাও, ফিরে এলে এনাম্ মিল্‌বে।

(প্রস্থান)।

গীত।

বারাঙ্গনাগণ।

যতন ক'রে প্রাণের রতন আন্‌ব লো খুঁজে,
দেখ্‌ব চোখে মধুর কেমন মধুরে সাজে।
লাগ্‌বে প্রাণে রূপের ফাঁসি,
মাখ্‌বে মুখে চাঁদের হাসি,
থাক্‌বে গাঁথা কনক-চাঁপা কনক-সরোজে।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বন। খস্‌রুর প্রবেশ।

খস্‌রু। চল খস্‌রু! আরো দূরে, আরো দূরে চল!
যে বনের সমীরণ
দিল্লীপানে ভুলেও চলে না,
যে বনের পাখিগণ
দিল্লী-পথে ভুলেও ওড়ে না,
দিল্লী নাম শুনে নি কো যেথাকার প্রাণী,
চল খস্‌রু, সেই বনে চল!
যে রাজ্যেতে বিনা দোষে সহি' তিরস্কার
সতী নারী কেঁদেছিল দুখে,
কেহ তা'কে দেয়নি আশ্বাস,

যে রাজ্যেতে দুখ-ভরে সতী নারী মরে,
করে নাকো এক বিন্দু কেহ অশ্রুপাত,
সে রাজ্যেতে নহে তোর স্থান!
পুণ্যময় সুধাময় বর্ব্বর-প্রদেশে,
দুখ-কথা শুনে যেথা ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
অশ্রু-জল আঁচলে মুছায়,
সেথা তোর মিলিবে আশ্রয়!
চল্ খস্রু! চল্ চ'লে চল্!
নিবি যদি প্রতিহিংসা দুখিনী মায়ের,
চাস্ যদি প্রেত-রূপি জননীর স্নেহ,
প্রাণ খুলে কেঁদে কেঁদে পাগলের মত,
"মা কোথা! মা কোথা!" ব'লে চীৎকারিবি যদি,
চল্ অন্ধকারময় ঘন বনে চল্!
খস্রুরে,
দেখেছিস্ বিনা দোষে তীব্র তিরস্কার!
দেখেছিস্ মা'র অশ্রুজল!
দেখেছিস্ অনাথিনী যোধার মরণ!
আজো কিছু প্রতিশোধ নিলিনে তাহার?
ক্ষুধা তৃষ্ণা থাক্ দূরে থাক্,
শ্রান্তি ক্লান্তি আঁধারে লুকাক্;
মা আমার বিষপানে ত্যজেছে জীবন!!!
পাষাণ,—পাষাণে ভরা ধরণীর বুক!
কাঁদেনি কো কেহ তার তরে!!!

শত মাতঙ্গের বল এস বাহু-বলে,
প্রতিহিংসা জ্বল’ বক্ষঃস্থলে !!
দেখ্ খস্রু ! দেখ্ চেয়ে দেখ্ !
শুনিবারে পতিব্রতা সতীর মরণ,
নিস্তব্ধ গহন-ভূমি, নিস্পন্দ পবন !
দেখ্ খস্রু, শুনিবার তরে
সতী সাধ্বী দুখিনীর দুখের কাহিনী,
তুলে মুখ চাহে পাখিগণে !
হেলে তরু সমীরণ বিনে !
ডেকে নিবি যদি তোর দুখিনী মায়েরে,
খস্রু রে ডাক্ এই বেলা !
খস্রু রে কাঁদ্ এই বেলা !
শুনে তোর দুখের ক্রন্দন,
লতা পাতা শাখী পাখী সকলে কাঁদিবে !
বনভূমি কাঁদিবে অঝোরে !
খস্রু রে,
শুনে সেই অনাথিনী দুখিনীর কথা,
গিরি-শৃঙ্গ গলিবে ব্যথায় !
চল্ খস্রু, চল্ চ’লে চল্,
বহুকায’,—বহুকায’ জীবনেতে তোর !
দুর্গম গহন-ভূমি, অচল-শিখর,
বালুময় মরুভূমি, সাগরের কূল,
তন্ন তন্ন ক’রে তোরে হইবে খুঁজিতে,

জনে জনে দুখ-গাথা হইবে গাহিতে !
রাজ্যের কলুষ-স্মৃতি ফেল্ মুছে ফেল্ !
রাজ্য-নাম নিস্‌নেকো মুখে !
রাজ্য শুধু পিশাচের খেলিবার স্থান !
রাজ্য শুধু কেলি-বন হিংস্র পশুদের !
রাজ্য ঘোর পাপময় ! ঘোর বিষে ভরা !!
সতী নারী মরেছে রাজ্যেতে !!!

(প্রস্থান।)



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বর্দ্ধমান। সের আফগানের বাটী।

সের আফগান ও মেহের।

মেহের। বিলম্ব ক'র না সেথা, ফিরিও সত্বর ;
মনে থাকে যেন নাথ দুখিনী মেহের,
প্রতি দণ্ডে মরিবে বাঁচিবে ;
রেগে কথা ব'ল না কুতবে ;
যদি কোন' রুক্ষ কথা হয়,
মিষ্ট ভাষে বুঝায়ো তাহায় ;
(কাঁদিতে কাঁদিতে)
আর,
এই ছোরা রাখহ গোপনে,
যদি নাথ প্রয়োজন হয়
আত্ম-রক্ষা করিও ইহায়।

সে-আ। ছি ছি প্রিয়ে, অকারণ কেন এ' রোদন?
যার তরে ভয় পাও তুমি,
দিল্লীর সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত তিনি!
আর মন নাহি সে অস্থির,
আজ তিনি বাদ্সা জাহাঙ্গীর।
উচ্চ-পদ উচ্চমন দিয়াছে এখন,
শিখায়েছে প্রজার পালন,
রাজ্যময় সবে যশ' গায়,
অকারণ কেন ভয় তবে?
আরো বোঝ'
রাজ-রাজেশ্বর যিনি আজ বসুধার,
মোর প্রাণ-নাশ যদি তাঁর অভিলাষ,
সামান্য কারণে কেন এ' গুরু-প্রয়াস?
অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁর যেত গড়াগড়ি
আমা হেন কোটি কোটি আফ্গানের শির;
আসি তবে বেলা বেড়ে যায়।

মেহের। (চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)
মনে থাকে যেন নাথ রহিলাম ব'সে
অনিমেষে পথ পানে চেয়ে।

সে-আ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া স্বগত)
দেখে যাই যতটুকু পাই,
প্রাণ লয় হ'য়ে গেল মেহেরের সাথে।

মেহের। থাক নাথ, থাক ক্ষণতরে,

ভাল ক'রে একবার দেখে নি তোমারে !
সে সেলিম ভোলে নিকো, ভোলে নিকো মোরে।

(পায় ধরিয়া সরোদনে)

প্রাণ লয় কেন গো আমার,
এই দেখা শেষ হ'য়ে গেল ?

সে-আ। থাক প্রিয়ে,
আবার আসিব, আবার হাসিব,
আবার আদরে চুমিব মুখ,
আবার তোমারে হৃদয়েতে ধ'রে
জুড়াব এ'মোর তাপিত বুক।

(প্রস্থান।)

মেহের। কুতব !
কি তব মনের ভাব ? কি তব বাসনা ?
কোন্‌ সাধ ল'য়ে প্রাণে এলে বঙ্গদেশে ?
নিমন্ত্রণ ক'রেছ যাহারে,
ডাকিয়াছ যা'রে সমাদরে,
অত্যাচার ক'র নাকো তাহার উপর !
মনে থাকে যেন, পতি মোর
নিমন্ত্রিত-অতিথি তোমার !
যুবরাজ !
আজ তুমি বিচারক ভারত-সম্রাট্‌,
এখনো কি আছ সে অজ্ঞান ?
বুঝে দেখ, বাল্যের স্বপন,

বিধাতার ইচ্ছা নাই হয় নি পূরণ,
ভাগ্য-বলে আমি
লভিয়াছি দেবোপম স্বামী,
রোষ-ভরে তুমি তাঁরে কি কষ্ট না দেছ?
হত্যা তরে এনেছ ঘাতক,
দেশত্যাগী করেছ প্রজারে,
পোরে নিকো তবু কি বাসনা?
সে কামনা আজো কি ছাড়নি?
হে ঈশ্বর! অন্তর্যামী তুমি,
ক্ষুদ্র নর, কি দোষ রাজার?
ছার মোহে প্রলোভিত হ'য়ে,
রাজা যদি পথ-চ্যুত হয়,
দয়াময়,
তুমি তা'রে দেখাইও পথ।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুতবের শিবিরে যাইবার পথ।

সের আফগানের প্রবেশ।

সে-আ। আসিতেছি কুতবের যত সন্নিকট,
শিবিরের পথে হই অগ্রসর যত,

হিয়া তত কাঁপে দুরু দুরু !
প্রাণ হয় ভয়েতে আকুল !
আজ কত হেরিতেছি বিচিত্র-ঘটনা !
দেখিতেছি কত শত অদ্ভুত-দর্শন !
প্রিয়তমে,
আজ যেন দিল্লীধামে নেহারি তোমায় !
আজ যেন হেরিতেছি রত্ন-সিংহাসনে,
ব'সে তুমি সেলিমের বামে,
ভাসিতেছ মনিময় ভূষণ-আভায় !
হেসে কত রাজ-কন্যা চামর ঢুলায় !
আজ্ঞায় অসংখ্য অসি উঠিছে পড়িছে !
আজ্ঞায় হিমাদ্রি-শির হেলিছে দুলিছে !
আজ্ঞায় সিন্ধুর জল ভয়েতে নিশ্চল !
ইঙ্গিতে সভয় ছোটে কোটি কোটি বীর !
সঙ্কেতে ধূলায় লোটে কোটি কোটি শির !
অসংখ্য ভারত-বাসী কাঁপিছে আজ্ঞায় !
অসংখ্য ভূপতিবৃন্দ চরণে লুটায় !
আজ যেন হেরিতেছি তোমা প্রিয়তমে,
জগতের কহিনুর ! তুমি নুর্জাহান্ !
জগন্ময়ী মনোরমা নিরুপমা জ্যোতিঃ !
নেহারি' সে প্রাণ-হরা মন-চোরা রূপ,
নব ভূপ ভাবেতে বিভোর !
মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে চাহে মুখপানে,

কাষ্ঠের পুত্তলি সম খেলে সিংহাসনে !
আজ যেন প্রিয়তমে নেহারি তোমায়,
শোভিতেছ সেলিমের বিশাল হৃদয়ে,
সরসী-হৃদয়ে যেন প্রফুল্ল-কমল ! !
মেহের ! তোমারে পেয়ে আজ যেন হেরি
উজলিছে দিল্লীর প্রাসাদ !
ঝলসিছে রূপে দশদিশি !
আলোকিত সেলিমের প্রাণ !!

(শূন্যে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির। কুতব ও তৎসহচরগণ আসীন।

কুতব। বন্ধুগণ,
বুদ্ধিখানা বুঝ' একবার,
খালি এই বুদ্ধিটির জোরে
বাঙ্গালার আধিপত্য, দ্বিতীয় বাদ্‌সা !
শুধু এক আফ্‌গানের পত্নী ছুঁড়িটাকে,
পাঠালেই বাদ্‌সার কাছে,
তাঁর সাথে একরূপ নিকেশ আমার,
সব দোষে তা'পর খালাস্ !

কিস্তিমত কিছু কিছু দে'য়া যাবে কর;
সর্ব্বেসর্ব্বা আর সব দিকে !
উন্মদ-মাতঙ্গ-সম নারী-পদ্ম-বনে
বিহরিব মোহন-বিভোরে !
ঝলরে ঝলরে প্রাণে খেলাব লহরী
মদিরার মোহিনী-নেশায় !
যার ঘরে রসবতী নবীনা রমণী,
তা'র ঘরে অনাহূত নিত্য-নিমন্ত্রণ !
বঙ্গের শাসন-ভার ন্যস্ত এই করে,
কা'র সাধ্য ক'বে কোন' কথা ?
মাথা তার সেই দণ্ডে গড়াবে ভূমেতে !

সকলে। ওঃ হাতে স্বর্গ মিলেছে এবার।

১ জন। (মদ খাইতে খাইতে)
ক'সে টান' 'ফুর্ত্তির কদম !!

কুতব। (সসব্যস্তে)
বন্ধুগণ হও হুঁসিয়ার !
ফাঁদে বুঝি পড়িল শিকার !!

(সের আফগাণের প্রবেশ)।

সে-আ। বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত বাদ্‌সার,
আর যাঁরা সহচর তাঁর,
সমাগত অধীন আফ্‌গান
উপযুক্ত সম্মান সবারে জানায়।

(কুতবের প্রতি মিনতির সহিত)

শিবিরেতে কেন নিমন্ত্রণ ?

কুতব। কেবল ছলনা মাত্র হেথা নিমন্ত্রণ,
প্রয়োজন যাহা আছে গুরুতর অতি !
ব'স ওই কাষ্ঠাসন'পরে,
দূরে যাক্ আগে শ্রান্তি-ভার,
পরে তার হবে উত্থাপন।

(সের আফগাণের উপবেশন)।

আফগান,
সরল সজ্জন ধীর রাজ-ভক্ত তুমি,
সে কারণ দিল্লীর বাদ্‌সা
তোমা'পরে সর্ব্বদাই হৃষ্ট-চিত্ত অতি।

সে-আ। বাদ্‌সার অপার দয়া অধীনের প্রতি।

কুতব। আফ্‌গান,
আসমুদ্র ধরণীর যিনি অধিপতি,
মতি যাহা হইবে তাঁহার,
মনোগতি যে পথে ছুটিবে,
পূর্ণ হবে তখনি সকল
ধাতার নির্ব্বন্ধ কিম্বা ভাগ্য-লিপি সম ;
ভেবে ইহা, মঙ্গল-কারণ
মন' তব দৃঢ়তায় করহ বন্ধন,
বিসর্জ্জন দাও প্রেম, স্বার্থ বলিদান ;
যাহা চান দিল্লী-অধিপতি

সম্মতি করহ তাহে দ্বিরুক্তি-রহিত।
হিতাহিত তব তাঁর করে।

সে-আ। (স্বগত)
ঈর্ষানল!
কিছুকাল থাক নির্ব্বাপিত!!
জাতক্রোধ!
কর রোধ ক্ষণ তরে অদম্য-আবেগ!!
প্রতিহিংসা!
চেপে রাখ জিঘাংসা তোমার,
যে অবধি কাণে নাহি শুনি,
পাপ-বাণী পাপ-মুখ হ'তে!!

(প্রকাশ্যে)

হে বঙ্গেশ,
উপদেশ চাইনা কো কা'রো;
বুঝিব বোঝাব আমি যে হয় বিহিত,
হিতাহিত আছে চিন্তা করা;
আজ্ঞাবাহী তুমি ভৃত্য যাঁর,
ব'লে যাও তাঁহার আদেশ;
উপদেশ নহে কার্য্য ক্ষুদ্র কিঙ্করের!

কুতব। পতঙ্গের আস্ফালন বহ্নি-মুখে এসে?
শৃগালের আস্ফালন সিংহের গুহায়?
শুন তবে,

সুকেশা সুবেশা অতি, প্রফুল্ল যৌবনবতী,
পত্নী তব ধরাতলে অপূর্ব্ব-সুন্দরী,
জাহাঙ্গীর বাদ্‌সাহ, মনে মনে অহরহ,
জপিছেন নিরজনে তাহারি মাধুরী ;
সেই চিন্তা সেই ধ্যান, সেই তাঁর মন প্রাণ,
হ'য়েছেন তা'রি তিনি সম্পূর্ণ অধীন,
রাজ্যেতে মমতা-হীন, রাজ-কার্য্যে উদাসীন,
শূন্য-মনে শূন্য-প্রাণে যাপিছেন দিন ;
তাই,
পত্নী তব দিল্লী যাবে, শূন্য তাঁর পূরাইবে,
প্রমোদ-ভবনে হবে বিনোদ-সঙ্গিনী,
তুমি বঙ্গদেশে রবে, আজীবন বৃত্তি পাবে,
এই আজ্ঞা ল'য়ে শোন আসিয়াছি আমি !

সে-আ। কুক্কুরের আজ্ঞাবাহি' ওরেরে কুক্কুর !
নিভৃত কবর-গর্ভে গভীর-নিদ্রায়,
ঘুমাইগে চল আগে তুমি আমি দোঁহে,
তারপর পূর্ণ হোক্ নির্ব্বন্ধ ধাতার !!

(ছোরা বাহির করিয়া সজোরে
কুতবের বুকে বিদ্ধ করা)।

কুতব। (চীৎকার করিয়া)
জান্ গেল !!

(পতন ও মৃত্যু)

অনুচরগণ। ধর্‌, নরঘাতি দস্যু ! মার্‌ মার্‌ মার্‌ !!!

(সের আফগানকে সকলের আক্রমণ)।

সে-আ। কুতবের প্রিয়পাত্র ওহে বন্ধুগণ !
ল'তে প্রাণ এসেছ যতেক,
অর্দ্ধেকের নেব আজ প্রাণ !!
অর্দ্ধেকে কাটিব আজ খান্ খান্ ক'রে
নিজে আমি মরিবার আগে !!!

(আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধ ও দুইচারিজন হতাহত শেষে নিজে ধৃত হওন)।

জনৈক আক্রমণকারী।
পাত বুক নরঘাতি' দুরন্ত-পিশাচ !!

(সেরের বুকে ছোরা বসান)।

সে-আ। (কাতর ভাবে)
এ'জন্মে করিলে শুধু রোষ-নেত্র পাত,
অন্তিমে করিও দয়া অনাথের নাথ !!

(পতন ও ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ক্ষীণ স্বরে)

আজ আমি যাই চ'লে, মেহের কোথায় র'লে ?
খেলা মোর ফুরাইল ভবে,
ফিরে জন্মে যদি দেখি, 'ভালবেসে হ'য়ো সুখী,
এ'জনমে এ' অবধি তবে !!

(মৃত্যু)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সের আফগানের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।
গাইতে গাইতে ফকিরগণের প্রবেশ।

ফকিরগণের গীত।

পড়িয়ে আঁধারে, মায়াময় ঘোরে,
কি ভুলে ভুলিয়ে ঘুর' সদাই,
বিষম ভুলেতে কে তোমা ভুলালে
কেন এ ভুলেতে ভুলিলে ভাই,
এই স্নেহময়ী হাসিছে জননী,
এই সে হারাল নয়নের মণি,
এই কে রমণী হাসিল, কি জানি
এখনি কি গেল সে হাসি নাই,
এই মণিময় প্রাসাদ মাঝারে,
দাস দাসী কত ঢুলায় চামরে,
নবীনা নাগরী বাঁধা ভুজ-ডোরে,
ব'সে তরুতলে কাঁদিছে এই,
এই সে আছিল, হাসিল, গাহিল,
বিষম-দাপটে ধরণী শাসিল,
বীর-দাপে তা'র মেদিনী কাঁপিল,
কোথা র'ল দাপ কোথা বা সেই।

(সকলের প্রস্থান।)

মেহের। (উৎকণ্ঠায় বাহিরে আসিয়া)
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ জ্ব'লে যায়,
কত দেরি করিবে প্রাণেশ ?
ধুধু ধুধু করে চরাচর,
দিনমনি মাথার উপর,
নাই আর জন-প্রাণী পথে,
দুখিনীর হৃদয়ের আশার ভাণ্ডার
প্রতি দণ্ডে ভাঙ্গিছে গড়িছে,
একবার পশি গৃহে,
একবার চাহি রাজ-পথে,
কত দেরি আর প্রিয়তম ?
কি আশ্চর্য্য,
যারেই সুধাই সে কিছু বলে না !
যারেই পাঠাই সে আর ফেরে না !
কা'দের সঙ্গীত যেন গেল পথে শোনা,
কিন্তু কই ?
কারেও তো দেখি নাকো পথে !

(পাল্কী লইয়া বেহারাগণের প্রবেশ।)

কার তরে এ' বাহন রে বাহকগণ ?
কৌতূহল কর্ নিবারণ ;
তোরা কি পারিস্ কিছু দিতে দুখিনীরে,
দুখিনীর পতির সন্ধান ?

(পাল্কী হইতে বারাঙ্গনাগণের অবতরণ।)

কোথা হ'তে আসিতেছ তোমরা ললনে ?
কোন্ কাযে এসেছ এখানে ?
আসিবার কালে সব শুনেছ কি পথে,
আফ্‌গান নামেতে কা'রো বিপৎ-কাহিনী ?

বারাঙ্গনাগণের গীত।

১-বারা। এসখি পেখনু দিলীশে অপরূপ !
২-বারা। মধুর চলত, মৃদু মৃদু বায়,
মধুপ ধায়ত ফুলে,
৩-বারা। নিয়ত গায়ত, পিক কুহু কুহু,
পাগল রাজার ছেলে।
১-বারা। কি কহব বঁধুয়া কি গুণ !
২-বারা। আঁখি ছল ছল, চাঁদ পেখত,
তপত-স্বরণ কালি,
৩-বারা। শ্বসত রোয়ত. নিয়ত ফুকারে,
মেহের মেহের বুলি।
১-বারা। তুঁহঁ সখি নিঠুরা কেমন ?
২-বারা। তুয়ার লাগিয়ে, সদা আন্‌মন,
দারুণ উদাস প্রাণ,
৩-বারা। আঁখি ছল ছল, কহল নিলাজে,
হামারি বঁধুয়া আন।
১-বারা। সো সখি দারুণ পাগল।

মেহের। কে তোমরা, কি কহিছ, কও খুলে কও,
স্বপনের প্রহেলিকা কেন বা ঘটাও ?
না ফুরাতে মেহেরের খেলা ঘরে খেলা

জীবনের সুখ-খেলা ফুরাল কি তার ?
না পশিতে সুধাময় সংসার গহনে,
জীবনের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল কি তার ?

গীত।

২-বাঁদী। রতনের দ্যুতি, রতনের জ্যোতি',
প্রাসাদ রতনময়,
৩-বাঁদী। তোমার বিহনে না জানি সে প্রাণে
কতই বেদনা দেয়।

মেহের। কোথা হ'তে এলি তোরা পিশাচিনী দল ?
মরে নারী কাণ পাত'না ?
নারী হ'য়ে প্রাণ বোঝ না ?
বিপদে, শৃঙ্খলে, কিম্বা হোক্ কারাগারে,
কহ শুধু পতি মোর প্রাণে বেঁচে আছে।

গীত।

১-বাঁদী। নারী-কুলমণি, তুইলো রমণি,
কি কব সুকৃতি-জোর,
২-বাঁদী। অধর-পিয়াসী, প্রেম-অভিলাষী,
আজি লো সেলিম তোর।

মেহের। হা ধিক্,
নারী হ'য়ে ধরিস্‌নে তোরা
সরলতা কোমলতা নারী-হৃদয়ের ?
দূর হ'রে পিশাচিনী দল।

গীত।

১-বারা। ললাটের ফল কে মুছিবে বল
কে হেন ক্ষমতা ধরে,
২-বারা। প্রাণেশ তোমারি ধরাধাম ছাড়ি'
ঘুমাইল চিরতরে।

মেহের। যুবরাজ! এই কিহে ছিল তব মনে?
বাল্য-সখা!
ভালবাস, এই কি হে শেষ?
একি হেরি! একি হেরি!
মাথা কেন ঘুরে গেল মোর!
দৃষ্টি-শক্তি হয় তিরোহিত!
কেন আসে অন্ধকার দিগন্ত ধাঁধিয়া!
ঝাঁকে ঝাঁকে নিশা কেন দিক্ ভ্রান্তি করে!
একি!
ব্যোমে খেলে ঝটিকার আবর্ত্ত ভীষণ!
শূন্য মার্গে ব্রহ্মাণ্ডের হয় ঘূর্ণীপাক!
উহুঃ—
কাঁপে অঙ্গ, কাঁপে বুক, কাঁপে ধরাতল!
জল স্থল সুঘনে কাঁপিছে!
দাঁড়াতে পারি নে আর,
পড়ে যাই, পড়ে যাই, কাঁপিছে শরীর!!

(মেহেরকে বারাঙ্গনাগণের ভর দিয়া ধারণ।)

গীত।

১-বারা। ছি ছি হিমাচল সাগরের জল
টলিবে আদেশ শুনে,
২-বারা। শত শত বীর ঢালিবে রুধির
না চেতে নয়ন-কোণে।

(পাল্কীর ভিতর লইয়া যাওয়া।)

বেহরাগণের গীত।

আজ্‌কে সবাই বুঝ্‌ব রে ভাই কেটার কত মর্দ্দানি,
রাগ্‌লে পরে বেগম সাহেব যাতি হবে গর্দ্দানি,
এই, হেলে দুলে পাল্কী চেলে দেখিয়ে চ' আজ কার্দ্দানি,
খুসী ক'রে বাঁধ্‌ব শিরে ধুতি চাদর জামদানি।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-উদ্যান। সেলিম।

সেলিমের গীত।

বসন্ত আসিল, বসুধা হাসিল, ফুল-আভরণে রে,
প্রমোদ-বিহীন, প্রমোদ-বিপিন, সে প্রমদা বিনে রে!
লুটি' পরিমল, মলয় ছুটিল, মালতী ফুটিল রে,
শুধু তার স্মৃতি, টোটে নিরবধি, এ হতাশ-হৃদি রে!
সোহাগে ধরিল, সহকার কুল, প্রণয়-মুকুল রে,
শুধু কেলি-বনে, কাঁদি খালি মনে, আমিই সে বিনে রে!
সমীরণ ভরে, সরসীর নীরে, দোলে কমলিনী রে,
শুধু নাহি রাজে, হৃদি-সরো-মাঝে, সুখ-সরোজিনী রে!
পিক ডালে ডালে, অলি ফুলে ফুলে, খেলে শুকশারী রে,
হ'লি রে এমতি, অধীনের প্রতি, কাঁহে তু নিদয়া রে!
লতা ঢ'লে ঢ'লে, পড়ে তরু-কোলে, দোলে কিশলয় রে,
তুই যে বালিকা, প্রমোদ-লতিকা, এ হৃদি-কাননে রে!

সেলিম। ধরা যেন কূল-হীন বারিধি-সমান!
ভাসমান সেলিম তাহায়!!
যায়! কোথা যায় লক্ষ্য নাহি পায়!!
গৃহ-হীন মন,
শূন্য-পানে কি উদ্দেশে ধায়!
নিরালম্ব শূন্যে ভেসে যায়!
চাই খালি শূন্য পানে তাই,
কূল নাহি পাই!—কূল নাহি পাই!!

(মহবতের প্রবেশ)।

মহবৎ। (সেলাম করিতে করিতে)
জাঁহাপনা কি ডেকেছেন?

সেলিম। (পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে)
ভাবি শুধু একি হ'ল! কি হ'ল আমার!
আক্‌বরের রাজ্য-ভার কা'র হাতে এল?

মহবৎ। (পূর্ব্ববৎ) জাঁহাপনা কি ডেকেছেন?

সেলিম। (চমকিয়া) অ্যাঁ?—ডেকেছি?
হ্যাঁ, ডেকেছি তোমারে;
মহবৎ,
আজ আমি পেতে চাই নিভৃতে হেথায়
বৈদেশিক রাজ্যের হিসাব।

মহবৎ। (স্বগত) প্রমোদ বনে রাজ্যের হিসাব। হিসেব নিকেশে টান বটে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা গোলাম এখনি হিসাব আন্‌চে।

(সেলাম করিয়া প্রস্থান)।

সেলিম। রাজত্ব বৈভব ভেবে শান্তি নাই আর!
সার যেন এ জীবনে নৈরাশ-নিঃশ্বাস!
হারা জীবনের ধ্রুব-তারা!
শূন্য ধরা! শূন্য পানে চাই!
লক্ষ্যহীন হেরি চারিধারে!
ভাসি যেন অকূল পাথারে!
ধু ধু করে জল-স্থল!
হু হু করে অন্তস্থল!
মনে হয় ধরাপরে একা যেন আমি!

(গাইতে গাইতে বারাঙ্গনাগণের প্রবেশ।)

গীত।

নেহারি না বিচারি ঢেলে আপন নারী-পাশে,
নীরবে সয় কত সে, দয় কত সে প্রেম-পিয়াসে—

সেলিম। (বাধা দিয়া)
এস, এস, এসেছ কি ফিরে!
নারীর হৃদয়-ভাব নারী ভাল জানে,
বল,
কি দেখিলে, কি বুঝিলে তার?
ভোলেনি তো অভাগারে?
মোর তরে সেও তো আকুল?
নির্ম্মল যমুনা-তট, ফুল্ল-উপবন,
কুসুমিতা মাধবী-বল্লরী,
অলি খেলে ফুলে ফুলে,

ডালে ডালে কোকিল কুহরে,
দূতী আনিত তাহারে,
মধুর কৌমার-কাল, নির্ম্মল জীবন,
চোখে মুখে মাখা সরলতা,
সে কথা তো আছে তার মনে ?
হেসে হেসে কতবার ডেকেছি তাহারে,
বাম অঙ্কে বসায়ে আদরে,
ভারতের ভাবি-রাজ্ঞী ব'লে,
ভোলেনি তো সে সকল কথা ?
ব্যথা মোর ব'লেছ তো তারে ?
ব'লেছ তো বুঝায়ে বুঝায়ে,
আমার এ' হৃদি-মাঝে প্রেম-বারিধির
পার নাই, সীমা নাই, নাই কুল তীর !

বারাঙ্গনাগণের গীত।

নেহারি না বিচারি, ঢেলে আপন নারী-পাশে
নীরবে সয় কত সে, দয় কত সে প্রেম-পিয়াসে,
তুলে মুখ ভুলে ভ্রমে,
প্রেমে বিষধরী পালে,
চেয়ে দেখে কোমল-নয়নে,
বিষের হ্রদে হৃদয় ঢালে পীযূষের আশে।
নিজে কত পায় যাতনা,
যামিনীরে দেয় যাতনা,
বিজনে করে ব্যাকুল ফুলকুল আকুল-শ্বাসে ॥

সেলিম। কি কহিছ?
আন আগে তারে!
চাতুরীর কাল এ' তো নয়!
জাননা কি, এ হৃদয়-মরুভূমি মাঝে
হাহা ক'রে পিপাসা কাঁদিছে?

১-বান্দা। অনলের শিখা ফুকারে বচন
নয়ন অনলময়,
যে জনা স'য়েছে, সে পুন সহিবে,
অপরে কেন তা' সয়?

সেলিম। কি কহিছ? বুঝিতে না পারি!
এ' যে বাণী স্বপ্নের কাহিনী!
এ' যে বাণী অশনি-সমান!
জান', ঘোর পিপাসিত আমি,
কেন আন মরু-ভূমি পিপাসা-সম্মুখে?

১-বান্দা। শেল সম বাণী, কি ব'লে বলিব,
শুনিলে টুটিবে হৃদি;
গলে ফাঁস দেবে, জীবন হারাবে,
হেরিবে না পতিঘাতী।

সেলিম। বলিতে হবে না আর বুঝেছি আপনি,
বিষ-জ্বালা-জ্বলেছে হৃদয়ে!!
অন্তর্যামী কেহ যদি থাক',
তাপিত প্রাণের ব্যথা কেহ যদি বোঝ',
দেহে মোর বল দাও, বল দাও কিছু,

বড়ই দুর্ব্বল আজ আমি !
প্রাণে খেলে বিষম বিকার,
চারিধার অকূল পাথার !
উঃ,—এতদিনে বেশ জানা গেল
সুখ নাই রমণীর প্রেমে !
শান্তি নাই
রমণীর হাসিমাখা অধর-পল্লবে !
মানবীরে দেবী ভেবে হয় প্রতারিত যা'রা,
বড়ই দয়ার পাত্র, বড়ই অভাগা তারা।
(সক্রোধে)
কি কহিলে ? চায় না সে ?
শোন,—বল' গিয়ে তারে—
প্রত্যাখ্যাত প্রেমের ভিখারী
ভয়ঙ্কর বিষধর হ'তে !
তবু যদি না চায় আমারে,
রাখ গিয়ে ঘোর কারাগারে !
কখন' বা শিক্ষা দিয়ে, কখন' প্রহারে,
মত্ত হস্তিনীর সম বশ কর' তারে !
যাও,—দাঁড়ায়ো না আর,
তুষানল জ্বলেছে হৃদয়ে !

(বারাঙ্গনাগণের প্রস্থান)।

উঃ
আজ আমি কোথা যাই ! শান্তি কোথা পাই !

হেথা,
আকাশে জ্বলেছে খর-রবি!
আলোহীন কোথায় নির্জ্জন!
আজ মোর মস্তিষ্কেতে সূচি বিদ্ধ হয়,
ফেটে যায় ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি!
কোথা যাই! নির্জ্জন কোথা পাই।

(হিসাব-পত্র লইয়া মহবতের পুনঃ প্রবেশ।)

মহবৎ। (সেলাম করিতে করিতে)
জাঁহাপনা!

সেলিম। কে আবার জাঁহাপনা বলে?
কি আশ্চর্য্য! সারাদিন রাজ-কার্য্য সেধে,
সারাদিন মাথামুণ্ড প্রজা প্রজা ভেবে,
একটু বিশ্রাম করি উপবনে এসে,
এখানেও জাঁহাপনা আমি?

মহবৎ। জাঁহাপনা, রাজ্যের হিসাব—

সেলিম। আবার রাজ্যের হিসাব!
তোমরা বুঝি বল,
রাজা শুধু রাজ্য-চিন্তা তরে,
রাজা শুধু রাজ্য-ভার বহিবার তরে,
হয়েছে সৃজ্জিত
ভারবাহী বলদের মত?
তোমরা বুঝি বল,
রাজা হবে যেই,

অনন্ত মাধুরীময়ী এই ধরা-মাঝে,
তার আর কিছু নেই রাজ্য-চিন্তা বই ?
তোমরা বুঝি বল,
রাজা হবে যেই,
ঘুমালেও গভীর-নিশীথে
স্বপ্নে সে উঠুক কেঁদে রাজ্য রাজ্য ক'রে
তা' নয়, তা' নয়,
শুধু এক রাজ্য-চিন্তা ছাড়া
রাজারো অনেক চিন্তা আছে ;
তার তরে পেতে দাও একটু সময়,
কিছুকাল দাও অবসর ;
কহিতে যা' কিছু আছে
যাও চলে, সভাতলে করিও প্রস্তাব।

মহবৎ। (যাইতে যাইতে স্বগত)
প্রাণে বুঝি উপদেবী হ'য়েছে উদয় ?
রাজ্য-কথা আর মনে রয় ?
যুবতির অনুরাগ, যুবতির প্রেম,
কর্ম্ম-ক্লান্ত যুবকের অবসর-কালে
তৃপ্তিকর বটে,
তা ব'লে,
নিয়ত রমণী-চিন্তা রমণীর ধ্যান,
যুবার নিকৃষ্টতম জঘন্য পতন।

সেলিম। মহবৎ !

মহবৎ। (ফিরিয়া) মেহেরবান!

সেলিম। বারবিলাসিনীদের ব'লে দাও বিদ্রোহী মৃত সের আফ্‌গানের পত্নীকে এই খানে আমার সাম্‌নে আনে।

মহবৎ। (স্বগত) তা বুঝেছি। (প্রকাশ্যে) গোলাম এখনি হুকুম তামিল ক'র্‌বে।

(সেলাম করিয়া প্রস্থান)।

সেলিম। অকূল পাথার! অকূল পাথার!
এতদিনে ভেঙ্গে গেল বন্ধনের দ্বার!!
আঁধার হৃদয়-তলে,
রত্ন-দীপ সম জ্বলে,
যেই রূপ যেই মুখ খানি,
আজ তারে দিতে হবে ফেলে
অন্ধতম বিস্মৃতির পটে!
না না,
স্মরিতেও মর্ম্মগ্রন্থি টোটে,
ফেটে যায় রুদ্ধ বক্ষঃদ্বার!
যে আশার গোলাপী হিল্লোলে
হেলে দুলে নাচিত হৃদয়,
যে আশার স্নিগ্ধ ছবি হেরি',
শূন্যে গড়ি' সেই চাঁদ-মুখ
বুক ভ'রে রেখেছি যতনে,
ছায়া-কুঞ্জ র'চেছি শ্মশানে,
আজ তারে অযতনে টেনে ফেলে দেব?

না না,
এ জগতে আমি তার, মেহের আমার !
সরলা সে ছল জানে না,
ভুলে গেছে প্রাণ মানে না,
মিথ্যা কথা ক'য়েছে সকল,
মিথ্যাবাদী বারনারী দল !
ওরে
একাধারে হলাহল, বহ্নি-প্রস্রবণ,
মরু-দাহ, সর্পাঘাত, বৃশ্চিক-দংশন !
হৃদি-মাঝে অগ্নি-যুদ্ধ আশা নিরাশায় !
এইবার উন্মাদ ঘটায় !
ওই আসে !—ওই আসে !—কাঁপে কলেবর !
এস ফিরে হৃদয়ের বল !
আজ জোর করে হৃদি-সিংহাসনে
বসাইব হৃদয়ের ধনে,
জোর ক'রে নিজ-ধনে নিজে নেব টেনে !
নতুবা এ দেহভার নারিব বহিতে,
এত বিষ একজনে নারিবে সহিতে !

(বারাঙ্গনাগণের সহিত মেহেরের প্রবেশ।)

সেলিম। (উন্মত্তের ন্যায় পায় ধরিয়া)
মেহের !
ধরি দুটী পায়,
বড় দুখী আমি এ' ধরায় !!

যাতনায় জ্ব'লে গেছে প্রাণ !!
আর বৃথা ব্যথা দাও যদি
অতি পাপী তুমি ধরাপরে !
মেহের !
হৃদয়ে হৃদয় নাই, দেহে নাই বল,
সব গেছে সকল ঘুচেছে !
আছে শুধু রুদ্ধ-বাষ্প অশ্রান্ত বর্ষণ,
আর আছে মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিক-দংশন !
মেহের !
বিহনে তোমার,
শূন্যময় চারিধার,
শূন্যময় এ' সংসার,
শূন্যময় জীবন আমার !
দিল্লীশ্বরি ! প্রিয়তমে ! জীবন-লতিকে !
প্রেম নেত্রে ফিরে চাও, দাও আজ বালা
হৃদয়ের জ্বালাময় শূন্য পূরাইয়ে।

মেহের। (চোখে কাপড় দিয়া)
কে জান গো বাক্য-ছটা বচন-বিন্যাস ?
বল এসে এ সময় কি বলিতে হয়,
কিসে ভে'লে উন্মাদ-হৃদয়,
কিসে রয় ধর্ম্ম রমণীর ?

সেলিম। মেহের !
বোঝ' ব্যথা, কহ কথা, হ'য়ো না নিদয় !

দেখ,
শূন্য প'ড়ে দিল্লী-সিংহাসন,
অরাজক কাঁদে প্রজাগণ !
ইথে কোন' পাপ থাকে যদি,
ধর্ম্ম সাক্ষী আমি হব পাতকের ভাগী !
মেহের থেকোনা নীরব,
এখনি পাগল হব, ফেটে যাবে বুক,
জ্ব'লে যাবে সম্মুখেতে জীয়ন্ত মানুষ !!
উঃ তবুও হল না ?
রমণীর প্রাণ কিরে পাষাণে গঠিত ?
রমণীর প্রাণ কিরে বজ্রের নির্ম্মাণ ?
মেহের !
হয় তুমি প্রেম-নেত্রে চাও মোর পানে,
দাও মোর হৃদয়ের অভাব ঘুচায়ে,
নয়তো হৃদয়ে কর' নির্দ্দয়-আঘাত,
ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল, ভেঙ্গে দাও বুক,
প্রেম দাও চূর্ণ ক'রে, প্রাণ দাও দ'লে,
আশা লয়ে সাধিতেছি, কেঁদে যাই চ'লে !!

মেহের। (চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)
ছি ছি
এই কি হে দিল্লীর সম্রাট্‌ ?
মুগ্ধ লম্পটের প্রায়,
ধরিয়ে নারীর পা'য়,

ভিক্ষা চাও সতীত্ব তাহার?
বিচারক! এই কি বিচার?
মোগল বংশের আজ
দীপ্যমান প্রভাকর তুমি,
ছি ছি, এই কি তোমার কায'?
একজন ক্ষুদ্র প্রজা ছিল দূরদেশে,
কোন' দোষে নহে সে তো দোষী,
ন্যায়বান্!
কিসে তার প্রাণদণ্ড করিলে বিধান?

সেলিম। মেহের!
কেন তুমি তোমার ও রূপরাশি ল'য়ে
সেলিমেরে দিয়েছিলে দেখা?
কেন তুমি হ'য়েছিলে শান্তির কণ্টক?

মেহের। (পূর্ব্ববৎ)

সেলিম। মেহের!
হৃদয় বিদরে বুঝি আঁখি-নীর হেরে,
কাঁদি তোমা বুকে ধ'রে অনুমতি দাও!
স্পর্শ হ'লে তপ্ত অশ্রু-নীর,—
নীরে পরিণত দগ্ধ হৃদয়-রুধির,
দেখিবে, বুঝিবে, নিজে করিবে বিচার,
অনাথ প্রজার প্রতি কেন অত্যাচার!

মেহের। (পূর্ব্ববৎ)

সেলিম। মেহের!

থেকোনা নীরব, মোরে ক'র না পাগল !
দেখাবার হ'ত যদি দেখাতাম চিরে,
শিরায় শিরায় বয় আগ্নেয়-রুধির
গেয়ে গেয়ে ওই তব নাম !!
দেখাবার হ'ত যদি দেখাতাম চিরে,
হৃদয়ের হর্ম্ম্য-তলে,
মাণিকের মত জ্বলে,
ওই রূপ, ওই মুখ, ওই দু'নয়ন !!

মেহের। (পূর্ব্ববৎ)

সেলিম। মেহের !
তবুও নীরব ?
ভাবিছ না কেবা তুমি
কে বা প'ড়ে পদতলে তব ?

মেহের। (পূর্ব্ববৎ)

সেলিম। (রাগিয়া উঠিয়া)
উঃ
এই রমণীর প্রেম ? এই শান্তি তায় ?
অন্ধ যায় ভ্রান্ত যুবাদল ?
ইচ্ছা ক'রে সুখ শান্তি বলি,
জলাঞ্জলি কর্ত্তব্য-পালন,
বিসর্জ্জন জীবনের সাধ,
প্রতিবাদ সুহৃদের সনে,
পরিণামে এই ফল তায় ?

শত ধিক্ নারীর প্রণয়,
আগে ধায় নৈরাশ নিঃশ্বাস,
অবিশ্বাস পিছু পিছু চলে,
দোলে কত হতভাগ্য প্রাণ
তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকার মুখে,
নিজ বুকে কেহ অস্ত্র হানে,
বিষপানে রত কত জন,
উদ্বন্ধন কা'রো ভাগ্যে লেখা!
ধিক্ ভালবাসা,
শান্তি নাই ঢেলে দেয় শুধুই পিপাসা!
ধিক্ প্রেম-ফাঁস,
বাঁধা প'ড়ে মনে মনে দারুণ উল্লাস!
আর আশা,—আর আশা,—আর আশা নয়,
যাও আশা রসাতলে, জলধির জলে!
ঘুমাওগে বিস্মৃতির আঁধার কবলে!
যদি আর সেলিমের অন্তস্তল মাঝে,
মেহেরের কোন' কথা কোন' খানে রাজে,
যদি আর মেহেরের নামে
হৃদয়ের ক্ষীণতম কোন' তন্ত্রী বাজে,
ভগ্ন ক'রে লৌহময় হৃদয়-কবাট,
এ' হৃদয় নব ভাবে গঠহ আবার !!!

(বেগে প্রস্থান।)

১-বারা। হায়, তুমি কি মেয়েমানুষ নয়? মেয়ে-

মানুষের হৃদয় কি একটুও তোমাতে নেই? জগদীশ্বর তোমাকে মেয়েমানুষ ক'রে গ'ড়েছেন, কিন্তু প্রাণের বেদনা বোঝ্‌বার শক্তি কি তোমাতে একটুও দেন নি? তোমার জন্যে কি না ক'রেছেন? সোণার প্রতিমা পত্নীকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, নিজের পুত্রকে এক রকম ত্যাগ ক'রেছেন; চিরকাল পিতার তিরস্কার সহ্য ক'রেছেন, রাজ-পুত্র হ'য়ে কারাগারে বাস ক'রেছেন, জগতের উপহাস শিরে ক'রে নিয়েছেন। তোমার কি প্রাণ নেই? তুমি কি একটু বোঝ' না?

মেহের। আমি যত বুঝি, আমি যত জানি, আমি যত দেখেছি, তা আর কা'রো বোঝ্‌বার শক্তি নেই। বোঝেন কেবল অন্তর্যামী। নারী হ'য়ে নির্দ্দোষী নিরপরাধী স্বামীর হত্যার ভাগিনী হ'য়েছি। আমার বুকে যে আগুণ জ্বল্‌ছে সে আর নেব্‌বার নয়।

২-বারা। মেহের! চেয়ে দেখ আজ তুমি সেই প্রমোদ-বনে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। এই খানে তোমার বাল্য-কালে কত সময় রাজ-পুত্রের সঙ্গে কেটে গেছে। যখন তোমার যৌবন দেখা দেয় নি, যখন তোমার জ্ঞান হয় নি, ভালবাসা কারে বলে জান্‌তে না, তখন থেকে তিনি তোমার জন্যে উন্মত্ত। সেই প্রমোদ-বনে দাঁড়িয়ে, সেই রাজ-পুত্রকে, ভেবে দেখ তুমি আজ কি আঘাত ক'ল্লে। মেহের, চোখ তুলে দেখ্‌লে না, ছেলে বেলা তো অনেকবার দেখেছ, তখনকার সে আশাপূর্ণ মুখ এই দীর্ঘকাল নিরাশায় কি

করুণ ভাব ধারণ ক'রেছে? এই প্রমোদ-বনে একদিন বাদ্‌সা আশার চক্ষে জগৎকে কত মধুর দেখেছিলেন। তোমার বিয়ে হ'য়ে গেল, তিনি প্রাণ বেঁধে সকলি সহ্য ক'ত্তে লাগ্‌লেন। আশা ছিল একদিন তোমাকে পাবেন। মেহের! তুমি সেই মেহের হ'য়ে, তাঁর মেহের হ'য়ে, সে আশা নির্ম্মূল ক'র না। দেখ স্বামীর মৃত্যু হ'লে মুসলমান-ধর্ম্মে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা তো নিষিদ্ধ নয়?

মেহের। স্বামি-হত্যার কলঙ্কের ভাগিনী হ'য়েছি, আবার বিবাহের কথা মুখে আনচ? স্বামীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের বিবাহ করা অধর্ম্ম নয় বটে, তা' ব'লে মুসলমানেরা বিশ্বাস-ঘাতিনী হ'তে বলে না। যিনি আমার উপর বিশ্বাস ক'রে, আমাকে নিয়ে সুখী হবেন ব'লে, দেশ ছেড়ে, জাতি ছেড়ে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, ভয়ে সেই বঙ্গদেশে পালিয়ে গেলেন, যিনি আমার সুখের জন্যে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত থাকৃতেন, যিনি আমার জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ ক'ল্লেন, একে কলঙ্কের ভাগিনী হ'য়েছি, আবার তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হ'ব? ধিক্ প্রাণে, ধিক্ বিবাহে, ধিক্ বিবাহের নামে। রাজ-পুত্র আমার জন্যে কষ্ট পান তা' আমি জানি। তোমাদের চেয়ে বেশি জানি, তোমাদের চেয়ে অনেক আগের থেকে জানি। রাজপুত্রের উপর আমার রাগ নেই। আমি বুঝেছি, একটা মেয়েমানুষের জন্যে তাঁর মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে। একটা মেয়েমানুষের জন্যে পাগল হ'য়ে তিনি এই সব ক'র্‌লেন। তাঁর দোষ

নেই, লোকে তাঁকে দোষী ক'র্‌বে না, দোষ আমার কপালের। তিনি স্বামীঘাতী ন'ন, আমি নিজেই স্বামি-হত্যার কারণ। আমা হ'তে যদি তাঁর শোক দূর হয়, আমা হ'তে যদি তিনি সুখী হ'ন, তবে না হয় তাঁকে ব'ল তিনি আমার স্বামী নন, কিন্তু তাঁকে আমি ভালবাসি। পতিঘাতীর উপর এর চেয়ে সদ্ব্যবহার মেয়েমানুষে কেউ দেখাতে পারে না।

১-বাঁদী। মেহের তোমার মিষ্ট কথায় কি তাঁর কষ্টের লাঘব হবে?

মেহের। তোমরা যুবরাজকে ব'ল তাঁর কষ্ট কিসের? আমি বিধবা। বিধবার হৃদয় শ্মশান। একটা বিধবা-হৃদয়ের জন্যে তাঁর মত লোকের মনুষ্যত্ব হারান উচিত নয়। তিনি আমায় ভাল বাস্‌তেন তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এখন যদি আর ভাল বাসেন, তবে যেন বিধবার এই মিনতিটি রাখেন, আমার কাছে এসে কখনও যেন আর ও' রকম ক'রে না কাঁদেন। তিনি আমার স্বামীঘাতী, তবু তাঁর কান্না দেখ্‌লে অনেক দিনের কথা, অনেক দিনের ঘটনা, আমার চোকে পড়ে। তাঁর অবস্থা দেখ্‌লে স্বামি-শোকের সঙ্গে আর একটা ধিক্কার আমার জীবনে এসে উপস্থিত হয়। রাজপুত্র তো আমায় ছেলেবেলা থেকে ভালবাসেন। তাঁর মনে যদি এই ছিল, তবে যে সময় বাদ্‌সা আমার বিয়ে দিতে আদেশ ক'ল্লেন, তখন তিনি কেন আপত্তি ক'ল্লেন না? আমার বিয়ে হবার আগে

কেন আমায় জোর ক'রে রাখ্‌লেন না? তা' হ'লে তো এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌ত না। আমাকে পাবার বৃথা আশায় তিনি অনেক দিন পত্নীহীন আছেন, তাঁকে বিবাহ ক'ত্তে ব'ল। তাঁর সাম্‌নে কথা ক'য়ে তাঁকে বোঝাব, তাঁর দিকে মুখ তুলে চাব, সে সামর্থ্য আমার আর এ' জীবনে হবে না। হায় নাথ, তোমার কোন' দোষ নেই, আমার জন্যে রাজ-পুত্রের কোপে প'ড়্‌লে, আমার জন্যে প্রাণ দিলে!

১-বারা। আর কেঁদে কি হবে, এখন চল।

মেহের। রাজ-পুত্র আমাকে কারাগারে রাখ্‌তে ব'লেছেন। কারাগারেই না হয় আমাকে নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার। শৃঙ্খলিত দশায় খস্‌রু।

খস্‌রু। সত্য বল ধর্ম্ম নাই!
ধর্ম্ম নামে কোন' বস্তু নাই!
শুনে সেই দুখিনীর নিদারুণ কথা
ব্যথা যারা পাইল হৃদয়ে,
আঁখি-জল ঢালিল অঝোরে,
ধেয়ে এ'ল সতী-হত্যা প্রতিশোধ দিতে,

ধ্বস্ত হ'ল তাহারা সবাই ! !
পিশাচ রাজার দণ্ডে, পিশাচ আজ্ঞায়,
দিল্লীমাঝে রাজ-পথে পুঁতে,
জীবিতে কুক্কুর দিয়ে খাওয়ালে সবারে !!
যাতনায় সাত শত প্রাণ
"দয়াল !" "দয়াল !" ব'লে করিল চীৎকার,
কোথা ছিল বধির দয়াল ?
সত্য বলি ধর্ম্ম নাই !
ধর্ম্ম নামে কোন' বস্তু নাই !!
সতীর নয়ন জলে ভেসেছিল ধরা,
তবু ধরা যায় নি ফাটিয়া !
পাপ-পূর্ণ দিল্লীর প্রাসাদে,
সতীর নয়ন হ'তে ঝরেছিল জল,
তবু জ্ব'লে যায় নি প্রাসাদ !
ধর্ম্ম শুধু পাগলের প্রাণের আশ্বাস !
ধর্ম্ম শুধু মূর্খের প্রলাপ !!
ধর্ম্ম নামে কিছু নাই, কোন' বস্তু নাই !
উঃ !—উত্তাপ !—উত্তাপ !—দারুণ উত্তাপ !
মনখেদে মা আমার কেঁদে চ'লে গেছে,
পুত্র হ'য়ে হ'ল নাকো প্রতিহিংসা ল'য়া।
কাঁদিলে কাঁদিত দুখে, না খেয়ে খা'য়াত !
পুত্র তা'র আঁখি-জল অবাধে দেখেছে,
লই নি কো প্রতিহিংসা তার !!

কে জননি বক্ষঃ-রক্ত দিয়ে,
বুকে রেখে শিশু-ছেলে করিছ পালন,
স্নেহময়ী কে জননি
পুত্র-মুখে সুধা ঢাল করিয়া চুম্বন,
পুত্রের কার্য্যের কথা
মা তোমরা শোন' মন দিয়ে,
বুকে গড়া আদরের পুত্র হ'য়ে মার,
দেখিয়াছে তিরস্কার নীরবে সহিতে,
দেখিয়াছে দিবানিশি নীরবে কাঁদিতে,
দেখিয়াছে মনোদুখে অকালে মরিতে,
পুত্র হ'য়ে নেয় নিকো প্রতিহিংসা তার !!!
মা মরেছে, পুত্র হ'য়ে ভুলে গেছে মা'কে !!!
শুনে যাও গগনের পাখী,
মা মরেছে, পুত্র হ'য়ে ভুলে গেছে মাকে !!!
স্থির হ'য়ে শুন সমীরণ,
মা মরেছে, পুত্র হ'য়ে ভুলে গেছে মাকে !!!
শূন্যে বসি' শুন রবি-শশী,
মা মরেছে, পুত্র হ'য়ে ভুলে গেছে মাকে !!!
যত দিন মা ছিল ধরায়,
যত দিন ছিল মা'র কোলে,
ততদিন মা ব'লে কাঁদিত !!
মা মরেছে, ভুলে গেছে মাকে একেবারে !
মার নামে আর তার ঝরে নাকো আঁখি !

মার নামে আর তার ফাটে নাকো বুক !
উচ্চৈঃস্বরে মার নাম ক'রে,
পারে নাকো শৃঙ্খল ছিঁড়িতে !
পারে নাকো মেদিনী কাঁপাতে !
"মা !"—"মা !"—"মা !"—

(চীৎকার ও শৃঙ্খলের সহিত আস্ফালন।
যোধার ১ম সখীর প্রবেশ)।

সখী। কে দিলে রে তোরে বুদ্ধি হেন ?
ছি ছি
এমনও অবোধ ছেলে জন্মেছিলি তুই ?
কাল কাটাইবি কোথা আদরে আদরে,
সৌধপরে র'বি কুতূহলে,
গেল চ'লে সে সকল সাধ,
বিসম্বাদ জনকের সনে,
বনে বনে বর্ব্বরের লইলি আশ্রয়,
রাজ্যময় অনল জ্বালালি ?
দুগ্ধপোষ্য শিশু তুই, দুধের কুমার,
পিতৃ-রাজ্য দিলি ছারখার !
দিল্লী হ'তে লাহোর অবধি,
মহামারি, হত্যাকাণ্ড, নৃশংস-ব্যাপার,
হাহাকার প্রতি গৃহে গৃহে ?
বহ্নি-দাহে রাজ্য দিলি মরু-ভূমি ক'রে ?

কে রে তোরে হেন বুদ্ধি দিলে ?
মতিভ্রম কে তোর ঘটালে ?

খস্রু। জ্ব'লে যাক্ দিল্লীর প্রাসাদ,
পুড়ে যাও তোমরা তাহাতে !
পেয়ে করে, চোখের উপরে,
এসেছ কি মমতা দেখাতে ?
এসেছ কি করিতে আদর ?
গিয়াছিনু যে দিন একাকী
জনহীন ভয়ঙ্কর বনে,
ভস্ম-শেষ দগ্ধ-পল্লীমাঝে,
কোথা ছিল মমতা তখন ?
যেই দিন নিশীথে একাকী,
মরু-ভূমে, প্রেত-পূর্ণ দুরন্ত-শ্মশানে,
পুত্র চলে মার অন্বেষণে,
কোথা ছিল মমতা তখন ?
জন-হীন ভীষণ-প্রান্তরে,
অনাহারে, অনিদ্রায়, ধরণী-শয্যায়,
"মা আয়!" "মা আয়!" ব'লে কেঁদেছিনু যবে,
কোথা ছিল মমতা তখন ?
গিরি-বুকে, সর্প-মুখে, সিংহের কবলে,
"মা" "মা" ব'লে একা যবে কেঁদেছিনু বনে,
কোথা ছিল মমতা তখন ?
যেই দিন বিনা দোষে মৃত্তিকায় পুঁতে,

দিল্লী-পথে সাত শত নির্দ্দোষি-জীবন
দু'ধারে কুক্কুর দিয়ে করালে ভক্ষণ,
কোথা ছিল মমতা তখন ?
এখনি পাগল হব, জ্ব'লে যাব আমি,
থেক নাকো মোর কাছে আর !!

সখী। দেখেছ তো বিদ্রোহের ফল ?
পথে পুতে বিদ্রোহীর দল
দু'ধারে কুক্কুর দিয়ে করালে ভক্ষণ,
নিজেরও এ দারুণ বন্ধন !
এখনো কি হ'লনা চেতনা ?
শান্ত হ' রে, শিষ্ট হ' রে,
ত্যাগ কর্‌ ঘৃণিত বাসনা ;
পিতৃ-পদে ক্ষমা ভিক্ষা মাগ্‌,
সুখে থাক্‌ রাজার নন্দন !

খস্‌রু ! থেমে থাক ! দূর হ'য়ে যাও !
অগ্নি-কণা ছুটিতেছে শিরায় আমার !
এখনি শৃঙ্খলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেব !
আগুন জ্বালায়ে দেব কাপড়ে তোমার !
ধু ধু ক'রে জ্ব'লে যাবে তুমি !!

(রুধির বমন)।

সখী। একি ! একি ! থাম ! থাম ! শোন, কথা শোন !
খস্‌রু। তবুও র'য়েছ ?

ওই দেখ মার আমার প্রেত-আত্মা আসে !
ভস্ম ক'রে যাবে রাজ-পুরী !!

(রুধির বমন)।

সখী। হায়.
শেষে কি রে এই হ'ল তোর ?

(রোদন)।

খস্রু। এখনো গেলেনা ?
ওই দেখ আকাশেতে রুধিরের স্রোত !!
অগ্নি-বৃষ্টি করে দেবগণ !!
এখনি "মা" ব'লে আমি এমনি চ্যাঁচাব
ধ্ব'সে যাবে তুমি ওই খানে !!

(চোখ ঢাকিয়া সখীর ক্রন্দন)।

খস্রু। (রুধির বমন করিতে করিতে)
আঃ এখনও দাঁড়ায়ে ?
র'স তো.
(চীৎকার করিয়া)
"মা !" "মা !" "মা !"

(শৃঙ্খলের সহিত আস্ফালন ও রুধির বমন ও
"মা" "মা" করিতে করিতে মৃত্যু।)

সখী। কে আছ গো একি হ'ল দেখে যাও এসে !

(সবেগে প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জোৎস্না-রাত্রি)

লতাকুঞ্জ। মেহের ও বারাঙ্গনাগণ।

১-বারা। মেহের আর ভেব না, ভাব্‌বার সময় নেই! তোমার জন্যে উন্মত্ত হ'য়ে সব ক'রেছিলেন, কিন্তু এখন পিতার শোকে, খস্‌রুর শোকে, যোধার শোকে, একেবারে পাগল হ'য়ে বুকে ছোরা বসাতে চাচ্চেন! মেহের আর এ' রকম থেক না। মুসলমানের দ্বিতীয়বার বিবাহে পাপ নেই; দেখ তোমার জন্যে মোগলরাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খল হয়, রাজা যায়। তুমি শান্ত ক'র্‌লে নিশ্চয় শান্ত হবেন।

২-বারা। ওই দেখ, উন্মাদের ন্যায় ছোরা হাতে ক'রে আস্‌চেন! মেহের! ভেব'না, ভাব্‌বার সময় নেই। একবারটী মনে মনে দেখ তুমি কে, আর কে তোমার জন্যে পাগল।

(ছোরা হস্তে সেলিমের প্রবেশ।)

সেলিম। ওরে ওরে বাপধন!
কোথা গেলি ফুটায়ে নয়ন?
দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও যেতেছি!
পিতা হ'য়ে কি কষ্ট না দেছি বংশধর?
ক্ষমা কর্! ক্ষমা কর্ তাপিত পিতারে!

যোধা ! যোধা ! জগতের শ্রেষ্ঠ-পতিব্রতা !
ক্ষমা কর’ ! ক্ষমা কর’ সতি !
অন্ধ ছিনু,
আঁখি দিয়ে গেছে মোরে মাতৃ-ভক্ত শিশু !
আজ মোর জীবনের প্রায়শ্চিত্ত-দিন !
জ্বালা !—জ্বালা !—প্রাণ জ্ব’লে গেল !
কোথা খস্‌রু! কোথা যোধা! কোথা পিতা মোর!
নরকের কোন্‌খানে সেলিমের স্থান ?
পুত্রঘাতী, পত্নীঘাতী,
সাতশত প্রাণ-হত্যাকারী,
চ’লেছে নরকে আজ !
নারকি সতর্ক হও !
নরক পুড়িয়ে যাবে সেলিমের তাপে !
উহুঃ—জীবিতেই অসহ্য যাতনা !
হেরিতেছি বিভীষিকা, পাপ-চমূ যত !
একি ? একি ?
শূন্যে আজ পূতিগন্ধ বহিছে সমীর !
রক্তমাখা নরদেহ করিছে তাণ্ডব !
তাথিয়া তাথিয়া ক’রে কবন্ধ নাচিছে !
বায়ু-ভরে কা’রা ঘোরে আতঙ্ক ছড়ায়ে ?
রুধিরেতে মাখামাখি !
নরমুণ্ড লোফালুফি করে !
কে ? কে ? কা’রা ? কা’রা ?

পাতকীরে বিভীষিকা তোরাই দেখাস্?
চ'লে যাও প্রজাঘাতী নই!
পুত্রঘাতী পত্নীঘাতী নই।
চ'লে যাও লই নি কো সাতশত প্রাণ!

১ বারা। মেহের এখনো ভাব্‌ছ? ওই দেখ হাতে ছোরা! তুমি কেড়ে নাও!

সেলিম। ওই পিতা!
মাতৃ-ভক্ত মাতৃ-প্রাণ শিশু
মা'র কোলে ওই গেল চ'লে!
ওই যোধা!
বাহু তুলে ওই নিল কোলে!
ওই ডাকে আফ্‌গান আমারে!
ওই পিতা!! ওই যোধা!! ওই খস্‌রু মোর!!
ওই ডাকে সাতশত প্রাণী!!
থাক! থাক! যাই! যাই আমি!
বালিকারে বিধবা করেছি,
বালিকার প্রাণে ব্যথা দেছি,
একবার মেহেরের কাছে
ক্ষমা আর বিদায় মাগিব!!
মরি মরি, হেসে হেসে কে আসে বালিকা?
ঢল ঢল লাবণ্যের বারি,
অঙ্গে ঝরে স্বর্গের মাধুরী!
কে? মেহের?

এস এস, এই মুদিলাম আঁখি !
দেখিব না, চাহিব না আর,
তা'হলে যে রূপানলে দগ্ধ হ'য়ে যাব !!
মেহের !
আজ মোর জীবনের প্রায়শ্চিত্ত-দিন !
নরকেতে নারকি-উৎসব !
সে উৎসবে চলিতেছি আজ !
আসিয়াছি ক্ষমা আর বিদায় মাগিতে !
কই ? কই ?
চ'লে গেলে পতিঘাতী ব'লে ?
মেহের !
জীবনের শেষ দিন !
ধরিত্রীর শেষ দিন মোর !
যেয়ো না ! যেয়ো না !
ভয় নাই, সাধিব না, কাঁদিব না আর !
চাহি শুধু ক্ষমা-ভিক্ষা, প্রেম-ভিক্ষা নহে !
মেহের !
এলে না ? এলে না ? হ'ল না কো দয়া ?
তোমা তরে পত্নীঘাতী, পুত্রঘাতী আমি !
তোমা তরে সাত শত হত্যা-পাপে পাপী !
তোমা তরে বধিয়াছি স্বামীরে তোমার !
এই দেখ,

প্রাণ দিয়ে করিলাম প্রায়শ্চিত্ত তার !!!

(বক্ষে ছোরা বসাইতে উদ্যত।)

মেহের। এই নিন্—এই নিন্—এক্‌টা বিধবাকে এই নিন।

(সভয়ে এক হস্তে ছোরা ধারণ ও অপর হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া থাকা।)

সেলিম। কে ধরে ? কে ধরে ?
একি ! একি !
স্বপ্ন কি জাগর ? নিশা কি বাসর ?
জগতে কি স্বরগে দাঁড়ায়ে ?
ভ্রমে কি স্বভাবে ?
বিকৃত কি প্রকৃত দশায় ?
একি ! একি !
সত্য কিবা মিথ্যা এ ঘটনা ?
বাল্য-সখী তুমি যদি হও,
ছেড়ে দাও ;
শোন নি কি উন্মাদ ক'রেছ ?

মেহের। (তদ্রূপ দণ্ডায়মানা।)

সেলিম। ছাড়, ছাড়, চাহিনা দেখিতে !
ওই মুখে মাখা আছে যুগান্তের স্মৃতি !
ছাড়, ছাড়, পরশে তোমার
অতি দূরে উন্মাদেরে নিয়ে যায় হ'রে !

দেখি যেন অতি দূরে মরুভূমি-পারে,
ধীরে ধীরে ব'য়েছিল স্নিগ্ধ-কল্লোলিনী!
দেখি যেন সূচি-ভেদ্য আঁধার ভেদিয়ে
জীবনের যেই ভাগ
উজলিত রত্ন-দীপালোকে!
জীবনের যুগান্ত ঘটেছে!
করে কর রেখ না কো ধ'রে,
মনে পড়ে, অঙ্কুরিত পূর্ব্ব-অনুরাগ!
দেখি যেন, যৌবনের উষার আলোক
ধীরে ধীরে ফুটিছে বদনে!
দেখি যেন, মধুময় অপরাহ্ন-কাল,
হাস্যাননে দূতী সনে আস,
পিতার রাজত্ব-কাল, চিন্তাহীন প্রাণ,
ব'সে আছি কেলি-বনে পথ-পানে চেয়ে,
বায়ু-ভরে শুষ্ক-পত্র নড়ে,
শিহরিয়ে গণি পদ-ধ্বনি,
সুখ-স্বপ্নে বাহ্য-জ্ঞান হত,
প্রাণে মাধুরী প্লাবিত!
ছাড়! ছাড়!
উন্মাদেরে কেন আর করিছ উন্মাদ?
জীবনের অন্ধকার-পারে,
মনে পড়ে, মুকুলিত সেই ভালবাসা!
আশা বাজাত বাঁশরী!

ছাড়! ছাড়!
পড়ে মনে, জনকের নির্দ্দয়-ধিক্কার!
পড়ে মনে, শৃঙ্খল-বন্ধন!
পড়ে মনে, শিলা বেঁধে প্রাণে
অকাতরে স'য়েছিনু সব!
ছাড়! ছাড়!
ছিল কভু প্রাণ-ভরা আশা,
সে আশা নিবেছে বহুদিন!
মেহের!
উন্মাদেরে রেখ না কো ধ'রে!
ধরা পরে আর কিবা আছে?
পিতা গেছে!! খস্‌রু গেছে!!
যোধা গেছে মোর!!!

১-বারা। খামিন্! আপনার সবই আছে। কে আপনাকে ধরেছে, কে আপনাকে ছোরা বসাতে দিচ্চে না একবার চেয়ে দেখুন।

সেলিম। স্বপনের ছায়া! কুহকীর মায়া!
উন্মাদের উন্মত্ত-কল্পনা!
কে কহিবে জাগ্রত কি নিদ্রিত সেলিম?
সহসা যে মন্ত্র-শক্তি ঘুরিয়া বেড়ায়।
বুঝিয়াছি! বুঝিয়াছি!
যার ভাগ্যে নিরাশার দারুণ চর্ব্বণ,
তার মন এইরূপে নেচে ওঠে আগে!

মেহের !
ছিন্ন মায়া-ডোরে কেন করিছ বন্ধন ?
শ্মশানে দেখাও কেন শান্তি-নিকেতন ?
জান না, বোঝ না,
কি জ্বালা উন্মাদ করে নরে !
ছাড় ! ছাড় !
ও' আদর অনুরাগ দেখায়ো না আর,
দেখিছ না উন্মাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে ?
একি ?
ছাড়িলে না ? ছাড়িলে না ?
ওঃ
কেন পুনঃ বালিকার কোমল-পরশে,
আবার উদয় হ'য়ে শত শত আশা,
হৃদয়-পটাহে করে অশ্রান্ত আঘাত ?
ছিন্ন তারে কেন বাজে তান ?
প্রাণে কেন উঠে পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত ?
অনাহারে অনিদ্রায় উন্মাদ-দশায়
জপি যা'য় ইষ্টমন্ত্র-প্রায়,
প্রেমময়ী নিরুপমা যার মূর্ত্তি খানি
মাখামাখি হৃদয়ের শিরায় শিরায়,
দিবা নিশি যার তরে দুখে আঁখি ঝরে,
ভাসে প্রাণ নিরাশা-সাগরে,
এলে পরে পূর্ব্বকথা হৃদয়ের মাঝে

প্রেমে আজো হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
আজো চোখে নিরখিলে যারে
নাচে প্রাণ পুলকের ভরে,
নামে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে,
সে যে আজ উন্মাদেরে রেখেছে গো ধ'রে !!
মেহের !
মায়া-ডোরে কেন বাঁধ আর ?
জীবনের টুটেছে মমতা !
রাখ কথা,
ছাড়, ছাড়, বড় জ্বালা !
ছিদ্র করি হৃদয়ের দ্বার,
ছিদ্র পথে জ্বালা মোর যাবে বাহিরিয়ে !!!

১-বারা। জাঁহাপনা আর পাগলের ন্যায় থাক্‌বেন না, আর শোক ক'র্‌বেন না। যার জন্যে এত ক'রেছেন, এত স'য়েছেন, দেখুন সে আজ আপনাকে কত যত্ন ক'চ্চে, কত আদরে ধ'রে রেখেছে।

সেলিম। চল তবে, পাতাইব শ্মশানে সংসার !
মরু-ভূমে খেলাব তটিনী।
পূরাইব বিস্মৃত-স্বপন !
চল তবে,
নিবাইব হৃদয়ের অগ্নি-উদ্গীরণ !
জীবনের মরু-দাহ, প্রাণের দংশন !

সংশয় !—সংশয় !—দারুণ সংশয় !
বল কেহ এ আশা তো উন্মাদের নয় ?

২-বারা। ছিঃ আপনি আবার অমন ক'চ্চেন ? যে প্রমোদ-বনে মেহেরকে মার কাছ থেকে আনিয়ে, ছেলে বেলা কত দেখ্‌তেন, কত কথা শুন্‌তেন, সেই প্রমোদ-বনে, চেয়ে দেখুন আপনার মেহের আপনাকেই ধ'রে র'য়েছে।

সেলিম। সর্ব্বাঙ্গ বিকল !
কে হরে গো হৃদয়ের বল ?
শরীর বিবশ !
পরশে তড়িৎ বহে প্রাণে !
প্রাণাধিকে ! প্রাণে গাঁথা সোণার লতিকে !
নুর্‌মহল্‌ !
মহিলার কোহিনুর রাজ-মহলের !
নুর্‌জাহান্‌ !
জগতের নিরুপমা জ্যোতিঃ !
প্রিয়তমে ! রমণীর সমুজ্জ্বল মণি !
ওঃ—দাঁড়াতে পারিনে আর
কে আছ গো ধর মোরে আজ !!!

(মেহেরকে ধরিয়া অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়া।)

বারাঙ্গনাগণের গীত।

যুবক যুবতি আজি জুড়াইল যাতনা,
এত দিনে যে যেখানে হও প্রেমে মগনা।
কোকিলা কোকিল-পাশে বল মনো-ব্যথা,
ভ্রমর ভ্রমরী কহ চোখে চোখে কথা।
ঢাল ঢাল শশী তুমি, ঢাল ঢাল জোছনা,
পেলে আজি রাজ-সুত মনোমত ললনা।
বহ বহ সমীরণ চুমি' চুমি' পাতা,
তরু-কোলে কুতুহলে ঢ'লে পড় লতা।
থাক সুখে মুখে মুখে শারী শুকে লগনা।

যবনিকা পতন।

विज्ञप्तिरियं।

महामहोपाध्याय श्रीराखालदास न्यायरत्न महामहोपाध्याय श्रीकैलास चन्द्र शिरोमणि महामहोपाध्याय श्रीविश्वनाथ श्रोझा महामहोपाध्याय श्रीचन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महामहोपाध्याय श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्रि महामहोपाध्याय श्रीशिवकुमार मिश्र श्रीशिवचन्द्र सार्व्वभौम श्रीपञ्चानन तर्करत्न श्रीप्रमथनाथ तर्कभूषण द्वारबङ्ग-राजसभा-पण्डित श्रीचित्रधर मिश्र द्वारवङ्ग राज-कवि श्रीचन्द्र कवि प्रभृतिभिः समालोचितम् विविधच्छन्दोमयं प्रेम-भक्ति-करुणादिरसात्मकं कृष्णलीलामयं

श्रीवृन्दावन कल्पलतिका

ख्य संस्कृत काव्यं

मासात्परं यावद् ग्रन्थकृतोपहरणीयं। ज्ञातनाम्नां कृतिनामावेदनञ्चेत् तर्हि अनेनात्मनः सौभाग्यमेव परिकल्पयिष्यते। दत्तानि स्व स्व व्युत्पत्तेः प्रमाणानि चेत् तर्हि अविदित-नाम्नां विद्यार्थिनामप्यावेदनं नानर्थकं भविष्यतीति सम्भाव्यते च।

श्रीहरकुमार शर्म्मणः।

দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রকার ঋষিদের বুদ্ধির চরমোৎকর্ষের পরিচয় ফল-জ্যোতিষে। নভশ্চারী গ্রহ-মণ্ডলের আকর্ষণ বিকর্ষণের সহিত জাগতিক অণুপরমাণুর পর্য্যন্ত সম্বন্ধ-রহস্য বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন। করুণাময় ঋষি[illegible]

দেওয়া হইতেছে তাহা নিম্নপ্রদত্ত গ্রন্থ-নাম ও সূত্র-সংখ্যা দ্বারা অনায়াসেই জানা যাইবে এবং অদৃষ্ট-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিলে সেই সেই গ্রন্থ খুলিয়া সেই সেই সংখ্যক সূত্র গুলি মাত্র তুলিয়া দিলেই যথেষ্ঠ হইবে। যাহাতে কাহাকেও আর গ্রন্থান্তরের সাহায্য না লইতে হয় সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থের ভূমিকায় বিশুদ্ধ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, বিশুদ্ধ লগ্ন নির্ণয়ের উপায় এবং রাশিগণের অয়নাংশবিযুক্ত স্থিতিকাল নিরূপণের নিয়ম ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা যাইতেছে এবং পরিশিষ্টে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আক্‌বর জাহাঙ্গীর মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর প্রভৃতি সম্রাট্ ও রাজন্যবর্গ এবং লর্ড বায়রণ শ্রীহর্ষ-প্রমুখ বিদেশীয় ও দেশীয় কতিপয় কবি বিদ্বান্ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জন্ম- পত্রিকা প্রযুক্ত হইবে এবং তাঁহাদের জীবন-চরিত না জানা থাকিলেও কেবল রাশি-চক্র দেখিয়া জীবন চরিত কিরূপে লেখা যাইতে পারে তাহাও দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়া দেওয়া হইবে। গ্রন্থ প্রায় শেষ হইয়াছে, যাহা বাকি আছে মাসেক দুই মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। এক্ষণে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ অন্ততঃ কতিপয় ব্যক্তির আশয় না বুঝিয়া যে সত্বর মুদ্রিত করিতে দিব এরূপ সাহস হইবে না। অল্প সংখ্যক ব্যক্তিও যদি এক একখানি পোষ্টকার্ড মাত্র প্রেরণ করিয়া সহৃদয়তা দেখান তবে সত্বরই মুদ্রিত করিতে সাহস হয়। যথাকালে এই গ্রন্থের মূল্য ৩৲ টাকার কম হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে যাঁহারা এক খানি পোষ্টকার্ড দ্বারা মাত্র সহৃদয়তা দেখাইয়া গ্রন্থকারকে মুদ্রিত করিবার জন্য সাহস দিবেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্দ্ধেক মূল্যের অধিক লইতে ইচ্ছা নাই। এই গ্রন্থ কিরূপ উপকারী হইতেছে সে বিষয়ের প্রকৃত কথা ভারতের একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিতে গ্রন্থকারের নিতান্তই ইচ্ছা আছে। তাঁহার মন্তব্য পাইলেই আমার আর যে যে গ্রন্থ ছাপা হইতেছে তাহার কোন’ খানির সহিত মুদ্রিত করিয়া পাঠকদিগকেও দেখাইব।

শ্রীহরকুমার শর্ম্মা।

শঙ্করাচার্য্য।

(ইতিহাসমূলক আধ্যাত্মিক নাটক।)

নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ভাটপাড়ায় গ্রন্থকারের নিকট।

৺ কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট।

৺ কাশীরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্নের নিকট।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগের প্রফেসর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট।

উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত ইহাঁদের নিকট গ্রন্থ পাওয়া সুকঠিন। কেননা ইহাঁরা কেহই বিক্রয় করেন না। সাধারণে যাহাতে এই সামগ্রী হইতে বঞ্চিত না হন এই কারণে কয়েক খানি পুস্তক বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট আনীত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষিত কতিপয় বিদ্বদ্বর্গের ও সাহিত্য-সেবিগণের মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

গ্রন্থকারের পিতা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহাশয়ের মন্তব্য।

প্রাণাধিক, তোমার পত্র পাইলাম। তোমার শঙ্করাচার্য্য পাঠ করাইয়া আমি অনেকবার শুনিয়াছি এবং আমার নিকট অতি উৎকৃষ্টই লাগিয়াছে তুমি আমার প্রশংসাপত্র ছাপিতে ইচ্ছা করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রশংসাপত্র দিবার উপযুক্ত

কেননা অপত্য-স্নেহ বশতঃ তোমার পুস্তক এরূপ উৎকৃষ্ট লাগা আমার পক্ষে বিচিত্র নহে। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিই আজ কাল সাহিত্য লইয়া আদর করিয়া থাকেন। তোমার পুস্তক যদি প্রকৃত ভাল হইয়া থাকে, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহাদের আদর ও প্রশংসাপত্র পাও এবং সেই প্রশংসাপত্রই তোমার পক্ষে অধিক উপযোগী হইবে। ইতি

কাশীধাম।
২০শে মাঘ ১৩০৫। } শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন।

বঙ্গের-কবিকুল-চূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের মন্তব্য।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের কোনও আত্মীয় আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আমার চক্ষুর পীড়া বশতঃ আমি নিজে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইহার পাঠ শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে আমি কখনো মনেও করি নাই। কিন্তু ইহার পাঠ শ্রবণে, আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এই নাটকখানি, বিশেষতঃ ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে, যে আমি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। আমি এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিতেছি না, কেবলমাত্র ইহার পাঠ শ্রবণে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহাই এ স্থলে ব্যক্ত করা আমার অভিপ্রায়। গ্রন্থকার একজন প্রকৃত [illegible]বি। বিশেষতঃ ইঁহার নাটক রচনা করিবার শক্তি এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অভিনয় ব্যতিরেকে নাটকের উৎকৃষ্টতা সম্পূর্ণ-রূপে পরিস্ফুট হয় না, এবং তাহা না হইলে, ইহার মনোরঞ্জনকারিতা লোকের সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয় [illegible] যে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আমার

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না, কেবল পাঠক-মহোদয়গণকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন মনোযোগ পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করেন। গ্রন্থকারের সহিত পূর্ব্বে কখনও আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, এবং এখনও নাই। এমন কি, পরস্পরে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম যে, ইনি ভাটপাড়ার সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র এবং ইনিও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সংস্কৃতে একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আদর ও তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা, বাঙ্গালা-সাহিত্যের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ আমার সংস্কার এই যে, বাঙ্গালা-সাহিত্য যদি কখনও সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহা এই শ্রেণীর লেখকদিগের দ্বারাই সাধিত হইবে। সুতরাং ইঁহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা যে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত হইবে, এ আশা সম্পূর্ণরূপেই করা যায়। ইঁহার নাটক রচনা করিবার শক্তি "নুরজাহান্" নামক আরো একখানি গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। জগদীশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

কাশী সহর,
২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺ কাশীর প্রধান নৈয়ায়িক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি

মহাশয়ের মন্তব্য।

এই পুস্তক খানিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বালক ভোলান' ঘটনা বাক্যাদি দ্বারা ইহার কলেবর-পুষ্টি নহে। ইহার লক্ষ্য পরম পদার্থ। নাট্যানুসঙ্গিক-প্রণয়াদি-রস যাহা আছে, তাহাও চরমে পরমার্থে গিয়া লয় পাইয়াছে। ভাব ভাষা ও ঘটনা-বৈচিত্র্যাদির [illegible]

অদ্বৈতবাদের, গীতার, মোহমুদ্‌গরের, আত্মতত্ত্বের, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমার্গের ও অন্যান্য যথেষ্ঠ বৈদান্তিক কথার সংমিশ্রণে এই উজ্জ্বল নাটক খানিকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশে আজকাল উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত বহুতর বিদ্বদ্‌বর্গ আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি যথোপযুক্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, ভাষ্যকারের পবিত্র জীবনী অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লেখায় সেই সকল প্রকৃত গুণগ্রাহী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট গ্রন্থকার গুণপনার ও পরিশ্রমের প্রকৃত আদর প্রাপ্ত হোন। ২রা মাঘ।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র শিরোমণি।

হাইকোর্টের বিচারপতি

শ্রীযুক্ত অনারেবল্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের মন্তব্য।

নারিকেলডাঙ্গা।
২২শে কার্ত্তিক।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনং

আপনার প্রেরিত "শঙ্করাচার্য্য" অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি এবং পরম যত্নে পাঠ করিতেছি। এখনও পাঠ সমাপ্ত হয় নাই অথচ চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইয়াছে যে আজই আপনাকে পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পুস্তকের ভাষা যেমন সরস প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাবগুলিও তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে কবিত্ব শক্তি ও রচনানৈপুণ্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্মভূমির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সুললিত বঙ্গভাষায় বিবিধ
শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অপ্রতিদ্বন্দ্বি-অনুবাদক, সংস্কৃত
ও বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা
ভট্টপল্লীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

মহাশয়ের মন্তব্য।

আমি শঙ্করাচার্য্য এবং নুর্‌জাহান্ নাটক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভট্টপল্লীর প্রধানতম অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র সুকবি সরস লেখক শ্রীমান্ হরকুমার ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। হরকুমারের ন্যায় গুণবান্ পুত্র লাভ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সদৃশ সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষেরই ঘটিয়া থাকে।

শ্রীমান্ হরকুমার শঙ্করাচার্য্য নাটকে অদ্বৈতবাদের সম্যক্ জ্ঞান, অসাধারণ লিপি-কৌশল ও রসাবতারণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য শ্রবণকালে সময়ে সময়ে আমার অশ্রুপাত হইয়াছে।

নুরজাহানেও অপূর্ব্ব ক্ষমতা। সেলিমের ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিবর্ত্তন নাই! কিন্তু নুর্‌জাহানের চরিত্র সৃষ্টি কবির অপূর্ব্ব কৌশল। আমার আশা ও আশীর্ব্বাদ, এই নবযুবক হরকুমার ক্রমশঃ নাট্য-কবিগণের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

১২ই কার্ত্তিক।

মডেল ভগিনী প্রভৃতির প্রণেতা

বৰ্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকিল

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত হরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত শঙ্করাচার্য্য নাটকের অধিকাংশ আমি অমুদ্রিতাবস্থাতেই দেখিলাম। উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এ পুস্তক প্রকাশিত হইলে যে সাধারণের আদরণীয় হইবে এ আশা বিলক্ষণই করা যায়। শুনিয়াছি ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় আরও কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি যে সুকবি বলিয়া যশোলাভ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। ১৩০৪। ২২ চৈত্র।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশৰ্ম্মা

বৰ্দ্ধমান।

বিবিধ সংস্কৃত কাব্যাদির প্রণেতা

কলিকাতা সস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগের প্রফেসর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মহাশয়ের মন্তব্য।

শুভাশীঃ পূৰ্ব্বকং বিজ্ঞাপনমিদং

প্রিয়তম হরকুমার, তোমার কল্পনা-কাননের প্রথম কুসুমহার "শঙ্করাচার্য্য" পাঠ করিয়া নির্ম্মল রসাস্বাদে আমার অন্তঃকরণ কি পরিমাণে আর্দ্র হইয়াছে তাহা এই লৌহময় লেখনীর সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ভারতের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যে মধুর ও অপার্থিব স্বর্গীয় চিত্র তোমার এই নূতন নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে, আমার বিশ্বাস তাহা বঙ্গভাষার সাহিত্যে[illegible] চিরদিনের জন্য সৰ্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে। [illegible]ঙ্করাচার্য্যের" মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষা, স্বপ্নময়ী কল্পনা এবং

াশ্চর্য্য চরিত্র-সন্নিবেশ-প্রণালী বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ও সম্পূর্ণ হৃদয়া কর্ষক।

জানিনা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান সমালোচকবৃন্দ তোমার এই সুরসময় নবনাটকের কি প্রকার সমালোচনা করিবেন এবং সাধারণেই বা সে সমালোচনা কি ভাবে গৃহীত হইবে। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ উৎসাহ ও নিঃসঙ্কোচের সহিত বলিতে পারি যে, সে দিন বহু দূরে নহে যে দিন শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয় তোমার শঙ্করাচার্য্যের নামে গর্ব্বে স্ফীত হইবে ও আনন্দাশ্রু-ধারায় আপ্লুত হইবে। আশীর্ব্বাদ করি ভাই নীরোগ ও সুদীর্ঘজীবী হইয়া শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কমনীয় রত্নাভরণ-রাজির দ্বারা আমাদের দুঃখিনী মাতৃভাষার অলঙ্কারহীন অঙ্গনিচয়কে প্রাণভরে সাজাইয়া চিরকালের জন্য দেশের ও বংশের মুখ সমুজ্জ্বল কর। ইতি তাং ২২শে জৈষ্ঠ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণঃ।

সেক্সপিয়ার, বঙ্গের শেষবীর প্রভৃতির প্রণেতা

উদীয়মান লেখকগণের সর্ব্বপ্রধান

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত

মহোদয়ের মন্তব্য।

১৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৫।

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

মহাশয়ের রচিত "শঙ্করাচার্য্য" পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। যে উচ্চ বংশে মহাশয়ের জন্ম এবং যে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিতের মহাশয় পুত্র, "শঙ্করাচার্য্য" গ্রন্থ তদনুযায়ীই হইয়াছে। গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বে এবং গাঢ় বৈদান্তিক উপদেশে গ্রন্থের আদ্যন্ত পূর্ণ। এ শ্রেণীর

ঙ্গ ভাষায় অতি অল্পই বাহির হইয়াছে। আপনার ভাষার সরলতা ভাবের কমনীয়তা এবং কবিত্বের উন্মেষণ বিশেষ প্রশংসনীয়। আপনার হৃদয় যে উন্নত, ধর্ম্মবুদ্ধি যে পরিমার্জ্জিত, প্রাণ যে সরল ও কোমলতা-ময়, গ্রন্থের অনেকস্থলেই সে পরিচয় পাইয়াছি। আপনার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা যে আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, সে পক্ষে এতটুকুও সন্দেহ নাই। "শঙ্করাচার্য্য" বিষয়টী যেমন কঠিন, তাহাকে দৃশ্যকাব্যাকারে পরিণত করাও সেইরূপই কঠিন। দেখিয়া সুখী হইলাম যে আপনি অনেকস্থলেই পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমেই শঙ্করের মুখে যে শঙ্কর-স্তবটী দিয়াছেন, তাহা এত মধুর ও মনোজ্ঞ যে, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমার সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা যে আপনি চিরদিন এইরূপে বঙ্গীয় সাহিত্যের সেবা করিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যসেবিগণের সমকক্ষ হউন। সে পক্ষে আপনার সুবিধাও যথেষ্ট। কারণ আপনার ভারত-বিখ্যাত পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে আপনি সর্ব্ব বিষয়েই সাহায্য পাইতে পারিবেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র আপনি। আপনার লেখনীতে ফুল চন্দন না পড়িবে কেন?

প্রণত

শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত দাস।

নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক

শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন

মহাশয়ের মন্তব্য।

প্রিয় হরকুমার, তোমার নাটক ছাত্রবর্গদ্বারা পাঠ করাইয়া আমি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। একাসনে বসিয়া এত নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্র-চিন্তা ছাড়া কখনও আমি বাঙ্গালা কাব্য লইয়া আলোচনা করি নাই। ... উপন... এত আধ্যাত্মিকতা ও এত দার্শনিকতা আমি কোন'